শহিদ ভূপতি সেন কলোনি

প্রচেত গুপ্ত

BanglaBook.org

অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল শহিদ ভূপতি সেন কলোনি। তখন মানুষগুলো ছিল স্বচ্ছ। তাদের ভালমন্দ ছিল সাদা-কালোয় আঁকা। চেনা যেত সহজেই। সময় যত গেছে, শহিদ ভূপতি সেন কলোনি জটিল হয়েছে। সেখানে ঢুকেছে রাজনীতি, লোভ, স্বার্থপরতা। সেই কলোনি আজ হবে ঝলমলে, আধুনিক, বিলাসী এবং দামি জনপদ। ছিন্নমূল মানুষ যেমন একসময় জমি খুঁজে ঘর বেঁধেছিল, তেমনই জমি-মাফিয়াদের চাপে ঘরবাড়ি ছেড়ে কাউকে কাউকে সরে যেতে হয়েছে দূরেও। এবার কি নিজের পরিচয়টুকুও ছাড়তে হবে? শহিদ ভূপতি কলোনি তার নাম বদলাবে? কলোনি ঘিরে বহু মানুষের আনাগোনা। কেউ জেলখাটা 'বিপ্লবী', কেউ কূট রাজনৈতিক নেতা, কেউ হেরে-যাওয়া দলের সমর্থক, কেউ নির্মম জমি-মাফিয়া, কেউ ধুরন্ধর দালাল, কেউ বুদ্ধিমতী ছাত্রী, কেউ স্বপ্ন-দেখা প্রেমিক। এদের কেউ ভিতরে থাকে, কেউ বাইরে। টানটান কাহিনিতে আছে অস্তিত্বের লড়াই, আছে স্বপ্ন, প্রেম, আছে স্বার্থপরতা, চরম নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধ। প্রচেত গুপ্ত-র 'শহিদ ভূপতি সেন কলোনি' উপন্যাসে তারপরেও কেউ মাথা উঁচু করে থাকে। কেউ মানুষকে ভালবাসে।

টানটান কাহিনিতে আছে অস্তিত্বের
লড়াই, আছে স্বপ্ন, প্রেম,
আছে স্বার্থপরতা, চরম নিষ্ঠুরতা,
প্রতিশোধ। প্রচেত গুপ্ত-র
'শহিদ ভূপতি সেন কলোনি'
উপন্যাসে তারপরেও কেউ
মাথা উঁচু করে থাকে।
কেউ মানুষকে ভালবাসে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

শহিদ ভূপতি সেন কলোনি

প্রচেত গুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪

© প্রচেত গুপ্ত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-457-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি৪ সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

SAHID BHUPATI SEN COLONY
[Novel]
by
Pracheta Gupta

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

শ্রীদিলীপ বসু
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর গুপ্ত
আমার দুই গুরুজন। খুব কঠিন সময়ে আমার লেখালিখির পাশে থেকেছেন। দুজনেই প্রয়াত। তবু যেন আমার সঙ্গেই আছেন।
এমন আত্মীয় যেকোনও লেখকের জন্যই গর্বের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একটা সুন্দর সকাল। এই সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটবে কেউ ভাবতে পারেনি।

শীত চলে গেছে। যাওয়ার সময় পাখির ফেলে যাওয়া পালকের মতো আমেজ রেখে গেছে। সেই আমেজের কারণে রোদ নরম। বাতাসে ঠান্ডা ভাব। সাবধানী বয়স্ক মানুষরা কেউ-কেউ এখনও রাতের দিকে হাফ হাতা সোয়েটার পরছেন, গলায় মাফলার দিচ্ছেন। সময়টা আরামের হলেও বয়স্ক শরীরের জন্য ভাল নয়। ঠান্ডা লেগে জ্বরজারি হতে পারে। বামাপদ রায়ও গলায় মাফলার দিয়েছেন।

বাদামি রঙের রোঁয়া ওঠা মাফলার। মাফলার কায়দা করে প্যাঁচানো। গায়ে কালচে লাল রঙের কটসুলের ফুলহাতা জামা, গাঢ় নীল জিন্‌স আর সাদা কেডস। কেডস সকালে পরিষ্কার করা হয়েছে। বামাপদ প্রতিদিন সকালে নিজের হাতে কেডস পরিষ্কার করেন। মাথাভর্তি সাদা চুলে পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও বামাপদ রায়কে দেখাচ্ছে স্মার্ট। মুখে হাল্কা একধরনের হাসি নিয়ে তিনি পিঠ সোজা করে হাঁটছেন। পিঠে হাল্কা ব্যথা। সম্ভবত গতরাতে জানালা খুলে শোওয়ার জন্য ঠান্ডা লেগেছে। মুখের হাসির নির্দিষ্ট কোনও মানে নেই, তবে বেশ আছি ধরনের একটা ভাব আছে। এই হাসি বামাপদ রায় অভ্যেস করেছেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, কষ্টে আছি-র চেয়ে বেশ আছি ভঙ্গিতে লোকের কাছে যেতে বেশি সুবিধে। লম্বা মানুষটা পথচলতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কেউ তাকিয়ে পাল্টা হাসছে, কেউ হাত নাড়ছে। কেউ উঁচু গলায় বলছে, "বামাদা, খবর সব ভাল তো?"

বামাপদ রায় হাত নেড়ে জবাব দিচ্ছেন, "সব ভাল। চারপাশে যা চলছে, তারপরেও ভাল আছি।"

তাঁর হাসি, বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, চারপাশে যা চলছে তাতে তিনি খুশি। ভাগ্যিস চলছে, না হলে এমন কথা বলা হত না।

বামাপদ রায় চেষ্টা করেন তাঁকে স্মার্ট দেখাক। সব সময় পারেন না। কয়েক বছর হল বাতের জন্য ডান পায়ের হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে। শীতের আগুপিছু সময় চিড়িক মারে। এই সময়টা ডাক্তার তাঁকে লাঠি নিয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি শোনেননি। লোকে ভাববে, মানুষটা জবুথবু হয়ে গিয়েছেন। ইমেজে দাগ পড়বে। বিপ্লবী কখনও জবুথবু হতে পারে না। প্রাক্তন হলেও পারে না। বাতের ব্যথা বাড়লে বামাপদ কখনও-সখনও অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে মুচকি হেসে বলেন, "জেলে থাকার সময় পুলিশ খুব পিটিয়েছিল, ভাই। সেই ব্যথাই থেকে থেকে মাথাচাড়া দেয়।"

"সে তো অনেক আগের ঘটনা দাদা! কোন সাল যেন?"

বামাপদ সহজভাবে বলেন, "তা, তোমার সত্তরের শেষ একাত্তরের গোড়াই ধরো। ওই সময়টায় তো উত্তাল অবস্থা। জেলে বন্দি রাখার জায়গা নেই।"

"ইশ! এত বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছেন? চিকিৎসা করেন না?"

বামাপদ আবার হাসেন। বলেন, "কিছু ব্যথা শরীরে থাকা ভাল। সব রাগ, প্রতিবাদ, লড়াই ওষুধ দিয়ে ঢেকে দিলে কী নিয়ে বাঁচব? জেলের ভিতর অনশন করছিলাম। পলিটিক্যাল প্রিজনারদের মর্যাদা চাই। তিনদিনের মাথায় বেদম ঠ্যাঙানি খেলাম। মর্যাদা মাথায় উঠল। হাত-পা ভেঙে কেতরে পড়ে রইলাম সেলের মেঝেতে।"

কথা শেষ করে এবার আওয়াজ করে হেসে ওঠেন বামাপদ। আগে থেকে ভেবে রাখা হাসি। যেন জেলে মার খাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ায় খুবই আনন্দ পেয়েছেন। লোকে বুঝতে পারে না। বামাপদ জানেন, এই হাসি দেখে শ্রোতাদের মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব গদগদ হয়ে উঠবে। সে ভাববে, একেই বলে বিপ্লবী! না হলে পুলিশের মার নিয়ে কেউ রসিকতা করে!

শহিদ ভূপতি সেন কলোনিতে বামাপদ রায় একজন পরিচিত মানুষ। পরিচয়ের কারণ তাঁর অতীত। একসময় আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি করেছেন। জেল খেটেছেন। মুক্তি পাওয়ার পর পাইকপাড়ায় এক কামরার সরকারি ফ্ল্যাট পেলেন। নামমাত্র ভাড়া। স্পেশ্যাল কেসে সেই নামমাত্রতেও ছাড় মিলেছিল। বছর তিন সেখানে কাটানোর পর, বামাপদ বুঝলেন, এক কামরায় হচ্ছে না। বড় জায়গা চাই। সরকারি অফিসে বিস্তর ঘোরাঘুরি এবং

BanglaBook.org

ধরাধরি করে এক কামরার বদলে দু'কামরার ফ্ল্যাট জোগাড় করলেন। তবে একেবারে খাস কলকাতায় হল না। খানিকটা সরে আসতে হল। চলে আসতে হয়েছে শহিদ ভূপতি সেন কলোনিতে। বাইপাস ধরে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে, তারপরেও অনেকটা ঢুকতে হয়। সুন্দরবন যাতায়াতের পথ। আবাসন দপ্তরের যে অফিসার ফ্ল্যাট অ্যালটমেন্ট করলেন, তিনি বেশি কথা বলা টাইপের মানুষ।

"অনেক কষ্টে এটা আপনাকে জোগাড় করে দিলাম। খুব চাপ। এই দেখুন শহিদ পরিবার, বিপ্লবী, পলিটিক্যাল সাফারারদের অ্যাপ্লিকেশনে টেবিল উপচে পড়ছে। নিত্যনতুন নাম আসছে। আপনার হাই রেকমেন্ডেশন বলে তাড়াতাড়ি হল। ভাড়া দেয়নি বলে একটা পার্টিকে জোর করে তুলে দিলাম।"

বামাপদ মুখে চিকচিক আওয়াজ করে বললেন, "আহা, তুলতে গেলেন কেন? বেচারি গৃহহারা হল।"

অফিসার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, "না হলে আপনাকে আরও বছর খানেক বসে থাকতে হত।"

বামাপদ চোখমুখ কুঁচকে বললেন, "তাই না হয় থাকতাম, তা বলে একজনকে জোরজবরদস্তি সরিয়ে...ছি ছি! এসব যে আপনাদের কী সিস্টেম! ছি ছি! সে যাক আপনাদের সরকারি নিয়ম তো বদলাতে পারব না। বিপ্লব হলে না হয় একটা কথা ছিল। তখন এইসব নিয়ম আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতাম। সে আর আপনারা করতে দিলেন কই? পুলিশ দিয়ে মেরে বিপ্লবের মেরুদণ্ডটাই দিলেন ভেঙে।"

অফিসার অবাক হয়ে বললেন, "আমরা! আমরা আবার কী করলাম! ওসব তো আপনার অনেক আগের কথা।"

বামাপদ মুচকি হেসে বললেন, "ওই একই হল। ক্ষমতা হাতে পেলে সকলেই সমান। তা, ফ্ল্যাটটা কি একটু দূরে হয়ে গেল না সাহেব? বুড়ো মানুষকে আঁস্তাকুড়ে ডাম্প করছেন নাকি? তার উপর নাম শুনে জায়গাটা কেমন যেন মনে হচ্ছে, কলোনি না কী যেন? নিশ্চয় ঠিকমতো ডেভেলপড হয়নি। জল জমে? মশা? রাতে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হালুম শোনা যায় নাকি?"

অফিসার একগাল হেসে বলল, "দূর মশাই! নামেই কলোনি, খাতায়

BanglaBook.org

কলমে। পাইকপাড়ার চেয়ে ফেসিলিটিতে কিছু কম যায় না। জায়গা কি আজকের? পঞ্চাশ বছর আগের। বাইপাস তখনও হয়নি। এখন মিউনিসিপ্যালিটি। যে-কোনও দিন কর্পোরেশন হল বলে। জল, রাস্তা, দোকান, বাজার সব আছে। বছর কয়েক হল গভর্নমেন্টের নজর পড়েছে। ধ্যাড়ধ্যাড় করে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। ক'দিন পরে বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জের থেকে জমির দাম বেশি হয়ে যাবে। নিয়ে নিন মশাই। নিয়ে চেপে বসে থাকুন। পরে না হয় ঝেড়ে দেবেন।"

বামাপদ ভান করলেন, অফিসারের কথায় কান দেননি। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললেন, "আমার ওসব বাছবিচার নেই। জমির দাম বাড়া কমা নিয়ে আমি কী করব? মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই হলেই চলবে। জীবনের একটা বড় সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে আদাড়ে-বাদাড়ে লুকিয়ে থাকলাম, বাকিটা কাটল জেলখানায়। আমাকে যেখানে জায়গা দেবেন সেখানেই চলবে। তা, ফ্ল্যাটের চাবি কি আজই পাব?"

অফিসার মুচকি হেসে মুখ নামিয়ে বলল, "অত তাড়াহুড়োর কী আছে? দু'দিন পরে আসুন।"

শহিদ ভূপতি সেন কলোনিতে এসে ধীরে ধীরে জমিয়ে বসলেন বামাপদ রায়। এলাকায় ছোট-বড় সকলের কাছে 'বামাদা' নামে পরিচিত হয়েছেন। রক্তদান, বস্ত্রদান, পুস্তকদান, বসে আঁকো, জলাশয় সংরক্ষণ, গাছ পোঁতা, স্বাধীনতা দিবস ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেকেই ধরে নিয়ে যায়। বিশেষ অতিথি, প্রধান অতিথি করে মঞ্চে বসায়। তবে সরাসরি কোনও দলে যুক্ত হননি। এখানে সকলেই জানে, বামাপদ রায় সব দলের, আবার কোনও দলের নয়। সরকার, বিরোধীপক্ষ, তৃতীয়পক্ষ কাউকে নিন্দামন্দ নয়, আবার সময়ে সময়ে নিজের আলাদা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সবাইকে গালি। সাজানো গালি। উপর উপর। যেন দুষ্টু বালককে স্নেহের ধমক! তবে বলার ভঙ্গিতে তেজ রাখেন বামাপদ। যে-কোনও বিষয়ে দু'টো কথা বলার পরই চলে যান নিজের প্রসঙ্গে। গুলি, বোমা, থানার লকআপে মাথা ঝুলিয়ে পুলিশের পেটানি, জেলখানায় লপসি ভক্ষণ। এতেই কাজ দেয়। পাবলিকের গা-ছমছম করে ওঠে। এই গা-ছমছমানি কাজে লাগায় শহিদ ভূপতি কলোনির রাজনৈতিক পার্টিগুলো। বামাপদ রায়ের বিপ্লবী ইমেজ ফুলদানির মতো মঞ্চে সাজিয়ে রেখে নিজেদের শোভা বাড়ায়। ঘোষক গলা কাঁপিয়ে

BanglaBook.org

বলে, "আজ আমাদের সঙ্গে এমন একজন মানুষ আছেন, যিনি একসময়ে মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন। ঘরছাড়া হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খেটেছেন। তাঁর সেই রাজনীতির সঙ্গে আমরা হয়তো অনেকেই একমত নই। আমরা অনেকেই হয়তো মনে করি, সেই পথ ছিল ভুল। এমনকী তিনিও সেই পথ বর্জন করেছেন বহুদিন। রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছেন অনেক দূরে। কিন্তু মানুষটাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁর লড়াইকে আমরা সেলাম জানাই। সেই বামাপদ রায় আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমাদের ভাল কাজে পাশে তাঁকে পেয়েছি। আমাদের গর্বের কথা, তিনি আমাদের শহিদ ভূপতি কলোনির একজন বাসিন্দাও বটে। বামাদার জন্য আপনারা একটা জোরে হাততালি দিন।"

পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যেমন বামাদার ইমেজ ব্যবহার করে, বামাপদও তাদের ব্যবহার করেন। নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। দু'-পাঁচটা ছোটখাটো বিজনেসম্যান, সমস্যায় পড়া ধনী মানুষ, স্কুল কলেজে ভর্তি, জমি-বাড়ির ডিসপিউটেড কেস তিনি বিভিন্ন দলের নেতা কর্মীদের কাছে পাঠান। কাজ হলে পার্টি খুশি হয়ে এটা-সেটা উপহার দিতে চায়। বামাপদ বিরক্ত মুখে বলেন, "ওসব আমার লাগবে না। ফেরত নিয়ে যাও।"

"এরকম করবেন না বামাদা। অন্যভাবে নেবেন না। আপনি না বলে দিলে কাজটাই হত না। এইটুকু আমাদের শ্রদ্ধা ভেবেই রাখুন।"

বামাপদ রায় বিরক্ত গলায় বলেন, "ওসব তোমাদের পেটি বুর্জোয়া ধারণা। কাজ তোমাদের এমনিই হত। আমি না বললে, রাম শ্যাম যদু মধু কেউ একটা বলত। কাজ হল সোসাইটির একটা ফোর্স। সমাজের সঙ্গে আপন গতিতে চলে। কীভাবে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, কী হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ।"

"তা হোক, দেখলাম, আপনাকে কাউন্সিলর মান্য করেন। অবাক লাগল, আপনি তো ওদের দলের কেউ নন।"

বামাপদ বিজ্ঞ ধরনের ভাব দেখিয়ে বলেন, "ছেলেটা ভাল। মানুষের জন্য কাজকর্ম করতে চায়। আগের জনও মন্দ ছিল না। লোকের উপকার করত। তবু ভোটে হেরে গেল। আসলে কী জানো, উপকার করে মানুষকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায় না। মানুষকে জয় করতে হয় আদর্শে, নীতিতে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর ইতিহাস যদি দ্যাখো, দেখবে তারা যত না

BanglaBook.org

সোশ্যাল রিলিফে গিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি...যাই হোক, যখন এত করেই বলছ, এসব হাবিজাবি জিনিসপত্র না দিয়ে বরং ওই বইয়ের ফাঁকে শ'পাঁচেক টাকা রেখে যাও। আমার জন্য নয়। একটা এনজিও তৈরি করেছি। শহিদ পরিবারের লোকদের জন্য কাজ করবে। আমার মতো খারাপ মানুষকে উপহার না দিয়ে ভাল কাজে কিছু টাকা দাও দেখি।"

এটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে। বামাপদ রায়কে দিয়ে কাজ করাতে গেলে তাঁর এনজিও-তে ডোনেশন দিতে হয়। এনজিও-র নাম 'লড়াই'। 'লড়াই' নাম কেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বামাপদ মানুষকে বোঝান, "এটা একটা সিম্বলিক নাম। শহিদ পরিবারের লড়াইয়ের প্রতি আমাদের এই এনজিও হাত বাড়িয়ে দেবে। সংগঠন যদিও এখন কাজ শুরু করেনি, তবে যে-কোনও দিন করবে।"

রাজনীতির লোকদেরও সুবিধে হয়েছে। বামাদা ভায়া সেরকম পার্টি এলে তারাও 'চাঁদা' পায়। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি নিজেরা কাজ করা যায় না। বামাপদ রায়ের মতো মানুষের রেকমেন্ডেশন ঢালের মতো। সামনে রেখে নিয়ম, আইন ভাঙতে সুবিধে। যতই হোক, একসময় লড়াই তো কম করেননি। ভুল হোক আর ঠিক হোক। স্যাক্রিফাইস তো বটে। তাঁর অনুরোধে এটুকু তো করে দিতেই হবে। নিজের স্বার্থে সব পক্ষই চুপ করে থাকে। জেনেও না জানা ধরনের ভাব। যাকে বলে 'সিক্রেট অ্যালায়েন্স'। গোপন সমঝোতা।

এসব কারণেই বামাপদ রায়ের ইমেজ ধরে রাখা একান্ত জরুরি। ব্যাবসার ভাষায় ইমেজই তার ইউনিক সেলিং পয়েন্ট বা ইউএসপি। নিজের অতীতকে বারবার সামনে তুলে ধরো। প্রয়োজন অনুযায়ী রং মেশাও। বামাপদ খুব ভাল করেই জানেন, ইমেজ খতম তো তিনিও খতম। আনন্দের কথা, বেশ কয়েক বছর হল বিপ্লবী ইমেজের দরদাম বাজারে বাড়ছে। 'বিক্রি' ভাল হচ্ছে। পাবলিক, পলিটিক্যাল পার্টির লোকজন খাতির করছে। বামাপদ রায় ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাবও পেয়েছিলেন। শহিদ ভূপতি কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের কমিটির ভোট।

"আপনাকে দাঁড়াতেই হবে বামাদা।"

বামাপদ বললেন, "আমি ভোটে দাঁড়াব! আপনারা খেপেছেন নাকি?"

"এতে খেপাখেপির কী আছে! আপনার মতো মানুষকে না পেলে এলাকার স্কুলগুলো ভাল করে চলবে কী করে?"

BanglaBook.org

বামাপদ মাথা নেড়ে বললেন, "না, ভাই, ভোটে দাঁড়াতে পারব না। ওই অনুরোধ করবেন না।"

"আপনি প্রগতিশীল মানুষ। আমরা চাইছি, আপনাদের মতো মানুষের হস্তক্ষেপে স্কুল জোরদার হোক।"

বামাপদ সতর্ক হলেন। মুখে না বললেও এরা নির্দিষ্ট পার্টির লোক। কথার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এদের খপ্পরে পড়া মানেই একটা দলে ঢুকে যাওয়া। খামোকা তিনি নির্দিষ্ট দলে ঢুকতে যাবেন কোন দুঃখে? আবার সরাসরি একথা বলাও যাবে না। তাই ভেবেচিন্তে বললেন, "আপনারা কি জানেন না, ভোটের রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না?"

"সে তো ইতিহাস দাদা। এক সময় আপনাদের দল করতেন এমন অনেক বড় নেতা নির্বাচনেও ক্যান্ডিডেট হচ্ছেন। পার্টির সিম্বলে লড়াই করছেন।"

বামাপদ মুখ কুঁচকে খানিকটা ঘৃণাভরে বললেন, "যিনি করছেন দায়িত্ব তাঁর। আমি পারব না, আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন। বাইরে থেকে যদি কোনও সাহায্য করতে হয় বলবেন। আসুন না, একদিন আমরা সকলে মিলে স্কুলচত্বরে আগাছা সাফাই করি। সকাল থেকে ঝাঁটা-বালতি হাতে নেমে পড়ব না হয়। চল কোদাল চালাই, ভুলে মনের বালাই।"

খাতির, কদরে যাতে কোনওরকম ভাটা না পড়ে তার জন্য বাইরে পোশাক-আসাকেও নজর দেন বামাপদ। 'বিপ্লবী' বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঁধে ঝোলা, ছিন্ন মলিন পোশাক, একমুখ দাড়ি, উসকো-খুসকো চুল। পুরনো দিনের বাংলা সিনেমায় যেমনটা দেখা যেত। বামাপদ জেনেছেন, সেদিন আর নেই। এই সময়ে কাঁধে ঝোলা, মলিন পোশাকের দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না। কাছে ঘেঁষা তো দূরের কথা। ফ্ল্যাটের বারান্দায় হ্যামক টাঙিয়ে, জিনসের জ্যাকেট গায়ে, মুখে চুরুট নিয়ে শুয়ে থাকতে পারলে ভাল হত। চে গেভারা স্টাইল। তা তো আর সম্ভব নয়। তবে ফিটফাট থাকতে হবে। যেন দেখলে মনে হয়, বুড়ো মানুষটা ইচ্ছে করলে আজও রিভলভার হাতে ছুটতে পারবে। তাই কষ্ট হলেও পিঠ সোজা করে তাঁকে হাঁটতে হয়। আজও হচ্ছে।

শহিদ ভূপতি সেন কলোনির বাজার সকাল থেকেই জমজমাট। খুব ঝামেলায় না পড়লে বামাপদ রোজ সকালেই বাজারে আসেন। বাজার যে তেমন কিছু করেন এমন নয়। অল্পস্বল্পই করেন। বিয়ে-থা করেননি, ঘরসংসার

BanglaBook.org

নেই, একা মানুষ। আনাজপাতি কতটুকুই বা লাগে? ইচ্ছে করলে ফ্ল্যাটের দরোয়ানকে দিয়েও আনিয়ে নিতে পারেন। বেলা বাড়লে বাড়ির সামনে ভ্যানে করে ফেরিওয়ালা যায়। সেখান থেকেও নেওয়া যেতে পারে। বামাপদ তবু বাজারে যান। যান মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে। এটা হল পাবলিক রিলেশনের যুগ। বামাপদ বুঝেছেন, 'ধনী' থেকে 'বিপ্লবী' সকলকেই এখন প্রচারের মধ্যে থাকতে হয়। যার যেমন ক্ষমতা। নিত্য যোগাযোগ না রাখলে মানুষ দ্রুত ভুলে যাবে, বামাপদ রায় নামে এক 'বিপ্লবী' এ পাড়ায় থাকে। তার উপর আবার 'প্রাক্তন'। প্রাক্তনদের ভুলতে সময় কম লাগে। বাজারে এসে এর-তার সঙ্গে খানিকটা যেচেই কথা বলেন। সকলে যে আগ্রহ নিয়ে শোনে এমন নয়। কেউ সামান্য হেসে পাশ কাটিয়ে যায়। কেউ বলে, "আজ একটু তাড়া আছে বামাদা।" কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়েও পড়ে। বাজার হয়ে গেলে মাইতির চায়ের দোকানে গুছিয়ে বসেন বামাপদ। সেখানে তাঁর কিছু পার্মানেন্ট শ্রোতা আছে। বামাদা, বামাদা করে। তারা খানিকক্ষণ কথা শোনে। এক-একদিন এক এক প্রসঙ্গ তোলেন বামাপদ। রাজনীতি থেকে ফুটবল, সিনেমা-থিয়েটার, বাদ দেন না কিছুই। সেদিনকার খবরের কাগজে যেটা বড় খবর তাকেও টেনে আনেন। তবে যাই আলোচনা হোক, মাঝে মাঝে নিজের জীবনে ঢুকতে ভুল হয় না।

"দেশটার আর কিছু হবে না। সকলে যদি ঘুষ নেয়, সাধারণ মানুষ যায় কোথায়? একবার দলের নেতারা ঘোষণা করল, বিপ্লবের পর ঘুষের শাস্তি হবে মৃত্যু। কলেজ স্ট্রিটে গেলাম পোস্টার সাঁটতে। খবরের কাগজে আলতা দিয়ে লেখা পোস্টার। আমি আর ঝন্টু ছিলাম। ঝন্টু তখন মোস্ট ওয়ান্টেড। ঘাড়ের উপর তিনটে মার্ডার কেস। পুলিশ কোথা থেকে খবর পেয়ে আমাদের পিছনে পড়ে গেল। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ডাবপট্টিতে লুকিয়ে থাকলাম গোটা রাত। ঝন্টুর কাছে কিছু টাকা ছিল। ভাগ্যিস ছিল। সেই টাকা ঘুষ দিয়ে পরদিন ভোরে মাথায় গামছা বাঁধা ডাবওলা সেজে ডাব ভর্তি টেম্পো চেপে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালালাম। বোঝো কাণ্ড! ঘুষের বিরুদ্ধে পোস্টার সাঁটতে গিয়ে শেষে কিনা ঘুষ দিয়ে বাঁচলাম। হা হা।"

আজ বাজারে খানিকটা দেরি করেই এসেছেন বামাপদ। আগে মাইতির চায়ের দোকানে ঢুকলেন। দোকানে ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই গরম চায়ে চুমুক মারছে। মাইতি চায়ের সঙ্গে কচুরি, জিলিপিও ভাজে। আশু নাথ

BanglaBook.org

একপাশে বসে শুকনো মুখে চা খাচ্ছিলেন। বামাপদ রায়কে দেখে বেঞ্চ টপকে এগিয়ে এলেন। পাশে বসে চাপা গলায় বললেন, "বামাদা, আপনার কাছে যাব ভাবছিলাম। একটা দরকার ছিল।"

লোকে দরকারের কথা তাঁর কাছে বলতে চাইলে বামাপদ খুশি হন। এর অর্থ, বাজার ঠিক আছে। তবে মুখে খুশির ভাব বুঝতে দেন না। এখনও মুখ বেজার করে বললেন, "উফ্ আশুবাবু! সকাল হতে না-হতেই দরকারের কথা? পরে বললে হয় না?"

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "না না, এখন বলছি না। তা ছাড়া এই ভিড়ে বলাও যাবে না। বাড়িতে একটু সময় দিন না। রোববার যাব?"

বামাপদ খুশি হলেন। বাড়িতে যেতে চাইছে মানে, কাজ জরুরি।

"আবার বাড়িতে কেন? বাড়িতে কি আপনারা আমাকে একটু বইটইও পড়তে দেবেন না?"

আশু নাথ মুখ শক্ত করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন বামাপদ রায় 'দর' বাড়াচ্ছে। বাড়াবেই। নিজের ক্ষমতা বুঝতে পারছে। বিরক্ত হয়ে লাভ নেই। কাজটা এই লোককে ধরেই করতে হবে। বড় কিছু নয়, একটা চিঠি চাই। দু'লাইনের চিঠি। চিঠিতে কাছাকাছি পোস্টিং তো হবেই, এমনকী ট্রান্সফারটা আটকেও যেতে পারে। এই বামাপদ রায় তাদের ডেপুটি সেক্রেটারির বড়দার সঙ্গে একসময় কলেজে লেখাপড়া করেছে। কথায় কথায় বামাপদ রায়ের নাম উঠতে ভদ্রলোক সেদিন বড় মুখ করে কত কথা বললেন।

"পলিটিক্স ভুল হোক আর ঠিক হোক, স্যাক্রিফাইস কাকে বলে দেখেছিলাম বটে। অ্যাবস্কন্ড হওয়ার পর রাতের অন্ধকারে বাড়িতে আসত। দাদা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করত। আমি আর বোন আড়াল থেকে দেখতাম। সিনেমার হিরোর মতো লাগত।"

সিনেমার হিরো বন্ধুর ভাইকে একটা চিঠি দিলে কাজ হবে না? আলবাত হবে। বেশি তো কিছু লিখতে হবে না। লিখতে হবে, কেমন আছিস? পত্রবাহক তোর ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। বদলি হওয়ার সময় হয়েছে। তুই একটু দেখিস।

ব্যস, এইটুকু। ডেপুটি সেক্রেটারি তো কোন ছাড়, ওর বাবাও এই অনুরোধ ফেলতে পারবে না। এর জন্য বামাপদ রায়ের এনজিও-তে কিছু চাঁদা দিতে হয়, হবে। কোনও সমস্যা নেই। ট্রান্সফার হলে মিনিমাম তিন

BanglaBook.org

বছরের জন্য দুটো সংসার সামলাতে হবে। তার বদলে হাজার খানেক, হাজার দুয়েক টাকা চাঁদা কোনও ব্যাপার নয়।

আশু নাথ অনুনয়ের ঢঙে বলল, "বেশি নয়, মিনিট দশ সময় দিলেই হবে।"

বামাপদ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, "ঠিক আছে, কাল সকালে আসবেন। যখন জরুরি বলছেন...আমার আবার 'লড়াই'-এর লোকজন আসবে।"

আশু নাথ ইঙ্গিত বুঝতে পারল। বলল, "আমি জানি।"

"কী জানেন?"

আশু নাথ এক মুখ হেসে বলল, "আপনার এনজিও-র কথা। কী যেন নাম? 'সংগ্রাম' না কী যেন?"

বামাপদ গম্ভীর গলায় বললেন, "সংগ্রাম নয়, লড়াই। মানুষ ভারী ভারী কথা পছন্দ করে না। সংগ্রামের সহজ হল লড়াই। যদিও এটা ঠিক লড়াই-টড়াইয়ের জন্য নয়, যারা অতীতে লড়াই করে শহিদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে সাহায্য। ঠিক আছে রোববার আসুন।"

আশু নাথ গদগদ গলায় বলল, "আপনার মতো মানুষ যে আমাদের সঙ্গে থাকেন, এটাই বিরাট ব্যাপার। আপনাকে আজও কত মানুষ চেনে! বাপ রে!"

বামাপদ অল্প হাসলেন। আশু নাথ নিচু গলায় বলল, "আপনার ওই শহিদের ইয়েতে যদি কিছু সাহায্য করি আপত্তি করবেন না তো?"

বামাপদ জোর করে বিরক্তির ভান দেখিয়ে বললেন, "সেদিন আসুন, তারপর দেখা যাবে।"

আশু নাথ সরে যেতে বেঞ্চ টপকে বামাপদ রায়ের দিকে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটা ছেলে এগিয়ে এল। বামাপদ তার পিঠে হাত রেখে বললেন, "কী ব্যাপার অর্পণ, কবিতা লেখা কেমন চলছে?"

অর্পণ লজ্জা পাওয়া ভঙ্গিতে বলল, "ওই আর কী! আমি আর কী লিখি?"

বামাপদ দু'পাশে মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "কী লিখি বললে চলবে কেন ইয়ং ম্যান? আজকাল কবিতা মানেই তো দেখি শুধু প্রেম আর প্রেম। হোয়াই? আর কিছু নেই? লেখায় জীবনের কথা, লড়াইয়ের কথা বলতে হবে। সহজভাবে বলতে হবে। যাতে মানুষ বুঝতে পারে।"

BanglaBook.org

অর্পণ মাথা চুলকে বলল, "জীবন অনেক জটিল হয়ে গিয়েছে, বামাদা। সহজ কথা আর চলে না।"

"আমাদের সময় জীবন কি সরল ছিল? একেবারেই নয়। তোমাদের মতো বয়সে অনেক কঠিন সময় পেরিয়েছি। হ্যাঁ, আমি বলছি না কবিতা থেকে প্রেম তুলে দিতে হবে। কবিতায় প্রেম তো থাকবেই। আমাদের সঙ্গে জেলে থাকত আদিত্য। আমরা ডাকতাম আদি। কনস্টেবল পিটিয়ে জেলে ঢুকেছিল। সে-ও কবিতা লিখত। সেলের দেওয়ালে খড়ি দিয়ে প্রেমের কবিতা লিখত। কীসব লাইন! আজও মনে আছে। দাঁড়াও বলছি। কী যেন...কী যেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে...'তুমি কি বোঝো না কত কষ্ট করে তোমাকে ভালবেসেছিলাম?/ তুমি কি বোঝো না কত কষ্ট করে তুমি করেছিলে প্রত্যাখ্যান?'"

অর্পণ বলল, "দারুণ! আপনাদের কথা আলাদা। বামাদা, একটা অনুরোধ আছে।"

"আবার কী হল?" বামাপদ মিটিমিটি হাসলেন। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটাই আসল ব্যাপার। তারা যদি একবার অ্যাকসেপ্ট করে বসে, তা হলে আর সমস্যা নেই। বুড়োরাও ছুটে আসবে। কবিতা, গার্লফ্রেন্ডের মতো বুড়ো বিপ্লবীরাও যে একধরনের রোমান্টিক বিষয়, এটা মাথায় ঢুকলেই হবে।

অর্পণ বলল, "বামাদা, আমাদের একটা ওয়েব ম্যাগাজিন আছে। আমরা যারা সেক্টর ফাইভে কাজ করি, তারা দল বেঁধে করেছি। আপনাকে একটা লেখা দিতে হবে।"

"ওয়েব ম্যাগাজিন! সেটা আবার কী জিনিস বাপু?"

অর্পণ হেসে বলল, "কম্পিউটারে পত্রিকা। সাইট খুললে পাওয়া যায়। মনিটরে বসে পাতা উল্টে-উল্টে পড়তে হয়। এখন ই-ম্যাগাজিন, ই-বুকেরই তো যুগ।"

বামাপদ রায় ছদ্ম ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "বাপ রে! এসব আমরা বুঝি না। বললাম তো, আমরা জেলের ভিতর দেওয়ালে, মেঝেতে খড়ি দিয়ে লিখতাম। তখন এসবের কথা কেউ জানতই না।"

অর্পণ বলল, "এখন তো জানলেন। আপনাকে কিন্তু লিখতেই হবে।"

বামাপদ বললেন, "আমি লিখব! আমি আবার কী লিখব?"

BanglaBook.org

"যা খুশি। যা আপনার মন চায়। এই যে জেলে আপনার বন্ধুর কবিতা লেখার গল্পটাও লিখতে পারেন। খুব ভাল হবে। প্রচুর স্ট্রাইক হবে।"

"স্ট্রাইক হবে! সে আবার কী? তোমাদের ভাষা আমি বুঝি না বাপু। আমি একজন ওল্ড ম্যান। বাতিলও বলতে পারো।"

অর্পণ হেসে বলল, "এই ধরনের ম্যাগাজিন কেউ দেখলে তাকে বলা হয় স্ট্রাইক হল। যাক, ওসব আপনার না জানলেও চলবে। আপনি লিখবেন। আমরা আপনাকে সামান্য সাম্মানিকও দেব।"

বামাপদ চোখ পাকিয়ে বললেন, "একটি থাপ্পড় খাবে। তোমাদের জন্য লিখে আমি টাকা নেব? ছি ছি।"

অর্পণ বলল, "তা বললে হবে না। থাপ্পড় মারলেও টাকা আপনাকে নিতেই হবে। এটা একটা কমার্শিয়াল প্রোজেক্ট। আপনি কষ্ট করে লিখবেন আর পারিশ্রমিক নেবেন না, তা কী করে হবে? আরে বাবা, আপনাকেও তো খেয়ে-পরে থাকতে হবে। তা ছাড়া টাকা না পেলে আপনিই বা লেখার জন্য সময় দেবেন কেন?"

বামাপদ অবাক হলেন। খুশিও। কম বয়সেও অর্পণরা পেশাদার ভঙ্গিতে জীবনকে দেখতে শিখেছে। শুধু চাকরি নয়, লেখা, পত্রিকার মতো শখের জিনিসেও পেশাদার ভাবনাচিন্তা। টাকার কথা বলে চট করে কেমন আটকে দিল। বলার মধ্যেও কোনওরকম জড়তা নেই। এর পর আর না লিখে পারা যাবে? এখনকার সময়টাকে যারা খারাপ বলে তারা বিরাট বোকা, নয়তো হিংসুটে। আজ এতটা বয়স পেরিয়ে আসার পর বোঝা যায়, শুধু আবেগ দিয়ে কিছু হয় না। হয় না বলেই অত বড় একটা আন্দোলন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যারা সেই আন্দোলনের কান্ডারি হয়ে সেদিন কেরিয়ার তুচ্ছজ্ঞান করেছিল, আজ তারা গাছ থেকে খসে পড়া পাতার মতো এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। একবার এদিক, একবার ওদিক। যদি কোথাও আটকে পড়া যায়। সে জীবনের অনেকটাই অসম্মানের। সত্যি-মিথ্যে ইমেজ তৈরি করে সেই অসম্মান ঢাকার চেষ্টা করতে হয় সর্বক্ষণ।

বামাপদ রায় কিছু বলার আগেই অর্পণকে ডিঙিয়ে পাশে এসে বসলেন সত্য বসাক। হাত নেড়ে অর্পণকে প্রায় হটিয়েই দিলেন। পায়ের কাছে বাজারভর্তি থলি নামিয়ে বললেন, "বামাদা, চা খাবেন তো?"

বামাপদ বললেন, "এই তো চা খেলাম।"

BanglaBook.org

"খান। বেশি চায়ে ক্ষতি নেই। সঙ্গে দুটো কচুরি বলি?"

বামাপদর খিদে পাচ্ছিল। খানিকটা ঢেঁকি গেলার ঢঙে বললেন, "বলো। না বললে তো শুনবে না। তার উপর তোমরা হলে এখানকার আদি বাসিন্দা। আমরা তো ভুঁইফোঁড়। কথা না শুনলে পাড়াছাড়া করবে।"

কথাটা বলে হেসে উঠলেন বামাপদ, সত্য বসাক শহিদ ভূপতি কলোনির প্রাচীন বাসিন্দাদের একজন। দেশভাগের পর এই বঙ্গে এসে পাগলের মতো মাথা গোঁজার আশ্রয় খুঁজছিলেন। এখানে ক'দিন, ওখানে ক'দিন করে দিন কাটাচ্ছিলেন। বেশ কয়েক বছর দড়িছেঁড়া নৌকোর মতো ভেসে বেড়ানোর পর শেষে এই জায়গার খোঁজ মিলল। নিচু জমি। তখন ছিল হোগলা-বন, আর জলা। সন্ধে হলে শিয়াল ডাকত। পাকা রাস্তা বলতে একটাই। সেখানে ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে থাকলে কলকাতা যাওয়ার বাস। কোনও কোনও দিন দাঁড়ানোই সার হত, বাস আসত না। জল বলতে টিউবওয়েল। বর্ষায় একহাঁটু জল। এলাকাটা পূর্ব-পশ্চিম দু'দিকে ভাগ। মাঝখানে খাল। খালের উপর দিয়ে যাতায়াতের উপায় নেই। পশ্চিমপাড়ে যেতে হয় ঘুরপথে। সেদিকে মানুষের যাতায়াত কম। ফলে সেদিকটা আরও জঙ্গুলে। বর্ষার জল নামলে মাস খানেক জুড়ে পড়ে থাকত কাদা। খালের পুবপাড়ে মানুষের আনাগোনা বাড়তে লাগল। দেশভাগের সময় এই বাংলায় চলে আসা অনেকেই ভিড় বাড়াতে লাগল এখানে। নামধামহীন এই জায়গার মালিক ছিল বর্ধমানের এক রাজপরিবার। লতায়-পাতায় তাদের এক বংশধর সুযোগ নিতে দেরি করল না। প্লট বানিয়ে জলের দরে জমি বিক্রি করে দিল হড়বড়িয়ে। সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল, দেরি করলে জবরদখল হয়ে যাবে। তার চেয়ে যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। যাদের অল্প ক্ষমতা ছিল তারাও সুযোগ ছাড়ল না। ঘটিবাটি, বউয়ের কানের দুল, গলার হার বাঁধা রেখে জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিল। ঘটিবাটি, সোনা পরেও হবে, মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে না। জীবনে একবার ভিটেমাটি হারানোর অনিশ্চয়তা আর বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সকলেই ছটফট করছিল। নিজের একটা জায়গা চাই। মাথা গোঁজার জায়গা। যেখান থেকে কেউ কোনও দিন তাড়িয়ে দিতে পারবে না। জলাজঙ্গল সাফাই করে ধীরে-ধীরে বাড়ি তৈরি হতে লাগল। প্রথম দিকটায় টিন আর টালির চাল। তারপর পাকাবাড়ি। বসতি জমে উঠল।

অবশ্য বসতি জমার পিছনে কঠিন ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসে মামলা-মোকদ্দমা, মিটিং, মিছিল, পথ অবরোধ, পুলিশের লাঠি, গুলি সবই

BanglaBook.org

আছে। মোটামুটি যখন অনেকেই জমি কিনে বসে পড়েছে, গভর্নমেন্ট দুম করে ঘোষণা করল, জমির মালিকানার ঠিক নেই। জমি ভেস্ট করা হবে। যারা বাড়িঘর বানিয়েছে তাদের চলে যেতে হবে। এই মর্মে মামলাও হল। ব্যস, শুরু হল গোলমাল। একবার ঘরছাড়া মানুষ দ্বিতীয়বার আর ঘর ছাড়তে রাজি নয়। সকলে পথে নামল তারা। রোজই মিটিং, মিছিল, অবরোধ। একদিন পাকা রাস্তায় অবরোধ তুলতে পুলিশ লাঠি, টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করার পর গুলি চালাতে বাধ্য হল। উপায় ছিল না। ওই পথে সেই সময় দিল্লির এক মন্ত্রীর যাওয়ার কথা। পুলিশের গুলিতে বছর চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের এক ভদ্রলোক মারা গেলেন। নাম ভূপতি সেন। ভূপতি সেন ছিলেন শান্তশিষ্ট, নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির। সেদিনের আন্দোলনে তিনি যে প্রথম সারিতে ছিলেন এমনটাও নয়। বরং গোলমালের সময় পালাতেই গিয়েছিলেন। ছোটাছুটির মুহূর্তে পেটে গুলি লেগে যায়। পথের ধারে মুখ থুবড়ে পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল ভূপতি সেনের।

দ্রুত গোলমাল বড় চেহারা নিল। কলকাতা থেকে এসে রাজনৈতিক দলগুলো ভিড় করতে লাগল। খবরের কাগজের সাংবাদিকরা আসতে শুরু করল। রোজই মিটিং। পরিস্থিতি খারাপ হতে লাগল। কিছুদিন পরেই দুম করে চলে এল ভোট। সরকার পরিস্থিতি খারাপ দেখে মামলা প্রত্যাহার করল। এলাকার বাসিন্দারা আবির, বাজি, মিষ্টিতে বিজয়োৎসব পালন করল তিনদিন ধরে, আর জায়গাটার নাম দুম করে হয়ে গেল শহিদ ভূপতি সেন কলোনি। ধাপে ধাপে এই নামে স্কুল হল, লাইব্রেরি হল, হল টাউন হল। চৌমাথার মোড়ে আবক্ষ মূর্তিও বসল। মানুষ বদলেছে, এলাকার চেহারা বদলেছে, কিন্তু নাম একই রয়ে গিয়েছে। শহিদ ভূপতি সেন কলোনি।

সত্য বসাক গলা নামিয়ে বললেন, "বামাদা, যা শুনছি তা ঠিক?"

বামাপদ কচুরি মুখে দিয়ে বললেন, "কী শুনছেন?"

সত্য বসাক একটু সরে এসে বললেন, "আপনি কিছু শোনেননি?"

বামাপদ কচুরি চিবোতে চিবোতে বললেন, "আহা, ঘটনাটা কী বলবেন তো।"

সত্যবাবু চারপাশ তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "প্রোমোটার, জমির দালাল, কনট্রাক্টর লবি নাকি উঠেপড়ে লেগেছে। সরকার, বিরোধী সব পক্ষই আছে। সত্যি কিছু শোনেননি?"

BanglaBook.org

সত্যবাবুর কথা বামাপদ বুঝতে পারলেন না। শালপাতায় হাত মুছে বললেন, "আপনি কী বলতে চাইছেন ঠিক ধরতে পারছি না।"

সত্য বসাক আর-একটু সরে এলেন, আর তখনই খানিকটা দূরে হইহই শোনা গেল। অনেকের একসঙ্গে "গেল, গেল" চিৎকার। সত্য, বামাপদ দু'জনেই মুখ ফেরালেন। একটা মোটরবাইক ধোঁয়া ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে বাইপাসের দিকে। চালকের মুখ হেলমেটে ঢাকা। তাকে চেনা যাচ্ছে না। এমন সময় একটা কাণ্ড করে বসলেন বামাপদ। চায়ের দোকানের দুটো বেঞ্চ লাফ দিয়ে টপকালেন। বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে। মোটরবাইকের পিছনে তাড়া করে কয়েক গজ ছুটে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আবার হইহই। আবার "গেল গেল" রব। ততক্ষণে মোটরবাইক বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। রাস্তা থেকে উঠতে গিয়ে থেমে গেলেন বামাপদ। কষ্ট হচ্ছে। কোমরে লেগেছে।

ঘটনাটা কী?

বেপরোয়া মোটরবাইক টাল সামলাতে না পেরে একটা রিকশাকে ধাক্কা মেরেছে। রিকশায় ছিলেন বিজয় মুনশি। বিজয়বাবু কলেজের অধ্যাপক। নিপাট ভদ্রলোক। তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েছেন। ছিটকে পড়েছে রিকশার পাদানিতে রাখা বাজারের থলি। আলু, পটল, শাকের আঁটি গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। তবে আঘাত বড় নয় মনে হচ্ছে। বিজয় মুনশি ধুলো ঝেড়ে নিজেই উঠে পড়েছেন। মাঝখান থেকে তাড়া করতে গিয়ে বামাপদ রায় বেশি চোট পেলেন। তাঁকে তিন-চারজন ধরাধরি করে দাঁড় করাল। কপাল থেকে রক্ত পড়ছে।

সত্য বসাক বিড়বিড় করে বললেন, "বাইরের বাজে ছেলেপিলেতে ভূপতি কলোনি ভরে যাচ্ছে।"

BanglaBook.org

২

ফুরফুরে একটা হাওয়া দিচ্ছে। গঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে আসা সেই হাওয়ায় এক ধরনের স্নিগ্ধ, ভেজা ভাব। মনে হচ্ছে, হাওয়ায় জলের গুঁড়ো আছে। আসলে নেই। নিজেকে সাজিয়ে তোলার জন্য প্রকৃতি মাঝে মাঝে নানাধরনের বিভ্রম তৈরি করে। সম্ভবত এখনও তাই করছে।

দেবকুমার বারান্দায় বসে আছেন। মুখে প্রশান্তির ভাব। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, সকালের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ।

জগৎ-সংসারের কোনও কিছু সম্পর্কে তার কৌতূহল নেই। প্রয়োজনও নেই। তিনি এভাবেই নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন দীর্ঘ সময়। ঘটনা যদিও সেরকম নয়। মুখে প্রশান্তির ভাব থাকলেও ভিতরে ভিতরে দেবকুমার বিচলিত। গৌর ফোন করেছিল। তারপর থেকেই অন্যমনস্ক। এখানে থাকলে দেবকুমার যে মোবাইল ব্যবহার করেন, তার নম্বর যে দু'-একজন জানে, তার একজন গৌর। গৌরের ফোনের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। একটু উশখুশও করছিলেন। যদিও দেবকুমার ছটফট করার মানুষ নন। তিনি জানেন, পৃথিবীর যাবতীয় ভাল কাজের জন্য যেমন ধৈর্যের প্রয়োজন, তেমন খারাপ কাজের জন্যও ধৈর্য ধরতে হয়। দেবকুমার যেসব কারণে আজ অর্থ এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তার একটা হল, অপেক্ষা।

গৌরের ফোন বাজতে তিনি কানে তুলে বললেন, "খবর কী?"

ওপাশে গৌর একটু থমকে থেকে বলল, "ভাল নয়, স্যার।"

"ভাল নয় কেন? তুমি যাওনি?"

গৌর বলল, "গিয়েছিলাম। কাল রাতে।"

দেবকুমার অবাক হয়ে বললেন, "রাতে গিয়েছিলে!"

গৌর গলায় হাল্কা অস্বস্তি নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, প্রফুল্লবাবু সেরকমই সময় দিয়েছিলেন। ন'টার পর নিয়ে গেলেন। রাতে আপনাকে আর বিরক্ত করিনি।"

রাতে বিরক্ত না-করার জন্য দেবকুমার খুশি হলেন। গৌর তার বসকে বোঝে। তিনি যখন বাইরে থাকেন, রাতে বিরক্ত করা পছন্দ করেন না। বললেন, "কী হল?"

ঘটনা মারাত্মক না হলেও চিন্তার। এক অফিসার ঝামেলা শুরু করেছে। প্রোমোশন পেয়ে নতুন পোস্টে এসেছে। এসেই তেন্ডাই মেন্ডাই। সুন্দরবন এলাকার টেন্ডার ফাইলগুলো চেয়ে পাঠিয়ে আটকে দিয়েছে। টেন্ডারে নাকি গোলমাল আছে। এতে সমস্যার কিছু ছিল না। দায়িত্বে নতুন কেউ এলে প্রথম দিকটায় একটু হম্বিতম্বি হবে। এটাই স্বাভাবিক। নতুনরা কমিশনের পার্সেন্টেজ বাড়াতে চাপ দেয়। এই চাপ কাজের মধ্যেই পড়ে। দরদামের পর একটা সেটলমেন্টের মধ্যে সকলেই চলে আসে। এই হারামজাদা সেটলমেন্টের

BanglaBook.org

মধ্যে আসছে না। দেখাই করছে না। ইতিমধ্যে তিনটে কাজ কুমার কনস্ট্রাকশনের হাতছাড়া হয়েছে। দুটো জেটি, একটা কালভার্ট। 'যুধিষ্ঠির-অফিসার' এখানেই থামেনি। শোনা যাচ্ছে, এতদিন যারা পয়সা খাইয়ে কাজ পেয়েছে, এই লোক নাকি এবার তাদের নাম বাদ দিতে শুরু করবে। ঘটনা যদি তাই হয়, 'কুমার কনস্ট্রাকশন' বড় ধরনের লোকসানের মধ্যে পড়বে। শুধু সুন্দরবন এলাকার কাজগুলো হাত থেকে বেরিয়ে যাবে এমন নয়, কোম্পানি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাবে। গোটা বিষয়টা গৌর দেখে। কাল সে নিজে ওই অফিসারের বাড়িতে গিয়েছিল। একা যায়নি। ওই অফিসারের পরিচিত একজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সে-ই ভরসা দিয়েছিল, কথা বলে সব ঠিকঠাক করে দেবে। গৌর সঙ্গে টাকাও নিয়ে গিয়েছিল।

"বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, স্যার।"

"বের করে দিয়েছে!" ভুরু কোঁচকালেন দেবকুমার।

গৌর একটু চুপ থেকে বলল, "প্রথমদিকে ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু বিষয়টা তুলতেই উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আপনারা এখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন।'"

"কী করলে?"

গৌর বলল, "আমি বললাম, 'স্যার, আমার কথাটা একবার শুনুন।' উনি বললেন, 'কোনও কথা শুনব না। আয়লার কাজ নিয়েও আপনারা অনেক গোলমাল করেছেন। লক্ষ-লক্ষ টাকার গোলমাল। আমি লিস্ট চেয়ে পাঠিয়েছি। ইনভেস্টিগেশনের অর্ডার দেব।' আমি আর ঘাঁটাতে সাহস পাইনি, স্যার। গুটিগুটি বেরিয়ে এসেছি।"

দেবকুমার ভুরু কোঁচকালেন। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়াটা চিন্তার বিষয় নয়, একজন চুনোপুঁটি অফিসারের এত সাহস কোথা থেকে হল, সেটা চিন্তার বিষয়। তিনি বললেন, "প্রফুল্ল কী বলছে?"

"তেমন কিছু বলেননি। গোটা রাস্তা চুপ করে রইলেন। বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে যখন নামিয়ে দিলাম, বললেন, 'সরি। এমন হবে জানলে আপনাকে নিয়ে যেতাম না।' "

দেবকুমার প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, "সিলভার গ্রুপের সঙ্গে মিটিংটা ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ, কথা বলে নিয়েছি।"

BanglaBook.org

গৌরের ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর দেবকুমারের কেন জানি মনে হল, অফিসার নয়, তাঁর পিছনে লাগার জন্য অন্য কেউ কলকাঠি নাড়ছে। না হলে লোকটা এত সাহস পাচ্ছে কেন? এতদিনের তৈরি করা ব্যবস্থা হঠাৎ ভেঙে পড়ছে! অসুখ ধরার পদ্ধতিতে গোলমাল হচ্ছে। অফিসারের পিছনে না ছুটে সেই 'অন্য লোকটা'কে খুঁজতে হবে। কে সে? তার মতো কোনও কনট্রাক্টর? ওখানকার কাজগুলো পেতে চায়? সেটার সম্ভাবনাই বেশি। প্রথমে সকলে বাদ যাবে, তারপর নিজে ঢুকবে? নাকি আরও বড় কেউ? কুমার কনস্ট্রাকশন যেসব পলিটিক্যাল কানেকশন নিয়ে চলে, তাদের ভিতরের কেউ হতে পারে। হয়তো দুই লবির ঝামেলা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়ে, উলুখাগড়ার প্রাণ যাওয়ার গল্প কে না জানে। কথাটা মনে হতে তিনি হাল্কা বিচলিত হয়ে পড়লেন। যদি তাই হয়, তা হলে সে লোক শুধু সুন্দরবনের টেন্ডার নিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না। অন্যান্য ব্যবসাতেও হাত দেবে। এটা কি বেশি দূর ভাবা হয়ে যাচ্ছে? হতে পারে। কিন্তু ভাবনার উপর তো হাত নেই।

আলপনা চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দেবকুমার হাত বাড়িয়ে কাপ নিলেন। মৃদু হেসে বললেন, "শরীর ভাল, আলপনা?"

আলপনা দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে গেল। বলল, "ঠিক আছে।"

দেবকুমার কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "বাঃ, চা ভাল হয়েছে। দিনের প্রথম চা কড়া হলে ভাল লাগে না। নিয়ম হল, প্রথম চা হবে হাল্কা, আর দিনের শেষটা হবে কড়া। বাড়িতে অনেকবার কথাটা বলেছি। ওরা রোজই বলে, কাল থেকে সকালের লিকার হাল্কা করবে। পরদিন আরও কড়া করে আনে," কথা শেষ করে দেবকুমার হাসলেন। বাষট্টি বছরের এই মানুষ মনের আসল ভাব গোপন করে নানারকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারেন। যে-কোনও সফল মানুষেরই এই ক্ষমতা থাকে। এখন যেমন দেবকুমার খুশি খুশি ভাব দেখাতে চাইছেন। হাসির রেশ মুখে রেখে বললেন, "আলপনা, আমার মনে হয় তোমার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া উচিত। আজকাল সামান্য ঠান্ডা জ্বরও বড় দিকে টার্ন নেয়। দরকার হলে ওষুধ খেতে হবে।"

আলপনা ঘাড় কাত করে বলল, "আচ্ছা, দেখিয়ে নেব।"

আলপনার এই বাধ্য ভঙ্গি যে দেবকুমার সব সময় চান এমন নয়। মাঝে মাঝে সে 'না' বললে খুশি হন। সেই 'না' তিনি শোনেন না। নিজের যা ইচ্ছে

BanglaBook.org

সেটাই করেন। অন্যের কথাকে তাচ্ছিল্য করার মধ্যে একধরনের তৃপ্তি আছে। আলপনার সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক বেশিদিনের নয়। মেরেকেটে মাস ছয়েকের। তার মধ্যে সে এটা বুঝে গিয়েছে। কখনও কখনও সে আপত্তির ভান করে। দেবকুমার বোঝেন, আলপনা ভান করছে।

আলপনার দিদিও বাধ্য মেয়ে। আলপনার চেয়ে বেশিই। স্বামীর কোনও কথাতেই সে আপত্তি করে না। তবে কল্পনা বোকাসোকা, নার্ভাস প্রকৃতির মেয়ে। তাকে কোনও সময় আলুনি লাগে। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য এমন মেয়েই খুঁজছিলেন দেবকুমার। আর যাই হোক, মেয়ে যেন চালাকচতুর, স্মার্ট না হয়। মেয়ে কেমন দেখতে হবে, সে ব্যাপারে তেমন কোনও চাহিদা ছিল না। যে লোক পাত্রী খোঁজার দায়িত্ব নিয়েছিল, তাকে দেবকুমার বলেছিলেন, দেখাশোনার ব্যাপারে কোনও কন্ডিশন নেই, শরীরে অসুখ-বিসুখ না থাকলেই চলবে। তবে মেয়ে যেন রোজগেরে না হয়, বাপের বাড়িতে যেন পয়সার জোর না থাকে। ঘটক ছোকরা অবাক হয়েছিল। এই লোক দুঃস্থ মেয়েকে পার করতে চাইছে নাকি?

"শ্বশুরের একটু-আধটু পয়সাকড়ি থাকা তো ভাল, দাদা।"

দেবকুমার ঠান্ডা গলায় বলেছিলেন, "কেন?"

"আপনি বিজ়নেসম্যান। দুম করে টাকাপয়সার দরকার হলে ধারদেনা করতে পারবেন," কথাটা বলে চোখ নাচায় ঘটক।

দেবকুমার কড়া গলায় বললেন, "ধার দেওয়ার জন্য আমার শ্বশুরমশাই লাগবে না। অন্য মশাইরা আছে। তোমাকে যা বলছি তাই করো। বিয়ে আমি করব, তুমি নয়।"

আসলে পয়সার জোর থাকায় প্রথম স্ত্রী রুক্মিণী আগের জীবনটা তছনছ করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে অপমান। সেই পথে আর পা বাড়াতে চাননি দেবকুমার।

কলকাতা থেকে বিশেষ কারণে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছিল। এ শহর-ও শহর ক'টা দিন ঘোরাঘুরির পর ট্রেনে এক বাঙালি যুবকের সঙ্গে আলাপ। সে বলল, "মুম্বই চলো। ফিল্ম লাইনে কাজ জুটে যাবে।"

দেবকুমার বলল, "আমি অ্যাক্টিং-ট্যাক্টিং-এর মধ্যে নেই।"

সেই যুবক বলল, "তা ছাড়াও হাজার কাজ আছে। গিয়েই একবার দ্যাখো না।"

BanglaBook.org

মুম্বইয়ে পৌঁছল দেবকুমার। ফিল্ম কোম্পানিতে মাল মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের ব্যাবসা ধরে দিল সেই যুবক। ব্যাবসা বড় কিছু নয়, ছোট। একে-তাকে ধরে অর্ডার পেতে হয়। রুক্মিণীর সঙ্গে সেই সূত্রে পরিচয়। রুক্মিণী বসু। মারাঠি বাঙালি মেশানো। বাবা মারাঠি, মা বাঙালি। রুক্মিণী হিন্দি সিনেমায় এক্সট্রার রোলে কাজ করত। ডামির কাজও করত। হিরোইনের বেডসিনে। হিরোইনের বদলে জামাকাপড় খুলে গোলমেলে শটগুলো দিত। মুখ দেখা যেত না, পিঠ, পেট, থাই, পায়ের গোছ, বুকের পাশ দেখা যেত। রেপ সিনে ভিলেন কাঁধের ওপর থেকে ব্লাউজ ছিঁড়ে দিত। রুক্মিণীর নগ্ন, সুডৌল হাতকে পাবলিক হিরোইনের হাত ভেবে উত্তেজিত হত। কয়েকবার মডেলও হয়েছে। একধরনের ঝাঁজালো রূপ ছিল মেয়েটার। মাথা ঘুরে গেল দেবকুমারের। প্রেমে পড়ে গেলেন। অসম প্রেম। শুধু স্টেটাসে নয়, বয়সেও। বয়সে তিন বছরের বড় রুক্মিণী বসুর কাছে কে দেবকুমার? সামান্য সাপ্লায়ার মাত্র। ইন্ডাস্ট্রিতে অমন হাজার লোক ঘুরে বেড়ায়। তবু হাল্কা-হাল্কা পাত্তা দিতে লাগল রুক্মিণী। উদ্দেশ্য নিয়েই দিতে লাগল। একা মেয়ের একজন পাহারাদার দরকার হচ্ছিল। অল্প পাত্তাতেই দেবকুমার হাবুডুবু খেতে লাগলেন। তাকে দেখে অনেকেই ভাবতে পারত, প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার এই অভ্যেস তার আগে থেকেই রয়েছে। হাবুডুবু খাওয়ার সময় যুক্তি-বুদ্ধি কাজ করে না। দেবকুমারেরও করল না। এক্সট্রার রোল আর ছোটখাটো মডেল হয়েও রুক্মিণী এত টাকাপয়সা কী করে করল, তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। একদিন ফট করে রুক্মিণী বিয়েতে রাজিও হয়ে গেল। ব্যস, মাথা ঘুরে গেল দেবকুমারের। তিনি যেন এই সম্মতিটুকুর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। দেরি না করে বিয়ে করে ফেললেন। রুক্মিণী একইসঙ্গে পাহারাদার এবং গদগদ হয়ে থাকা একজন পুরুষমানুষ পেল। সেই পুরুষমানুষকে নিজের মতো করে কন্ট্রোল করা যায়। কাউকে এড়িয়ে চলতে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার স্বাধীনভাবে জীবন কাটানোও যায়। দেবকুমার এসব খেয়াল করেননি, করার কথাও নয়। বিয়ের পর তিনি এক ধরনের ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। ঘোর যখন কাটল তখন তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়ে গিয়েছে। ক্রমে-ক্রমে বউয়ের স্বভাব-চরিত্র তাঁর কাছে স্পষ্ট এবং অসহ্য হতে লাগল। এতদিন যেসব কানাঘুষোয় কান দেননি, এবার তাতে মন দিলেন। একসময় দেবকুমারের সন্দেহ হল, সন্তান কি তাঁর?

BanglaBook.org

না-ও হতে পারে। তিনি বুঝতে পারলেন, এই স্ত্রী, এই সন্তান নিয়ে বাকি জীবন কাটানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জীবন বরবাদ করতে হবে। তিনি রুক্মিণীর কাছে সরাসরি ছেলের পরিচয় জানতে চাইলেন। রুক্মিণী ভাসা ভাসা জবাব দিল।

"এত দিন পরে হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

দেবকুমার বললেন, "কারণ আছে।"

রুক্মিণী আড়মোড়া ভেঙে বলল, "কী কারণ?"

দেবকুমার বললেন, "অনেক কিছু শুনতে পাচ্ছি।"

রুক্মিণী ঠোঁটের কোনায় হেসে বলল, "বিয়ের আগে শুনতে পাওনি? নাকি তখন শুনেও না শোনার ভান করে ছিলে? আমার শরীর, আমার টাকাপয়সা, আমার গ্ল্যামারে বুঁদ হয়ে ছিলে? আমার অবশ্য ধারণা, তুমি আমার প্রভাব খাটিয়ে নিজের ব্যাবসা বাড়াতে চেয়েছিলে। বাড়িয়েছও। তাই তো?"

দেবকুমার হিসহিসে গলায় বললেন, "শাট আপ। ঋষির ব্যাপারে যে প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও।"

"তোমার কী মনে হয়? ঋষি তোমার ছেলে নয়?"

দেবকুমার বললেন, "মনে হওয়াটা অন্যায়? তোমার জীবনযাপন, তোমার আচরণ দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে।"

রুক্মিণী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "আমার জীবন খারাপ আর তুমি ধোয়া তুলসীপাতা? কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছিলে কেন আমি জানি না ভেবেছ? সব খবর নিয়েছি। সব ফাঁস করে দেব।"

দেবকুমার একটু থমকে গেলেন। বললেন, "কী জানো?"

রুক্মিণী ঠোঁটের কোনায় মুচকি হেসে বলল, "যা জানি বললে সামলাতে পারবে তো?"

"তোমাকে বলতেই হবে।"

"মাঝরাতে ড্রামা করতে হবে না। ঘুমোতে দাও।"

কথা শেষ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছিল রুক্মিণী।

দেবকুমার ডিভোর্স চাইলেন। রুক্মিণী চাপ দিল। শেষপর্যন্ত দেবকুমারের উপার্জনের বড় অংশ হাতিয়ে, আট বছরের ছেলে ঋষিকে নিয়ে আলাদা হতে রাজি হল। দেবকুমারকে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হল। তাঁর

BanglaBook.org

ব্যাবসাতেও থাবা বসাল রুক্মিণী। দেবকুমার অতীত মুছে কলকাতায় ফিরলেন।

কলকাতায় নিজের বাড়ি বলতে তেমন কিছু ছিল না দেবকুমারের। দু'-চারজন আত্মীয়, কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলেন। পাইকপাড়ার পুরনো পাড়ায় ঢুকলেনই না। যাদবপুরে ঘর নিলেন। শুরু করলেন নতুন জীবন, নতুন পেশা। প্রথমে ঘরবাড়ি, জমির দালালি, পরে কনট্রাক্টরি।

নতুন কাজে নেমেই দেবকুমার বুঝতে পারলেন, রাজনীতির মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এই ব্যবসায় শুধু জরুরি নয়, আবশ্যিক। এদের সঙ্গে না পেলে ব্যবসায় 'বড়' হওয়া যাবে না। আর তাদের পেলে বড় হতে সময় লাগবে না। এই বিষয়টা সকলেই বোঝে। দেবকুমার একটু বেশি বুঝলেন। তিনি বুঝলেন, কোনও বিশেষ দল নয়, সকলের সঙ্গেই থাকতে হবে। তাঁর মতো ব্যবসায়ীর কাছে ছোট-বড় বলে কিছু নেই। ডাঙার বাঘ, জলের কুমির, ঘাসের ফড়িং, এই তিন পক্ষকেই তুষ্ট করে চলতে হয়। ফড়িঙেরও ক্ষমতা আছে। উপকার না করতে পারুক, কানের কাছে ফড়ফড়িয়ে বিরক্ত করবে না। কে কখন ক্ষমতা পায়, তার কোনও ঠিক আছে? আজ সামান্য বেল, ফুল, পাতায় সন্তুষ্ট রাখলে কাল ফল পাওয়া যায়। ধাপে ধাপে বিভিন্ন দলকে, নেতাকে, নেতার চামচাদের সন্তুষ্ট করার সিস্টেম তৈরি করলেন দেবকুমার। ব্যাবসা লকলকিয়ে বাড়ল। মুম্বইয়ে যতটুকু হারিয়ে এসেছিলেন, তার অনেকগুণ বেশি করে গুছিয়ে বসলেন। ঠিক করলেন, আবার বিয়ে করবেন। শরীরের চাহিদা মেটাতে বিয়ে নয়, আর-একবার দাম্পত্য জীবনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিয়ে। রুক্মিণীর সঙ্গে যে খেলায় হেরে গিয়েছিলেন, সেই খেলায় আর-একবার নামতে ইচ্ছে করল। ইচ্ছের কারণে দেবকুমার নিজেই অবাক হয়েছিলেন। বয়স বেড়েছে। মনে আবেগের বালাই নেই। অর্থের কারণে 'মেয়েমানুষ'-এর অভাবও নেই। তার পরেও এ কী ছেলেমানুষি! নাকি রুক্মিণীর অপমান মাথার ভিতরে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে? বাইরেটা গোছানোর পর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল? একসময় বুঝলেন, মনে নয়, শরীরেও লুকিয়ে আছে। তবে শুধু কি রুক্মিণী?

এবার আর ঝুঁকি নিলেন না দেবকুমার। এবার তিনি জিততে চান। তাই গোড়াতেই দুর্বল প্রতিপক্ষ খুঁজে নিলেন। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য যেমন মেয়ে

BanglaBook.org

চাইছিলেন তেমনটাই পাওয়া গেল। বরং তার থেকে বেশিই পাওয়া গেল। ঘটক ছোকরার আনা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হলেন দেবকুমার।

"মেয়ে দেখতে একটু ডাউনের দিকে। বয়সও বেশি। তবে টাকাপয়সার দিক থেকে বাড়ির অবস্থা শোচনীয়।"

দেবকুমার বললেন, "আমি মেয়ে দেখব।"

সত্যি কল্পনার বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। কল্পনার বাবা চিত্তরঞ্জন মজুমদারের সামান্য ব্যাবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গলা পর্যন্ত দেনা। এমনকী, গড়িয়ার হাফ টালির চালার একতলা বাড়ি এবং জমিটুকু পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে বসে আছেন। পাত্রীর মা কাজল তিন বছর যাবৎ অসুস্থ। বেশিরভাগ সময়টাই বিছানায় থাকতে হয়। টাকাপয়সার অভাবে ওষুধপত্র কেনা হয় না। পাত্রীর ভাই ডিপ্রেশনের রোগী। কোথায় কাজ করতে গিয়ে চুরির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। কাজ গিয়েছে। তারপর থেকে থম মেরে থাকে। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ নিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। ছোট বোন আলপনা কলেজের লেখাপড়া মাঝপথে ছেড়ে কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সবমিলিয়ে বিপর্যস্ত অবস্থা। বিপর্যস্ত পরিবারের বাড়ির বড় মেয়েটির জন্য বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজা চলছে, কিন্তু পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ে 'সুন্দরী' নয়, লেখাপড়া কম, তার উপর বাড়ির অবস্থাও এত খারাপ। কে বিয়ে করবে?

দেবকুমার 'মেয়ে' এবং 'বাড়ি' একবার মাত্র দেখেই বিয়েতে রাজি হলেন। মেয়ের মা আপত্তি করল।

"বয়সের এত ফারাক! এই লোক তো বুড়ো।"

চিত্তরঞ্জনবাবু ঝাঁজিয়ে উঠে বললেন, "কে বলেছে বুড়ো? পুরুষমানুষের তুলনায় এটা কোনও বয়সই নয়।"

কাজল বললেন, "মেয়েকে এই ভাবে জলে ফেলে দেবে?"

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, "তোমার মেয়ে কী এমন সুন্দরী যে, তার জন্য রাজপুত্র আসবে? কালো কুৎসিত দুটো মেয়ের একটারও বিয়ে হবে?"

কাজল বললেন, "না হলে হবে না। শুধু বয়স নয়, এই লোককে আমার পছন্দ হয়নি। কোথায় যেন গোলমাল রয়েছে। তাকানোর ভঙ্গি ভাল নয়।"

চিত্তরঞ্জনবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, "বিরাট আমার মানুষ চেনার

BanglaBook.org

জ্যোতিষী এসেছেন রে! খাটে শুয়ে শুয়ে মানুষ চিনে ফেললেন। মানুষের হিসেব না করে এই লোকের টাকাপয়সার হিসেব করো। কল্পনাকে বিয়ে করতে যে রাজি হয়েছে, এই আমাদের চোদ্দোপুরুষের ভাগ্যি।"

কাজল বলল, "কেন রাজি হয়েছে?"

এই প্রশ্নে থমকে যান চিত্তরঞ্জনবাবু। সত্যি তো! এই লোক কেন কল্পনাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে? এই বিষয়টা তো তাঁর জানা নেই। ঘটক ছেলেটা নানাধরনের পাত্রের খবর দেয়। সে-ই এনেছিল। চিত্তরঞ্জনবাবু মাথা চুলকে বললেন, "কেন রাজি হয়েছে আমি কী করে বলব? কার কাকে পছন্দ হয় কে বলতে পারে? জেনেই বা লাভ কী? মেয়েটা খেয়ে-পরে সুখে থাকবে এটাই বড় কথা।"

"খাওয়া-পরা হলেই সুখ হয় না। এই বিয়েতে মেয়ে সুখী হবে না।"

চিত্তরঞ্জনবাবু হিসহিসে গলায় বললেন, "তোমায় কে বলেছে? শুয়ে শুয়ে তুমি এত খবর পেয়ে গেলে!"

"তুমি খবর নাও। খবর না নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিও না।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। দু'দিন পরে কল্পনাই মাকে গিয়ে জানায়, দেবকুমারকে সে বিয়ে করবে। পাত্রের ভালমন্দ বাছবিচার করার মতো অবস্থায় সে নেই। একা সে কেন, গোটা পরিবারই নেই।

জাঁকজমকহীন, অনাড়ম্বর বিয়ের পর দেখা গেল, মেয়ের অসুস্থ মায়ের সন্দেহ ভুল। জামাই ভাল। শুধু ভাল নয়, অতিরিক্ত ভাল। যাকে বলে চমকে দেওয়ার মতো। শ্বশুরবাড়ির খরচাপাতির একটা অংশের দায়িত্ব নিলেন দেবকুমার। শাশুড়ির ওষুধ কেনা হল। উন্মাদ শালার চিকিৎসা শুরু করলেন। প্রথমে তাকে পাঠানো হল অ্যাসাইলামে, তারপর পাকাপাকিভাবে হোমে। শ্যালিকার জন্য চেনাজানা প্রাইভেট অফিসে ছোটখাটো একটা কাজ জোগাড় করে দিলেন। সকাল ন'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি। শ্বশুরমশাই জামাইয়ের কাছে হাত কচলাতে শুরু করলেন। একটা সময়ের পর জামাই ঘরে ঢুকলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন। জামাই না বললে বসতেন না। শুধু তিনি নয়, বাড়ির সকলেই পারলে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। দেবকুমার তৃপ্তি অনুভব করলেন। রুক্মিণীর উপেক্ষা এই পরিবারের কাছ থেকে সুদে-আসলে আদায় করতে পারছেন। আদায়ের মাত্রা বাড়ালেন দেবকুমার। একদিন

BanglaBook.org

সন্ধের পর দেবকুমার দুম করে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। চিত্তরঞ্জনবাবু তো গদগদ।

"আপনার ছোট মেয়ে অফিস থেকে ফেরেনি?"

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, "এই ফিরল। বাথরুমে ঢুকেছে।"

"ওকে খবর দিন। অফিসে কেমন কাজকর্ম চলছে, শুনব।"

চিত্তরঞ্জনবাবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "খবর দিচ্ছি। তুমি বোসো। তুমিও তো কাজ থেকে ফিরছ। কিছু খাবে? আনব কিছু?"

দেবকুমার এই কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন, "কল্পনার মা কেমন আছেন?"

"ওষুধ খেলে খানিকটা সুস্থ থাকেন। যন্ত্রণা কম হয়।"

দেবকুমার বললেন, "গুড। সেরকম হলে একবার চেন্নাই বা ভেলোর ঘুরিয়ে আনা যাবে।"

জামাইয়ের 'মহানুভবতা' চিত্তরঞ্জনবাবুকে অভিভূত করে। এমন একটা মানুষ যে তাদের সংসারে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটা তাঁর এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। তিনি কী বলবেন, কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। শ্বশুরমশাই কি জামাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানাতে পারে? কৃতজ্ঞতা, উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

দাঁড়িয়ে পড়া শ্বশুরকে দেখে খুশি হলেন দেবকুমার। জুতোপরা দুটো পা সামনে টানটান করে ছড়িয়ে বললেন, "উঠলেন কেন? বসুন। আপনার ছেলের অবস্থা কেমন? হোমে ঠিকমতো দেখাশোনা হচ্ছে?"

চিত্তরঞ্জনবাবু বিগলিত গলায় বললেন, "তুমি যেভাবে টাকাপয়সা পাঠাচ্ছ, তাতে না দেখে উপায় আছে?"

দেবকুমার বললেন, "গোলমাল করলে বলবেন। পাগলদের উপর অনেক অন্যায় করা হয়। ওদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না বলে অনেকে সুযোগ নেয়। যাই হোক, ভেবেছি আপনার এই বাড়িটা নিয়ে একদিন বসব। কত টাকায় বাঁধা দিয়ে রেখেছেন কাগজপত্র দেখতে হবে। আমার ম্যানেজার গৌরকে পাঠিয়ে দেব। নিজের বাড়ি অন্যের কাছে আটকে থাকা ঠিক নয়। একসময় প্রয়োজন ছিল দিয়েছিলেন, এখন তো আর প্রয়োজন নেই। আমি কল্পনাকে বলেছি। তোমার বাবার বাড়ি, বাবাকে ফিরিয়ে দাও। মেয়েদের বাপের বাড়ি চলে গেলে আর কী থাকে?"

BanglaBook.org

চিত্তরঞ্জনবাবুর খুব ইচ্ছে করল সত্যি-সত্যি জামাইকে একটা প্রণাম করেন। এরকম যার মন তার বয়স, সম্পর্কটা বড় কথা নয়। ঘরে কেউ নেই। কল্পনার মা ভিতরে শুয়ে ধুঁকছে। মেয়ে বাথরুমে। কে দেখবে? আর দেখলেই বা কী? অভাবের সময় কে দেখতে এসেছিল?

দেবকুমার হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। হাল্কা বিরক্ত গলায় বললেন, "দেখুন তো, আলপনা কী করছে? বাথরুমে এতক্ষণ লাগে!"

ছোট মেয়েকে ডাকতে চিত্তরঞ্জনবাবু ভিতরে ছোটেন। বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলেন, "তাড়াতাড়ি কর। মানুষটা কতক্ষণ বসে থাকবে? কাজের মানুষ।"

বাথরুমের ভিতর থেকে আলপনা বিরক্ত গলায় বলে, "কাজ ফেলে এখানে বসে থাকার কী আছে? কাজ থাকলে চলে যেতে বলো।"

"চুপ কর। শুনতে পাবে।"

আলপনা বলল, "পাক। গত সপ্তাহেই তো এসেছিল। আজ আবার কী চায়?"

চিত্তরঞ্জনবাবু ধমক দিয়ে বলেন, "এসেছিল তো তোর কী?"

আলপনা বলে, "আমাকে ডাকে বলে বলছি।"

মনে যতই বিরক্তি হোক, হাসিমুখে চা-জল নিয়ে জামাইবাবুর কাছে গেল আলপনা। চিত্তরঞ্জনবাবু স্ত্রীর ওষুধ কেনার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। জামাই-শ্যালিকার গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টা থাকে। বড়দের শুনতে নেই। দেবকুমার কোনওরকম ভণিতা না করে বলেন, "পাশে এসে বোসো, আলপনা।"

ক'দিন ধরে আলপনার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। মানুষটা সুযোগ খুঁজছে। চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। আড়চোখে বুকের দিকে তাকাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, "না না, ঠিক আছে। এইখানেই বসি।"

দেবকুমার অর্ডারের গলায় বললেন, "তোমার ঠিক আছে, আমার নেই। এসো।"

আলপনা গায়ের শাড়ি ঠিক করতে করতে পাশে এসে বসে জড়সড় হয়ে। দেবকুমার ঠান্ডা গলায় বলেন, "একটা বিষয় পরিষ্কার করতে এসেছি আলপনা। ছোট কথা কিন্তু স্পষ্ট কথা। তুমি তোমার দিদির মতো বোকা মেয়ে নও, বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমি জানি, আমার কথা তুমি বুঝবে।"

BanglaBook.org

আলপনা মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে বলে, "বলুন।"

দেবকুমার আলপনার কাঁধে হাত রাখল। চমকে উঠল আলপনা। সেই চমকানিকে পাত্তা না দিয়ে দেবকুমার সহজ গলায় বললেন, "সম্পর্কের হিসেব করলে এই কথা হয়তো তোমাকে আমার বলা উচিত নয়। কিন্তু আমি সম্পর্কে বিশ্বাস করি না, আলপনা। আমি বিশ্বাস করি সমঝোতায়। সেই বিশ্বাসে আমি আমার কর্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবনকে পরিচালনা করি। দ্যাখো আলপনা, আমি তোমাদের দুরবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করেছি। ইচ্ছে করলে আমি অনেক বড় পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে পারতাম। তা হলে এইসব দায়দায়িত্ব আমাকে নিতে হত না। অথবা বিয়ের পর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারতাম। আমি তা করিনি। সমঝোতা করেছি। আমি আশা করব, তুমিও আমার সঙ্গে সমঝোতা করবে। তাই তো? অমন সরে সরে যাচ্ছ কেন? ভয় করছে?"

কথা শেষ করে হাসলেন দেবকুমার। আলপনা ঢোঁক গিলে, ভয়ার্ত চোখ তুলে বলল, "কী সমঝোতা?"

"তোমাকে ছাড়া একথা আর কাকেই বা বলা যাবে? তোমার বাবা বা মাকে তো বলতে পারি না," একটু থেমে দেবকুমার বললেন, "শোনো আলপনা, তোমার দিদির শরীর আমাকে স্যাটিসফাই করতে পারছে না। হয়তো আমারই দোষ। তার শরীরে আমি পুরো খুশি হতে পারছি না। সে চেষ্টা করছে না এমন নয়, করছে। কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না। বেশি বয়সে আমি যে বিয়ে করেছি, তার কারণ যেমন শান্ত একটা সংসারের প্রয়োজনে, তেমন একটা শরীরের প্রয়োজনেও তো। তাই না? তাকে আমি অস্বীকার করি কী করে?"

হতচকিত, স্তম্ভিত আলপনা বলল, "আপনি কি বাচ্চা-কাচ্চার কথা বলছেন?"

দেবকুমার হাত নেড়ে বললেন, "দূর, ওসব নয়। ছেলেপিলেতে আমি নেই। আমি বলছি সেক্সের কথা। যৌন আনন্দ, যৌন তৃপ্তির কথা। শরীর যেমন চায় তেমনটি তাকে দেওয়া। এটা খুব ইম্পরট্যান্ট। তোমার কাছে লুকোব না আলপনা, আমার আর্জ এবং পাওয়ার দুটোই পাঁচজনের তুলনায় বেশি। কল্পনা আমাকে পুরোটা দিতে পারছে না।"

আলপনার শরীর কাঁপছে। লোকটা এসব কী বলছে! সে আবার মাথা

BanglaBook.org

নামাল। দেবকুমার বললেন, "দ্যাখো আলপনা, এই সময় আমার সামনে দুটো অপশন খোলা। এক, তোমার দিদিকে ডিভোর্স করে অন্য কাউকে বিয়ে করা, আর দুই হল, বাইরে নারীসঙ্গ করা। বাইরের অচেনা-অজানা নারীসঙ্গে আমি ভয় পাই। আজকাল নানারকম অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। এই বয়সে অসুখ-বিসুখ হলে বিপদে পড়ব। তা ছাড়া আর-পাঁচজনের বিছানায় শোওয়া মেয়েমানুষ আমার পছন্দ নয়। শরীর ছাড়া ওতে অন্য সমস্যাও হয়। তা হলে অপশন খোলা রইল নতুন বিয়ে করা। সেক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থা কী হবে? আগের ভয়ংকর অবস্থায় ফিরে যাবে। আমি হয়তো কিছু টাকাপয়সা দেব, তাতে এত বড় হাঁ মিটবে? সংসার, চিকিৎসা, বাড়ি, তোমার চাকরি?"

আলপনা কাঁপা গলায় বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...কী বলছেন আপনি...আমি বুঝতে পারছি না..."

দেবকুমার এবার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে আলপনার পিঠে হাত রাখলেন। ব্লাউজ় ভিজে। গা ধুয়ে আসার কারণে? নাকি নার্ভাস হয়ে ঘামছে?

"আর-একটা পথ আছে আলপনা। সব কিছু এখনকার মতো রেখেও সেটা করা যায়। তোমার দিদি যেমন আমার কাছে আছে থাকবে, স্ত্রী হিসেবেই থাকবে। সঙ্গে মাঝে মাঝে তুমিও থাকবে। যখন ডাকব। কেউ জানবে না।"

এক ঝটকায় মুখ তুলল আলপনা।

"মানে!"

দেবকুমার হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, "মানে সহজ। মাঝে মাঝে তুমিও আমার কাছে যাবে। দিদি যেটা পারছে না সেটা দেবে। ব্যস," একটু চুপ থেকে দেবকুমার গলা গম্ভীর করে বললেন, "আমার তোমাকে পছন্দ আলপনা। আমার পুরুষ সেন্স বলছে, তুমি পারবে। আগে বুঝলে হয়তো তোমাকেই বিয়ে করতাম। যাক, সে যখন হয়নি, এখন ভেবে লাভ কী? এসো কমপ্রোমাইজ় করি। আমার কথা শুনলে সুখে থাকবে। শুধু তুমি নয়, তোমাদের গোটা পরিবার সুখে থাকবে। যদি মনে করো, এই পাপের সুখ দরকার নেই, আমি মেনে নেব। কিন্তু নিরাপত্তা? নিশ্চিন্ততা? সেগুলোরও কি প্রয়োজন নেই? এসবে কোনও পাপ হয় না।"

আলপনা মাথা নামিয়ে নিল। হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। সে কাঁদছে।

BanglaBook.org

দেবকুমার উঠে পড়লেন। নরম গলায় বললেন, "কান্নাকাটির দরকার নেই। আমি তোমাকে জোর করছি না। ডিভোর্সের বিষয়টা আমি খুব জটিল করব না। না জানিয়ে অপ্রকৃতিস্থ, অসমর্থ একটা মেয়েকে গছিয়ে দিয়ে চিট করা হয়েছে ধরনের কোনও ক্রিমিনাল কেস আমি করব না। এতে যে আইনি লড়াইয়ের মধ্যে তোমাদের পড়তে হবে সেটা তোমরা পারবে না। অনেক টাকা লাগবে। আমি সহজভাবে ছাড়াছাড়িতে যাব। চিন্তা কোরো না। কয়েক দিনের মধ্যে তোমার দিদি ফিরে আসবে। দুই বোনে মিলে তখন জমিয়ে আমার মুন্ডুপাত কোরো। বলবে, লোকটা একটা আস্ত শয়তান ছিল। ভগবান আমাদের শয়তানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। হা হা।"

পরদিন দুপুরে আলপনা তার জামাইবাবুকে ফোন করে নিচু গলায় বলল, "কোথায় যেতে হবে বলবেন।"

দেবকুমার ক'দিন পর আলপনাকে নৈহাটির এই ফ্ল্যাটে নিয়ে এলেন। কল্পনা এই জায়গার খবর জানে না। গৌর ছাড়া কেউই জানে না। বছর খানেক আগে এই ফ্ল্যাট কিনেছেন দেবকুমার। বুঝেছিলেন, নিজের একটা আস্তানা চাই। ব্যাবসা, পরিবার, পরিচিত মানুষ আর কলকাতা শহরটাকে যখন বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর মনে হবে, গোপনে সেখানে গিয়ে সময় কাটিয়ে আসবেন। ফ্ল্যাটের জন্য খোঁজখবর লাগালেন। কলকাতায় যেমন নয়, তেমন খুব দূরে হলেও চলবে না। দালালরা খবর দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত নৈহাটির এই শান্ত হাউজিং কমপ্লেক্স মনে ধরে। নামটাও বেশ। গঙ্গাবিহার। দক্ষিণ দিকে চারতলার এই ফ্ল্যাট দেখার পর সেদিনই অ্যাডভান্স দিয়ে দিয়েছিলেন। আলপনাকে বেডরুমের জানালা খুলে দিলেন। সামনে নিস্তরঙ্গ গঙ্গা। দুপুরের রোদে গা এলিয়ে শুয়ে আছে অলস ভঙ্গিতে। আলপনার মনে হল, দূর থেকে তাকে দেখছে।

দেবকুমার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন?"

আলপনা খানিকটা চুপ করে থেকে বলেছিল, "খুব সুন্দর।"

দেবকুমার বলেছিলেন, "এখানে থাকতে পারবে?"

আলপনা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, "পারব।"

দেবকুমার এগিয়ে এসে আলপনাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "আমি আর তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসে থেকে যাব। ভাল হবে না?"

দেবকুমারের ছোঁয়ায় আলপনার গা ঘিনঘিন করে উঠল। বমি পেতে

BanglaBook.org

থাকল। ইচ্ছে করছিল, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। নিজেকে সামলে নিল আলপনা। নিজেকে বোঝাল, উপায় নেই, কোনও উপায় নেই। মেনে নিতে হবে। চারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে এই অপমান মেনে নিতে হবে। দেবকুমারের দিকে ঘন হয়ে এসে আলপনা বলেছিল, "ভাল হবে।"

দেবকুমার মুখ বাড়িয়ে আলপনার কানের লতিতে মুখ ছুঁইয়ে বলেছিলেন, "বিছানায় এসো। গঙ্গা দেখতে দেখতে তোমাকে আদর করি।"

আলপনা সেদিন দেবকুমারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুক থেকে ওড়না সরিয়ে মনে মনে বলেছিল, "এর শাস্তি তোমাকে আমি দেবই।"

দেবকুমার গদগদ গলায় বলেছিল, "বাঃ, কী সুন্দর তোমার বুক দুটো।"

আজ আলপনা স্নান করে নিয়েছে। সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। রং মিলিয়ে ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। কানে সবুজ পাথরের দুটো ছোট ছোট দুল। গালে হাল্কা পাউডার। দেবকুমার খুশি হলেন। চায়ের লিকারের মতো দিনের শুরুতে তিনি আলপনাকে নরম পোশাকেই দেখতে চান। এই মেয়ে তার কল্পনার মতো সরল, বোকা নয়। বোকা নয় বলেই দেবকুমারের ভয়ংকর প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। বুঝছে, সে যত অসহায় ভাব দেখাতে পারবে, দেবকুমারকে তত বেশি খুশি রাখা যাবে। অসহায়ের উপর জোরজুলুমে আজকাল তিনি অতিরিক্ত তৃপ্তি পাচ্ছেন।

কল্পনার মতো আলপনার গায়ের রং ফরসা নয়, তবে কালোও নয়, উজ্জ্বল। ঘষা তামার মতো। এই রংই আলপনার চেহারার আকর্ষণ। রোগা হলেও তাকে ছিপছিপে বলা যায় না। লম্বার দিকে। দেবকুমারের সামনে দাঁড়ালে প্রায় সমানে-সমানে। শরীরের যেখানে যেটুকু মেদ জমছে, চট করে বুঝতে দেয় না। কাপড় খুলে যখন সামনে আসে, বুক, পেট, কোমরে টান টান ভাব ধরে রাখে। সম্ভবত পেশি নিয়ন্ত্রণের কায়দা জানে মেয়েটা। দেবকুমার বুঝেছেন, তাঁর ভুল হয়নি। শরীরের ব্যাপারে এই মেয়ে তার দিদির চেয়ে অনেক পটু। মাঝে মাঝে বিস্ময়কর। প্রথম প্রথম মনে হত এত জানল কী করে! নাকি এমনটাই সে? এটা তার ভিতরের ক্ষমতা। আলপনা একই সঙ্গে যেমন উচ্ছল হতে জানে, তেমনই সংযত। যখন যেমন প্রয়োজন। বাষট্টি বছরের পুরুষমানুষকে সন্তুষ্ট করা সহজ নয়। সত্যি এই ব্যাপারটা একেবারেই জানে না কল্পনা। বিছানায় সে ভিজে ন্যাতার মতো। বেশ কয়েক বছর স্বামী-স্ত্রীর জীবন কাটালেও রুক্মিণী তার শরীর নিয়ে কখনও বাড়াবাড়ি

BanglaBook.org

করতে দেয়নি। সন্তান জন্মের পর বন্ধই করে দিয়েছিল। আলাদা শোওয়ার ব্যবস্থা করত। বেশি ঘাঁটাঘাঁটিতে নাকি শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। এক্সট্রার শরীর নষ্ট হলে কেউ মুখ ফিরিয়েও দেখবে না। তাই স্বামীর মুখের উপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে হাত কাঁপত না। রাগ, অপমান এবং কামনায় জ্বলতেন দেবকুমার। চিরকালই তাঁর শরীরের ক্ষমতা বেশি। সেই ক্ষমতা এখন যেন বেড়েছে। যারা বুড়ো হাড়ে জোর নেই ভেবে গোড়াতে নিশ্চিন্ত হবে, কার্যক্ষেত্রে তাদের ঘাবড়াতে হবে। দাপাদাপি সামলাতে বেগ পেতে হবে যথেষ্ট। সন্দেহ হবে, হাতুড়ে, টোটকা ওষুধ খেয়ে পৌরুষ বাড়িয়েছে মানুষটা। সন্দেহ ঠিক নয়। দেবকুমারের এই জোর স্বাভাবিক।

দেবকুমার মুখ তুলে গঙ্গার দিকে তাকালেন। গঙ্গার ওপাড় ধরে টুকটুকে লাল রঙের ছোটখাটো একটা লঞ্চ পুব থেকে পশ্চিমে হেলতে-দুলতে চলেছে। এরকম লাল রঙের লঞ্চ আগে কবে দেখেছেন? মনে পড়ছে না। নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে, আঁকা ছবি। গঙ্গাই চারতলার এই ফ্ল্যাটের সৌন্দর্য। শুধু বারান্দা নয়, ঘর থেকেও নদী দেখা যায়।

কাল ঘুমোতে দেরি হয়েছে। আলপনা অনেক রাত পর্যন্ত গান শুনিয়েছে। আলপনার গানের গলা ভাল নয়, আবার খারাপও নয়। মাঝামাঝি। তার উপর কাল গলা বসা ছিল। ঠান্ডা লেগেছে। গায়ে সামান্য জ্বর। গাইতে রাজি হচ্ছিল না। দেবকুমার জোর করলেন। গান শুনে খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে শুতে দেরি হয়ে গেল। ঘুম আরও পরে। অন্যদিনের তুলনায় কাল খানিকটা বেশি সময় দেবকুমার আলপনার শরীরে মন দিয়েছিলেন। জ্বরের কারণে মেয়েটার গা ছিল হাল্কা গরম। নগ্ন হয়ে সে যখন বিছানায় উঠে আসে তখনই তাপ বুঝতে পারেন দেবকুমার। বুক, পেট, উরুর উষ্ণতা আরামদায়ক লাগে। গরম তাওয়ায় শরীর সেঁকার মতো করে আলপনাকে উল্টে-পাল্টে সেই তাপ অনুভব করতে থাকেন। দীর্ঘসময় গায়ে কোনও চাপা দিতে না পারায় আলপনা কেঁপে-কেঁপেও ওঠে। করুণভাবে বলে, "আজ আর নয়।" দেবকুমার সেকথা শোনেননি। শোনার কথাও নয়। তাঁর ভাল লেগেছে। সম্ভোগের সময় আলপনার ঈষদুষ্ণ শরীরের অন্যরকম স্বাদ পেয়েছেন। তার ঠান্ডা লাগা গানের গলার মতো। মুড যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অন্যরকম স্বাদও জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ লোক একটাই মাত্র স্বাদ নিয়ে জীবন পার

BanglaBook.org

করে দেয়। দেবকুমার বিশ্বাস করেন তিনি সাধারণ লোক নন। নন বলেই মেয়েমানুষ তাঁকে বারবার ঠকিয়েছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দেবকুমার বললেন, "আজ আর কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে থেকে যাই। তুমি কী বলো?"

আলপনা বলল, "আপনি যা বলবেন।"

দেবকুমার হেসে বললেন, "তোমার এই আপনি যা বলবেন, আপনি যা বলবেনটা একটু বাদ দাও দেখি। তোমার নিজের কোনও মত নেই?"

আলপনা একটু চুপ করে থাকল। দেবকুমারের দিকে একঝলক তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল। দেবকুমার ভাল করেই জানেন, চোখে ঘৃণা এবং ক্রোধ দু'টোই রয়েছে। তাচ্ছিল্য করলেন দেবকুমার। গঙ্গার দিকে তাকালেন ফের। লাল লঞ্চ চলে যাচ্ছে চোখের সীমানা পেরিয়ে। খানিক পরে পরে মোটরের ফট্‌ফট্‌ শব্দ ভেসে আসছে। এই আবাসনের সবচেয়ে সুবিধে হল, বাসিন্দারা কেউ কারও খোঁজ রাখে না। তবু একেবারে গোড়ায় আলপনার যাতায়াত নিয়ে চাপা প্রশ্ন উঠেছিল। দেবকুমার আবাসিকদের পুজোয় ডোনেশন তিনগুণ করে দিলেন। শুধু পুজোর ডোনেশন নয়, কমপ্লেক্সের ভিতর, নিজের খরচে একটা রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েছেন। আগে গাড়ি ঢুকতে-বেরোতে অসুবিধে হত। আবাসিক কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি গদগদ হয়ে দেখা করতে এল। দেবকুমার সোফায় হেলান দিয়ে বললেন, "আপনারা অর্ডার বের করুন, কমপ্লেক্সের চারপাশের সুয়ারেজ তৈরির দায়িত্ব আমার। বর্ষায় আর জল জমবে না।"

প্রেসিডেন্ট ভদ্রলোক বললেন, "সে তো অনেক খরচ!"

দেবকুমার মৃদু হেসে বললেন, "খরচের কথা ভাবতে হবে না। এখানে তো আমিও থাকি, থাকি কি না? আমি তো আপনাদেরই একজন। ওইটুকু খরচ না হয় আমিই সামলাব।"

সেক্রেটারি বললেন, "তা তো অবশ্যই।"

তারপর থেকে আর কোনও সমস্যা নেই। কমপ্লেক্সে ঢোকার সময় দরোয়ান সেলাম ঠোকে।

দেবকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এখানে থাকার কথা তিনি বানিয়ে বলেছেন। কলকাতায় কাজ আছে।

আলপনা বলল, "স্নানে যাবেন?"

BanglaBook.org

দেবকুমার একটু চুপ করে থেকে বললেন, "না, ফিরে যাব।"

আলপনা ভুরু কোঁচকাল। বলল, "সে কী! এই যে বললেন, থাকবেন!"

দেবকুমার কথার উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। বিচলিত ভাবটা ভিতরে ভিতরে বাড়ছে। লোকটা কে? কে পিছনে লেগেছে? সে কি তার ব্যাবসা নড়বড়ে করে দিতে চাইছে? নাকি তিনি বেশি ভাবছেন? ভাল করে খোঁজখবর নিতে হবে। গৌরকে বলতে হবে।

মোবাইল বেজে উঠল। ভুরু কোঁচকালেন দেবকুমার। আবার কে? গৌর।

"কী হল?"

"স্যার, একটা খবর ছিল।"

দেবকুমার বললেন, "কী হয়েছে?"

"স্যার, সিলভার গ্রুপের সঞ্জীব নায়েকের অফিস থেকে ফোন এসেছিল। আপনাকেই খুঁজছে। না পেয়ে আমাকে ধরল।"

দেবকুমার চিন্তিত গলায় বললেন, "কেন? তার আবার কী হয়েছে?"

গৌর বলল, "কী হয়েছে জানি না। তবে আজই আপনার সঙ্গে বসতে চাইছে।"

দেবকুমার বললেন, "আজই! আজ পারব না গৌর। আমার অন্য কাজ আছে।"

গৌর একটু চুপ করে থেকে বলল, "স্যার, আপনার যদি খুব অসুবিধে না হয়, তা হলে সময় বের করে আজই বসুন। ওঁর গলা শুনে মনে হল, শহিদ ভূপতি সেন কলোনির প্রোজেক্ট নিয়ে জরুরি কিছু বলতে চান।"

দেবকুমার বিরক্ত গলায় বললেন, "আজই বলতে হবে?"

গৌর বলল, "চারপাশে যেরকম ব্যাগড়া দেওয়া চলছে, তাতে চিন্তা হয়। এই প্রোজেক্টটা অনেক টাকার। কোনও গোলমালে যদি ফসকে যায় বড় ক্ষতি।"

দেবকুমার কানের কাছে ফোন ধরে একটু ভাবলেন। বললেন, "ঠিক আছে, আসছি। গৌর তোমার সঙ্গেও আমার জরুরি কথা আছে। গিয়ে বলব। কেন যেন আমার সেন্স আমাকে বলছে, কেউ আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে... লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে..."

ফোনের ওপাশে গৌর চুপ করে রইল।

BanglaBook.org

কলেজ থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণকলি রাস্তা পার হল। বাঁ-দিকে গিয়ে মোড়টা ঘুরলে ফুলের দোকান। বড় নয়, ছোট দোকান। দোকানের সামনে কৃষ্ণকলি দাঁড়াবে। প্রিয়ম ট্যাক্সি করে এসে তাকে তুলে নেবে। প্রিয়মের জায়গাটা পছন্দ নয়। সে বলে, "দোকানটা মিস করে যাই। ওইটুকু একটা ফুলের দোকান চোখে পড়ে না। সামনে ভিড় থাকলে তো একেবারেই নয়। তার চেয়ে তুমি অন্য কোথাও দাঁড়াবে।"

কৃষ্ণকলি অবাক হয়ে বলে, "কেন চোখে পড়বে না! এই রাস্তায় ফুলের দোকান তো একটাই।"

প্রিয়ম বলে, "একটা না দশটা জানি না, তুমি একটু সরে গিয়ে গাড়ির শোরুমটার সামনে দাঁড়াতে পার না?"

কৃষ্ণকলি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "বয়ে গিয়েছে। গাড়ির শোরুম প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করার মতো একটা জায়গা হল?"

প্রিয়ম বিরক্ত গলায় বলে, "এখানে কদমগাছ কোথায় পাবে?"

কৃষ্ণকলি হেসে বলে, "ওই কারণেই তো ফুলের দোকান বেছেছি। তুমি জানো না, দোকানওলার সঙ্গে আমার ব্যবস্থা আছে। যেদিন ওখানে গিয়ে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করি, ও ক'টা কদমফুল এনে দোকানে রেখে দেয়। প্রমাণ চাও?"

প্রিয়ম রেগে গিয়ে বলে, "যতসব বাজে কথা। চলো এখন।"

রোদটা একটু চড়া। তবে অসুবিধে হচ্ছে না কৃষ্ণকলির। তার কারণ আজ একটা ভাল দিন। ডবল ভাল দিন। এরকম দিনে বাইরের ঠান্ডা-গরম অত বোঝা যায় না। ডবল ভালর একটা ভাল তার নিজের, একটা প্রিয়মের। নিজের খবরটা পেয়েছে খানিক আগে। কলেজের অফিস থেকে পেয়েছে। স্টুডেন্টস অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের বিশ্বনাথদা একগাল হেসে বলেছে, "কী খাওয়াবে আগে বলো।" অফিস থেকে বেরিয়েই মাকে ফোন করতে গিয়েছিল কৃষ্ণকলি। থমকে গিয়ে ভাবে, সকলের আগে প্রিয়মকে বলবে। তবে এখনই নয়। প্রিয়মের ভাল খবরটা পাকা হয়ে যাওয়ার পর বলবে। দু'জনের ভাল খবরে বেশি আনন্দ। আর ঘণ্টা খানেক পরেই প্রিয়মের ভাল খবর পাকা হয়ে যাবে। কাগজপত্র সব রেডি আছে। গিয়ে শুধু সই করা।

BanglaBook.org

সইয়ের পর কৃষ্ণকলি বলবে, কনগ্র্যাচুলেশনস। অ্যাই জানো, আমারও একটা ভাল খবর আছে। একটু আগে কলেজে শুনেছি। তুমি আমাকে প্রথমে কনগ্র্যাচুলেশনস বলবে, এখনও কাউকে বলিনি। ভাল করেছি না?

প্রিয়ম অবাক হয়ে বলবে, কী খবর?

কৃষ্ণকলি মিটিমিটি হেসে মাথা নাড়িয়ে বলবে, এভাবে বলব না। কানে কানে বলব।

প্রিয়ম তড়বড় করে বলবে, খবরটা বলবে তো?

কৃষ্ণকলি বাজি ফেলে বলতে পারে, তার ভাল খবর শোনার পর প্রিয়ম একই সঙ্গে দারুণ খুশি হবে এবং মনখারাপ করবে।

কৃষ্ণকলির খিদে পাচ্ছে। অল্প কিছু খেতে পারলে হত। এখানে খাবার দোকানের অভাব নেই। চট করে স্যান্ডউইচ বা রোল ধরনের একটা কিছু কিনে নেওয়া যায়। কিন্তু এখন দোকান পর্যন্ত যাওয়া যাবে না। প্রিয়ম যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে। না দেখতে পেলে রাগারাগি করবে। চলেও যেতে পারে। এই ছেলের বিরাট মেজাজ। কৃষ্ণকলি মাঝে মাঝেই সিদ্ধান্ত নেয়, এই মেজাজ সহ্য করবে না। কেন করবে? প্রিয়ম কী এমন রাজপুত্র যে, তার মেজাজ সহ্য করতে হবে? রাগ করে সে প্রিয়মের ফোন ধরে না। প্রিয়মও এক-দু'বার চেষ্টা করে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। তারপর দুম করে একদিন মেসেজ পাঠায়, 'সরি।' আবার কখনও কখনও মনকেমন করে ওঠে কৃষ্ণকলির। প্রিয়মের মেজাজ শোনার জন্য ছটফট করতে থাকে। দুম করে একদিন না বলে তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। বাড়ি নয়, বালিগঞ্জের একঘরের আস্তানা। দরজা খুলে প্রিয়ম তাকে দেখে অবাক হয় না। যেন কৃষ্ণকলির আসারই কথা ছিল।

কৃষ্ণকলি মোবাইলে নম্বর টিপল।

"কত দূর?"

প্রিয়ম ওপাশ থেকে বলল, "এসে গিয়েছি। ট্যাক্সি পেতে দেরি হল, তার উপর মৌলালিতে জ্যামে পড়েছিলাম।"

"চট করে একটা রোল কিনে নেব? খিদে পেয়েছে।"

প্রিয়ম তাড়াহুড়ো করে বলে, "না না, কোথাও যেও না। অলরেডি লেট।"

কৃষ্ণকলি বলল, "লেট হলেও আমি নেব। আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।"

BanglaBook.org

প্রিয়ম কড়া গলায় বলল, "আমি কিন্তু চলে যাব কলি। তোমাকে দেখতে না পেলে ট্যাক্সি দাঁড় করাব না।"

কৃষ্ণকলি সহজভাবে বলল, "করতে হবে না। চলে যেও।"

"ছেলেমানুষি কোরো না। কাজটা হয়ে যাওয়ার পর দু'জনে মিলে কোথাও একটা খেয়ে নেব।"

কৃষ্ণকলি বলল, "সে তো অনেক দেরি। তুমি ভদ্রলোককে অফিসে ফোন করেছ?"

প্রিয়ম একটু চুপ করে থেকে বলল, "সকাল থেকে কয়েকবার ট্রাই করেছি। ধরছে না।"

কৃষ্ণকলির বুকটা ধক করে উঠল। ফোন ধরছে না মানে? বেগড়বাই করছে নাকি? সে গলা নামিয়ে বলল, "কী ব্যাপার? কোনও গোলমাল?"

প্রিয়ম হেসে বলল, "আরে, না রে বাবা। ওকে না পেয়ে ওর অফিসে ফোন করেছিলাম। সেক্রেটারি মেয়েটি বলল, 'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো রয়েছে দেখছি।' "

কৃষ্ণকলি নিশ্চিন্ত হল। এখানে কোনও গোলমাল হলে প্রিয়ম একেবারে ভেঙে পড়ত। শুধু প্রিয়ম কেন, তারও নিজেরও একই অবস্থা হত। স্ক্রিপ্ট নিয়ে গত দু'বছর ধরে কম করে একশো লোকের কাছে ছুটেছে প্রিয়ম। তার বেশিও হতে পারে। যদি টাকা পাওয়া যায়। কেউ দরজার বাইরে থেকেই তাড়িয়েছে, কেউ সিনেমা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান দিয়ে তাড়িয়েছে, কেউ দশবার ঘুরিয়ে তাড়িয়েছে। প্রিয়ম এই অপমানটাকে কাজের অংশ হিসেবেই দ্যাখে। সিনেমা বানানোর জন্য প্রোডিউসার পাওয়া সহজ কথা নয়। অনেক টাকার ব্যাপার। যতই কম বাজেটের পরিকল্পনা করুক না কেন, সেই টাকা জোগাড় করতে কালঘাম ছুটে যাওয়ারই কথা। অনেক গলাধাক্কা সহ্য করতে হবে। তার উপর পরিচালনার কোনও অভিজ্ঞতা নেই প্রিয়মের। একটা ছবিতে ডিরেক্টরের সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছিল, সেই ছবি মাঝপথে আটকে গিয়েছে। লোককে বলার মতো ঝুলিতে রয়েছে খান তিনেক ডকুমেন্টারি, একটা টেলিফিল্ম। এই যোগ্যতায় পুরোদস্তুর ফিচারের টাকা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আবার অনেকেই তো টাকা পাচ্ছে। নতুন-নতুন ছেলেরা এই লাইনে আসছে। ছবি পরিচালনা করেও নাম করেছে। আগেকার দিনেও বহু পরিচালক কষ্ট করে প্রোডিউসার

BanglaBook.org

জোগাড় করত। এই সব ভেবেই প্রিয়ম অপমান গায়ে না মেখে ছোটাছুটি করেছে।

এরকম একটা ছোটাছুটির মাঝখানেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কৃষ্ণকলির। কৃষ্ণকলি তখন কলেজের সেকেন্ড ইয়ার। আলাপ পর্বটা নাটকীয়। কৃষ্ণকলি প্রায় পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিল।

বাবার গাড়িতে স্কুল-কলেজে যাতায়াত কোনওদিন পছন্দ করেনি কৃষ্ণকলি। স্কুলে নিচু ক্লাসে পড়ার সময় বলতে পারত না। তখন অবশ্য স্কুলও কাছে ছিল। গাড়ি নামিয়ে দিয়ে আসত। পরে কলকাতার বড় স্কুলে ভর্তি হল। শহিদ ভূপতি সেন কলোনি থেকে সেই স্কুল খানিকটা দূরই হয়। বাবা-মা দু'জনেই চেয়েছিলেন মেয়ে গাড়িতেই যাতায়াত করুক। কৃষ্ণকলি কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তাকে স্কুলবাসে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তাই করা হল। কলেজে তো প্রশ্নই নেই। কৃষ্ণকলি দুটো বাস বদলে নিজেই যায়। কখনও কখনও একটু এগিয়ে মেট্রো ধরে নেয়। মেট্রো নিলে খানিকটা হাঁটতে হয়। সেদিন মেট্রো থেকে নামতে গিয়ে জুতোর স্ট্র্যাপ গেল ছিঁড়ে। কৃষ্ণকলি জুতো কোম্পানির উপর রেগে গেলেও, চিন্তিত হল না। মেট্রো স্টেশনের বাইরে মুচি বসে। এর আগেও পুরনো চটিতে একবার পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। এবারও একটা ব্যবস্থা করে দেবে। ছেঁড়া জুতো টানতে-টানতে স্টেশনের বাইরে উঠে এল ও। এসে মাথায় বাজ পড়ল। মুচি নেই! ঘাড় ঘুরিয়ে ফুটপাথ যতটুকু দেখতে পেল, কোথাও মুচি নেই। কলকাতা শহরে মুচিরা কি আজ স্ট্রাইক করেছে? কী হবে? ছেঁড়া জুতো পরে এক পা-ও হাঁটা যাবে না। কাউকে ফোন করে হেল্প চাইবে? কী বলবে? আমার জুতো ছিঁড়ে গিয়েছে, একটা নতুন জুতো নিয়ে এসে আমাকে রেসকিউ করো? হাস্যকর। মোবাইল ফোনে পুলিশ ডাকা যায়, মুচি ডাকা যায় না। কৃষ্ণকলি মোটেও নার্ভাস মেয়ে নয়, তারপরেও কান্না পেল। রিকশা ডেকে উঠে পড়তে হবে। সেটাও সহজ নয়। এই পথে চট করে রিকশা পাওয়া যায় না। খালি ট্যাক্সিও চোখে পড়ছে না। বাবাকে ফোন করে গাড়ি পাঠাতে বলবে? ভূপতি সেন কলোনি থেকে গাড়ি আসতে মিনিমাম ঘণ্টা দেড়েক। জ্যাম থাকলে আরও বেশি। কৃষ্ণকলি মাথা ঠান্ডা করল। কলেজে পৌঁছতেই হবে। ক্লাস টেস্ট আছে। এই অবস্থায় সামনে দুটো অপশন। হয় মুচির জন্য এখানে অপেক্ষা করা, নয়তো ছেঁড়া জুতো হাতে খালি পায়ে রওনা হওয়া।

BanglaBook.org

দ্বিতীয়টাই করল কৃষ্ণকলি। বাঁ-হাতে ছেঁড়া জুতো ঝুলিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করল। একটু পরেই বুঝতে পারল, পথচলতি অনেকেই মুখ ঘুরিয়ে দেখছে। ফুটপাথে দাঁড়ানো দুটো কমবয়সি মেয়ে হাঁটতে হাঁটতে থমকে পর্যন্ত গেল। স্বাভাবিক। সুন্দরী, স্মার্ট এক তরুণী জিন্‌স আর শার্ট পরে হাতে জুতো ঝুলিয়ে কলকাতার রাস্তায় হাঁটছে, এটা অবশ্যই মুখ ঘুরিয়ে দেখার মতো একটা দৃশ্য। কৃষ্ণকলিও বুঝতে পারল, অনেকেই তাকে দেখছে। দেখুক। সে গটমটিয়ে চলল। ভঙ্গি এমন যেন হাতে জুতো নয়, শপিং মলের প্যাকেট রয়েছে। এই মাত্র শপিং করেছে। খালি পায়ে হাঁটা সহজ বিষয় নয়, কঠিন বিষয়। ফুটপাথের গরম, ইটের টুকরো, ময়লা—সবই রয়েছে। নো পাত্তা গোছের একটা মুখ করে হাঁটছে কৃষ্ণকলি। আগে কলেজে পৌঁছতে হবে। পথে যদি মুচি পাওয়া যায়, তা হলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল।

সমাধান হল না। মিনিট সাত, আট হেঁটেও মুচি চোখে পড়ল না। কিন্তু যা পড়ল তাতে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

হঠাৎ কৃষ্ণকলির খেয়াল হল, এক যুবক তার পাশে পাশে হাঁটছে। ঠিক পাশে নয়, ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে গিয়েছে। দু'জনের মধ্যে ফুট পাঁচেকের দূরত্ব। একমুখ দাড়ি-গোঁফ, এলোমেলো চুল। কালো রঙের প্যান্টের উপর ঘিয়ে রঙের একটা হাফ শার্ট। কাঁধে একটা চামড়ার ব্যাগ। আর চোখে একটা ছোট ভিডিয়ো ক্যামেরা। হাঁটতে হাঁটতে যুবক কৃষ্ণকলির ফোটো তুলছে। থমকে দাঁড়াল কৃষ্ণকলি। কঠিন গলায় বলল, "কী করছেন এটা?"

যুবকটি মনে হয় শুনতে পেল না। তবে সে-ও থমকে যায়। হাঁটু মুড়ে খানিকটা নিচু হয়। তারপর একইভাবে নিশ্চিন্তে ফোটো তুলতে থাকে। কৃষ্ণকলি হাত তোলে।

"এই যে মিস্টার, এই যে, আমার ছবি তুলছেন কেন? এই যে, কথা কানে যাচ্ছে না!"

যুবকটি এবার উঠে দাঁড়ায় এবং দু'পা এগিয়ে এসে হাসে।

কৃষ্ণকলি তেড়েফুঁড়ে ওঠে, "হাসছেন কেন? আমার পারমিশন ছাড়া ফোটো তুললেন কেন?"

যুবকটি এগিয়ে এসে বলে, "সরি। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না, আপনার পারমিশন নিতে গেলে ছবির মুডটা নষ্ট হয়ে যেত।"

BanglaBook.org

কৃষ্ণকলির গা রাগে ঝনঝন করে উঠল। ঝাঁজিয়ে উঠে বলল, "ড্যাম ইওর মুড। আপনি কে? কোন সাহসে আমার ছবি তুলছেন? জানেন না, কোনও মেয়ের ছবি তুলতে গেলে তার অনুমতি নিতে হয়?"

যুবকটি অবাক গলায় বলল, "আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি তো কোনও গোপন ছবি তুলিনি। এটা তো কারও বেডরুম নয়। ওপেন রাস্তা।"

কৃষ্ণকলি আর পারল না। চিৎকার করে বলল, "শাট আপ! ওপেন রাস্তাতেও না বলে কোনও মেয়ের ছবি তোলা যায় না।"

যুবকটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি আপনাকে বলে নিচ্ছি।"

কৃষ্ণকলি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "অপরাধ করার পর বলছেন? আমি আপনাকে পুলিশে দেব।"

যুবকটি হতাশ গলায় বলল, "দিলে আর কী করব, দেবেন। তবে আমি কেন ছবি তুলেছি সেটা জেনে নিন। তারপর যত খুশি পুলিশে দিন।"

"পুলিশকে গিয়ে বলবেন।"

যুবকটি এ কথায় কান না দিয়ে বলল, "আমার নাম প্রিয়ম। প্রিয়ম মালাকার। আমি একজন ফিল্ম মেকার। আপাতত কলকাতার রাস্তার উপর একটা শর্ট ফিল্ম তুলছি। সবটা তো আর হইচই করে, লোকজন নিয়ে, বড় বড় আলো-ক্যামেরা সাজিয়ে হয় না। তাই নিজেও মাঝে মাঝে এই ছোট ক্যামেরা নিয়ে একা ঘুরে বেড়াই। ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে তুলে রাখছি। পরে মূল ছবির সঙ্গে জুড়ে দেব। আপনার এই জুতো হাতে যাওয়াটা খুবই ইন্টারেস্টিং। বর্ষায় জল জমলে দেখা যায়। শুকনো সময় এই দৃশ্য পাওয়া যায় না। আমি আপনার ছবি তুলিনি, আপনার জুতো হাতে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার ছবি তুলছিলাম।"

কথাটা শেষ করে যুবকটি সুন্দর করে হাসল। কৃষ্ণকলি অবাক। এত ধমকের পরও হাসছে। ছেলেটা কি মিথ্যে বলছে? নাকি সত্যি ফিল্ম তোলে? ইতিমধ্যে চার-পাঁচ জন লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে। লাল চুলের চ্যাংড়া টাইপের একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, "কী হয়েছে দিদি? শ্লীলতাহানি?"

কে একজন বলল, "জুতোটা দিয়ে মেরে দিন। হাতে ধরে রেখে কী হবে?"

BanglaBook.org

আর-একজন বলল, "ছেলেটাকে দেখতেই তো বদমাইশের মতো। বোনটি সরে যাও তো মনা, দুটো কানচাপাটি দিই।"

চ্যাংড়া ছেলেটা এবার যুবকের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, "অ্যাই শালা, ভরদুপুরে মেয়েদের গায়ে হাত?"

কৃষ্ণকলি ভয় পেয়ে গেল। এখনই মারধোর শুরু হয়ে যাবে। গোলমাল লেগে যাবে। তাড়াতাড়ি বলল, "আরে, এসব কী করছেন? কিছু হয়নি। আপনারা যান তো। আমাদের নিজেদের ব্যাপার।"

ভিড় একটু সরে গেল, কিন্তু একেবারে চলে গেল না। দূরে গিয়ে থমকে রইল। প্রিয়ম নামের যুবক নিচু গলায় বলল, "ধন্যবাদ। মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। আপনি যদি থানায় যেতে চান চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিড় বাড়বে।"

কৃষ্ণকলি চাপা গলায় বলল, "আপনি চলে যান।"

প্রিয়ম বলল, "আমি যাচ্ছি, কিন্তু আপনি রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না। পাবলিক পিছনে পিছনে যাবে। একটা ট্যাক্সি ধরে নিন।"

কৃষ্ণকলির এবার খুব লজ্জা করতে লাগল। সত্যি ভিড় বাড়ছে। ইশ, এভাবে চেঁচামেচি না করলেও হত। প্রিয়ম ক্যামেরা ব্যাগে পুরে ফেলেছে। বলল, "চিন্তা করবেন না। আমি আপনার ছবি মুছে ফেলব। তবে দৃশ্যটা মাথা থেকে মুছব না। পরে কাউকে দিয়ে বানিয়ে শটটা নেব।"

ফুটপাথ থেকে নামতে নামতেই একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুলল প্রিয়ম। কৃষ্ণকলি মুখ ফিরিয়ে দেখল, সকলে তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন সার্কাস দেখছে। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল কৃষ্ণকলির। সে কি ছুটে পালাবে?

অচেনা যুবক ট্যাক্সির সামনের সিটে বসে ডাকল, "চট করে উঠে আসুন।"

কৃষ্ণকলির কী যে হল, সে প্রায় ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

পরে প্রিয়ম তাকে জিজ্ঞেস করেছে, "আমি যদি সেদিন তোমাকে কলেজে না নামিয়ে কিডন্যাপ করতাম?"

কৃষ্ণকলি প্রিয়মের বুকে চিবুক রেখে বলল, "সে তো করেইছ।"

প্রিয়ম কৃষ্ণকলির মাথায় চুল এলোমেলো করতে করতে বলল, "একটা অচেনা লোক ডাকল, আর তুমি ফট করে তার সঙ্গে চলে গেলে?"

BanglaBook.org

প্রিয়মের নাকে নিজের নাক ঘষে কৃষ্ণকলি বলল, "চেনা-অচেনা বিষয়টা টাইম ডিপেনডেন্ট। সেই মোমেন্টে তোমাকেই সবচেয়ে চেনা লাগছিল।"

প্রিয়ম বলল, "ভুল একটা কাজ করেছিলে।"

"তখন মোটেও ভুল করিনি, এখন করছি।"

প্রিয়ম হেসে বলল, "আমি তোমাকে একটা কিছু যদি করে বসতাম? ধরো, কোথাও নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান-টজ্ঞান করে...যেমন সিনেমায় ভিলেনরা করে..."

প্রিয়ম হেলান দিয়ে বসেছিল ডিভানে। কৃষ্ণকলি তাকে জড়িয়ে বুকে চিবুক রেখে কথা বলছিল। টুকটাক আদর করছিল আর আদর খাচ্ছিল। প্রিয়মের কথা শুনে সোজা হয়ে বসল। জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, "ভিলেন হওয়ার দরকার কী? হিরো হয়েই এবার একটা কিছু করো না।"

প্রিয়ম ধড়ফড় করে উঠে বসে বলল, "অ্যাই কী করছ? অ্যাই কলি, মাথা খারাপ হল নাকি? অ্যাই..."

জামা খুলে ছুড়ে ফেলার পর ঝলমল করে উঠল তার শরীর। কালো ব্রা-এ তার গায়ের ফরসা রং যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। সে হেসে বলল, "দেখি, হিরোবাবুর কত সাহস।"

নার্ভাস প্রিয়ম ডিভান থেকে নামার আগেই কৃষ্ণকলি তার উপর একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ে। দ্রুত হাতে প্রিয়মের টি-শার্ট খুলতে থাকে। সেই ছিল তাদের প্রথম শরীরের ভালবাসার দিন। ট্যাক্সিতে আলাপের মাত্র ছ'মাস পরেই। ততক্ষণে অবশ্য প্রিয়মের সিনেমা পাগলামির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছে কৃষ্ণকলি। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পাঠ শেষ করে একটা ছোটখাটো বিজ্ঞাপন অফিসে কাজ করে প্রিয়ম। কিন্তু ধ্যানজ্ঞান-স্বপ্ন সিনেমা। বাবা-মা মালদায়। ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে একা থাকে। বাড়ি বলতে একটাই ঘর। এলোমেলো, অগোছালো। বই, ম্যাগাজিন, সিডিতে ভর্তি। একপাশে লেখার টেবিল, আর-এক পাশে শোওয়ার ডিভান। ডিভানে জামাকাপড়, টেবিলে স্ক্রিপ্টের বান্ডিল, বাসি কফি মগ, মাটির ভাঁড়ের অ্যাশট্রে। দেয়ালে চার্লি চ্যাপলিনের গালে পেন দিয়ে আঁকিবুকি করে দাড়িগোঁফ আঁকা। প্রথম দিন এই ঘরে পা দিয়ে আঁতকে উঠেছিল কৃষ্ণকলি।

"ইশ, ঘরের কী অবস্থা!"

প্রিয়ম হেসে বলেছিল, "ডিরেক্টরস রুম এরকমই হয়।"

BanglaBook.org

"তা বলে ঘরে ঝাঁট পড়বে না?"

প্রিয়ম বলল, "পড়বে না কেন? অবশ্যই পড়বে। একজন মাসি নিয়মিত কাজ করতে আসে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই আমার সময়ের সঙ্গে তার সময় ট্যালি করে না। ফলে ঝাড়পোঁছে গ্যাপ পড়ে যায়। প্লিজ, বোসো কৃষ্ণকলি।"

কৃষ্ণকলি চারপাশে তাকায়। বসবে কোথায়? ঘরে একটা চেয়ার এবং একটাই সুদৃশ্য মোড়া। চেয়ারে তোয়ালে, পায়জামা, প্রিয়মের অন্তর্বাস পড়ে আছে। মোড়ার উপর জুতোর বাক্স আর পুরনো খবরের কাগজ। প্রিয়ম তাড়াতাড়ি চেয়ার খালি করল। কৃষ্ণকলি বসতে বসতে হেসে ফেলল।

প্রিয়ম অবাক হয়ে বলল, "হাসছ কেন?"

কৃষ্ণকলি হেসে বলল, "পরিচালকের ঘর দেখছি। আগে তো কোনওদিন দেখিনি।"

প্রিয়ম জাপানি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, "ধন্যবাদ। তবে ঘর দেখার জন্য আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ করা হয়নি, করা হয়েছে, প্রিয়ম মালাকারের তৈরি একটি তথ্যচিত্র দেখার জন্য। যে তথ্যচিত্রটি কোথাও বিক্রি করা বা দেখানোর সুযোগ না পাওয়া গেলেও আন্তর্জাতিক মানের। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, পৃথিবী প্রতিভাকে সব সময়ই পরে চিনতে পারে। আপনি দয়া করে আরাম করে বসুন। আমি ল্যাপটপে ছবিটা চালিয়ে দিই।"

কৃষ্ণকলি বলে, "তার আগে ঘরের মালিককে কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন।"

কৃষ্ণকলি দেওয়ালে আঙুল দেখিয়ে বলে, "চ্যাপলিনের মুখে দাড়িগোঁফ আঁকা হয়েছে কেন?"

প্রিয়ম হেসে বলেছিল, "মুখটা মহান চ্যাপলিনের, কিন্তু দাড়িগোঁফটা আঁকা এই অধমের। স্বপ্নের মানুষের সঙ্গে নিজেকে অ্যাসোসিয়েট করে চোখের সামনে রেখে দিয়েছি।"

কৃষ্ণকলি ভুরু কুঁচকে বলল, "বাঃ, ইন্টিরিয়র ডিজাইনে এটা বেশ নতুন একটা ভাবনা তো!"

"রসিকতার ভাবনা।"

BanglaBook.org

কৃষ্ণকলি বলল, "সেই জন্যই ইন্টারেস্টিং। আমি যখন প্রফেশনালি ইন্টিরিয়রের কাজ করব, এই ভাবনাটা ধার নেব।"

প্রিয়ম অবাক হয়ে বলল, "ইন্টিরিয়র! আমি তো জানি তুমি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছ।"

কৃষ্ণকলি একটা অবজ্ঞার ভান করে বলল, "ও তো বাড়িতে জোর করেছে বলে। পড়া শেষ হলেই আমি নিজের সাবজেক্টে ঢুকে পড়ব। তোমার যেমন সিনেমা, আমার ঘরসজ্জা। ঠিক করেছি তোমার ঘর দিয়েই কাজ শুরু করব।"

কথা শেষ করে একচোট হাসল কৃষ্ণকলি। প্রিয়ম বলল, "তাই বলো। ঠাট্টা করছ। আমি তো টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম।"

কৃষ্ণকলি বলল, "হ্যাঁ, ঠাট্টাই। নাও, তোমার বিশ্বকাঁপানো ডকুমেন্টারিটা এবার দেখাও।"

ইন্টিরিয়রের ব্যাপারটা মোটেও ঠাট্টা নয়। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর কিছুদিনের জন্য এই ভূত কৃষ্ণকলির মাথায় চেপেছিল। পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করার পর মাথায় পোকা নড়ল। ঘোষণা করল, চেনাজানা সাবজেক্ট নয়, ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং নিয়ে সে আগামী দিনে পড়াশোনা করবে। কোথায় পড়বে, তার জন্য খোঁজখবরও শুরু করল। মেয়ের সিদ্ধান্ত শুনে অঞ্জলি আর্তনাদ করে ওঠে।

"তুই লোকের ঘর সাজাবি!"

মেয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যাঁ মা, সাজাব। নিজের ঘর সাজাতে পারলে অন্য লোকের ঘর সাজাতে অসুবিধে কী? বরং ভালই তো। নিজের ঘর সাজিয়ে টাকাপয়সা পাই না, অন্যেরটা সাজিয়ে দিলে দুটো পয়সা হবে।"

অঞ্জলি বলল, "তুই কি ঠাট্টা করছিস, কলি?"

কৃষ্ণকলি অবাক গলায় বলল, "এটা ঠাট্টার বিষয় বলে তোমার মনে হচ্ছে? মনে হলে, বিরাট ভুল করবে, মা। বিষয়টা খুবই কঠিন। একটু এদিক-ওদিক হলে সব নষ্ট হয়ে যায়। তখন পা ছড়িয়ে কাঁদা ছাড়া পথ থাকে না। ধরো, অনেক মাথা খাটিয়ে ঘরের একটা দেওয়ালে তুমি গ্রিনের ডার্ক শেড লাগালে, দেখা গেল, এতে ঘরটা ছোট আর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কী সর্বনাশ! এটাকে তুমি ঠাট্টা বলবে?"

BanglaBook.org

অঞ্জলি থমথমে গলায় বলে, "চুপ কর। তোর কথা শুনে আমার শরীর খারাপ লাগছে। বুক ধড়ফড় করছে।"

কৃষ্ণকলি হাসি গোপন করে বলল, "কেন?"

"লেখাপড়া শেখা মেয়ে রংমিস্ত্রি হওয়ার ডিসিশন নেবে শুনলে যে-কোনও মায়েরই বুক ধড়ফড় করবে, মাথা ঘুরবে।"

কৃষ্ণকলি আর পারল না। হেসে ফেলল। বলল, "শুধু রং করব না। দেওয়ালে ছবি টাঙাব, কাঠের মেঝে বানাব, সিলিং-এ আলোর শেড লাগাব। ফার্নিচারের দায়িত্বও আমার। সেদিক থেকে রংমিস্ত্রির সঙ্গে কাঠমিস্ত্রিও হব। মেয়ে কাঠমিস্ত্রি।"

অঞ্জলি কঠিন গলায় বলল, "তা হলে হায়ার সেকেন্ডারিতে অঙ্কে দুশোর মধ্যে একশো পঁচাশি নম্বর পাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?"

কৃষ্ণকলি এগিয়ে এসে মায়ের কাঁধে হাত রাখল। হাসল। তার হাসি সুন্দর। হাসলে মনে হয়, এই মেয়ের জীবনে কোনও সমস্যা নেই, সবটাই আনন্দ। শুধু হাসি সুন্দর নয়, কৃষ্ণকলিকে দেখতেও সুন্দর। গায়ের রং ফরসা। চোখমুখ উজ্জ্বল। তার উপর কখনওই বাড়াবাড়ি ধরনের সাজগোজ না করায় এক ধরনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে।

"অঙ্কে বেশি নম্বর পাওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন। যে-কোনও সাজগোজেই হিসেব লাগে। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে অঙ্কের পাঞ্চ। সেই কারণেই বিষয়টা আমার কাছে এত ইন্টারেস্টিং। অঙ্ক ঠিক মতো জানা থাকলে নানা ধরনের ইলিউশন তৈরি করা যায়। ইন ফ্যাক্ট সাজগোজ এক ধরনের ইলিউশন। এই যে তুমি বেরোবার সময় মুখে খপ করে খানিকটা পাউডার বুলিয়ে নাও, সেটা কেন? লোকে যাতে তোমাকে ফরসা ভেবে বিভ্রান্ত হয়। ঘরের বেলাতেও তাই। সাজিয়ে-গুছিয়ে আসল চেহারার বদলে নকল চেহারা দেওয়া হয়। খারাপ ঘর সুন্দর হয়, সুন্দর ঘর আরও সুন্দর। ছোট ঘরকে বড়, অন্ধকার ঘরকে আলো ঝলমলে করার চেষ্টা। অঙ্ক না জানলে কী করে এত কাণ্ড হবে?"

অঞ্জলি কাঁধ থেকে মেয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, "অনেক হয়েছে, এবার বাজে কথা বন্ধ কর। আমি সহ্য করতে পারছি না।"

কৃষ্ণকলি মায়ের কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, "ইন্টিরিয়র এখন ইনথিং। বাড়ি, অফিস, মল, নার্সিংহোম, সব এখন প্রফেশনালরা সাজিয়ে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

এক-একজন ডিজাইনারের রোজগার শুনলে তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে। আমিও একসময়ে তোমার চোখ কপালে তুলে দেব।”

অঞ্জলি ঝাঁজের সঙ্গে বলল, “আমার চোখ কপালে তোলার কোনও দরকার নেই। তুমি যদি এই ধরনের পাগলামি করো, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।”

শেষপর্যন্ত নির্মলবাবু হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি মেয়েকে বোঝালেন, গোড়ায় একটা পর্যায় পর্যন্ত মেন স্ট্রিমে পড়াশোনা করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের। তারপর নিজের পছন্দের লাইন বেছে নিতে সমস্যা নেই। ক'টা বছরের তো ব্যাপার। কৃষ্ণকলি বাবার কথা মেনে নিয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে তার শখ ফিকে হয়ে গিয়েছে। ঘরের বদলে সে নিজের কেরিয়ার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এর জন্য কোনও বিভ্রান্তি, কোনও হিসেবনিকেশ লাগেনি। মেধা, পরিশ্রম, পড়াশোনায় গভীর আগ্রহ কৃষ্ণকলিকে সেদিকেই ঠেলে দিয়েছে। নিজে একসময় ভাল ছবি আঁকত। কাঠ, মাটি, লোহা দিয়ে ছোটখাটো স্কাল্পচারও বানিয়েছে। সবটাই নিজে নিজে শেখা। লেখাপড়ার চাপে সেসবে হাত দেওয়া হয় না বহুদিন। মাঝে মাঝে মন কেমন করে। স্বপ্ন নষ্ট হওয়ার মনকেমন। হয়তো সেই কারণেই প্রিয়মের সিনেমা নিয়ে পাগলামিকে এত ভালবাসে। স্বপ্ন সত্যি করার জন্য ছেলেটা লড়াই করে যাচ্ছে।

আজ সেই লড়াই একটা জয়ের চেহারা পেতে চলেছে। তারা সঞ্জীব নায়েক নামে একজন ভদ্রলোকের কাছে চলেছে। দেশে-বিদেশে ভদ্রলোকের নানা ধরনের ব্যাবসা। এখানে খুব বড় প্রপার্টি ডিলার হিসেবে তাঁর গ্রুপ কাজ করে। গ্রুপের নাম সিলভার গ্রুপ। বছর তিনেক আগে একটা বাংলা সিনেমার পিছনে টাকা ঢেলেছিলেন। নামকরা পরিচালকের সেই ছবি এক সপ্তাহও চলেনি। ভদ্রলোকের আবার সিনেমায় টাকা খরচ করার ইচ্ছে জেগেছে। তবে এবার পুরনো কেউ নয়, নতুন কাউকে পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন বলে ঠিক করেছেন। খবর পেয়ে অনেক কষ্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করল প্রিয়ম। হাল্কা চেনাজানাও বের করল। তার দুটো ডকুমেন্টারি এডিট করেছে বাবলু। বাবলুর সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় ছিল। অবাঙালি হলেও ঝরঝরে বাংলা বলেন সঞ্জীব নায়েক। কথা বলার আদবকায়দাও সুন্দর। আচরণে টাকার ঝাঁজ নেই। প্রিয়মকে বললেন, “কী ব্যাপার বলুন

BanglaBook.org

তো! আমি যে ছবি প্রোডিউস করতে চাইছি সেই খবরটা এতটা ছড়াল কী করে? ইতিমধ্যে শ'তিনেক অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে গিয়েছে। কয়েকজন ভেটেরান ডিরেক্টরও নাকি ছদ্মনামে অ্যাপ্লিকেশন করে গিয়েছেন। ঠিক আছে, আপনারটাও দিয়ে যান। সঙ্গে বাজেট প্রোপোজ়াল এনেছেন তো?"

প্রিয়ম কোনও আশা না করেই স্ক্রিপ্ট, বাজেট, তার ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম আর টেলিফিল্মের সিডি রেখে চলে এসেছিল। মাস তিনেক পরে এক সন্ধেবেলা গলির মোড়ের চায়ের দোকানে বসে চা খাওয়ার সময় সঞ্জীব নায়েকের অফিস থেকে ফোন এল। আজই আসতে হবে। প্রিয়ম ছুটল। তবে বসে থাকতে হল অনেক রাত পর্যন্ত। সঞ্জীব নায়েক কোথায় কাজে আটকে গিয়েছেন। সেক্রেটারিকে ফোন করে বলে দিলেন, প্রিয়ম মালাকার যেন চলে না যায়। জরুরি কথা আছে। রাত দশটার সামান্য আগে এসে দুঃখপ্রকাশ করলেন। বললেন, "কাল সকালেই বাইরে চলে যাচ্ছি। ফিরব নেক্সট মান্থে। বাধ্য হয়ে আজই আপনাকে ডেকে পাঠালাম। আপনাকে দিয়েই কাজ করাব। গল্প ভাল, বাজেটও ঠিক আছে।"

প্রিয়ম নিজের কানকেই বিশ্বাস করছিল না। তার ছবি হবে। সত্যি! ঢোঁক গিলে বলল, "এক গ্লাস জল হবে?"

সঞ্জীব নায়েক ইন্টারকমে জল আর কফি আনতে বললেন। তারপর প্রিয়মের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "বুঝতে পারছি, আপনি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেরই একটা বিগিনিং থাকে। খুব আনন্দের কথা আপনার শুরুতে আমিও থাকলাম। আমি যাদের উপর ট্রাস্ট করেছি, তারা আপনার স্ক্রিপ্ট পড়ে খুশি।"

প্রিয়ম কী বলবে, কী করবে বুঝতে পারছিল না। একনিশ্বাসে গ্লাসের জল শেষ করে বলল, "থ্যাংক ইউ, স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।"

"খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দেব। বাইরে থেকে ফিরেই আপনার সঙ্গে কনট্র্যাক্ট সাইন করে নেব। আপনি কাস্টিং নিয়ে ভাবতে শুরু করুন।"

প্রিয়ম বলল, "কাস্টিং-এর ব্যাপারে আপনার কি কোনও চয়েস আছে?"

প্রিয়ম এতকাল জেনে এসেছে, নায়ক-নায়িকার ব্যাপারে নতুন পরিচালকদের ওপর প্রোডিউসাররা ছড়ি ঘোরায়। তারাই ঠিক করে দেয় কে অভিনয় করবে। সঞ্জীব নায়েক চমকে দিলেন।

BanglaBook.org

"না না, আমি ওসবের মধ্যে নেই। আপনার কাজ আপনি করবেন। আমি কোনওরকম নাক গলাব না। শুধু দেখবেন বাজেট একসিড না করে। কনট্র্যাক্ট সাইন হলে বাজেট নিয়ে বসব।"

প্রিয়মের ইচ্ছে হল, টেবিলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মানুষটাকে একটা প্রণাম ঠুকে দেয়।

"গল্পের ক্ল্যাইম্যাক্স আপনার পছন্দ হয়েছে, স্যার?"

"আমাকে স্যার বলবেন না। আমি আপনার বস নই প্রিয়মবাবু। সহকর্মী। আমি পড়িনি, কিন্তু শুনেছি, ক্লাইম্যাক্স ইজ় ফ্যানটাস্টিক। যাক, আজ উঠছি। কাগজপত্র রেডি করে আমার অফিস থেকে আপনাকে জানিয়ে দেবে। তারপর একদিন এসে সই করে যাবেন।"

প্রিয়ম ততক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। সঞ্জীব নায়েকের অফিস থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণকলিকে টেলিফোন করল প্রিয়ম। কৃষ্ণকলি ফোন ধরতেই চিৎকার করে উঠল।

"আমি ছবি বানাচ্ছি কলি...আমি ছবি বানাচ্ছি...কোনও শালা আমাকে আটকাতে পারবে না..."

কৃষ্ণকলি আনন্দ, আবেগে কেঁপে উঠল। বলল, "কনগ্র্যাচুলেশনস। তুমি এখন কোথায়?"

"রাস্তায়। আজ সারারাত রাস্তায় ধেই-ধেই করে নাচব।"

কৃষ্ণকলি হাসতে হাসতে বলল, "ইশ, আমারও তোমার সঙ্গে নাচতে ইচ্ছে করছে।"

প্রিয়ম চিৎকার করে বলল, "নো প্রবলেম। আমি এখনই তোমার কাছে চলে যাচ্ছি...ট্যাক্সি...ট্যাক্সি... অ্যাই ট্যাক্সি..."

কৃষ্ণকলি বলল, "পাগলামি কোরো না। একদম পাগলামি কোরো না। বাড়ি যাও। কাল দেখা হবে।"

রাত বারোটার কিছু আগে ট্যাক্সি নিয়ে শহিদ ভূপতি সেন কলোনিতে পৌঁছল প্রিয়ম। কৃষ্ণকলির বাড়ি চিনতে কোনও সমস্যাই হল না। তার বাবাকে সকলেই চেনে। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে মোবাইলে কৃষ্ণকলিকে ধরল প্রিয়ম।

"দরজা খুলতে হবে না, কলি। তুমি শুধু একবার বারান্দায় এসে দাঁড়াও। আজ তোমাকে একবার না দেখলেই নয়।"

BanglaBook.org

কৃষ্ণকলি কঠিন গলায় বলল, "এটা তোমার সিনেমা নয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি দরজা খুলছি। তুমি ভিতরে আসবে।"

প্রিয়ম বুঝতে পারল বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। সত্যি সিনেমার মতো কাণ্ড করে বসেছে। তা-ও তার সিনেমা নয়, প্যাচপেচে প্রেমের সিনেমার মতো। বলল, "আরে, না না, ওসব করতে যেও না। বাবা-মা আছেন, তুমি ঝামেলায় পড়বে।"

কৃষ্ণকলি একইরকম কঠিন গলায় বলল, "হ্যাঁ, ঝামেলায় পড়ব। খুবই ঝামেলায় পড়ব। একটা কলেজে পড়া মেয়ের বাড়িতে মাঝরাতে অচেনা কোনও ছেলে এলে ঝামেলাই হয়। তবু তুমি ভিতরে আসবে এবং ডিনার করে যাবে।"

কৃষ্ণকলি আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত রাতের পোশাক বদলে নেয়। সদরে তালা পড়ে গিয়েছে। মা শুয়ে আছে। বাবা কাগজপত্র নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসেছেন। দোতলায় নিজের ঘর থেকে নামতে নামতে কৃষ্ণকলির ভয় ভয় করতে লাগল।

বাবা-মাকে কী বলবে? ছেলেটা কে? এত রাতে কেন এসেছে? তবে ভয়ের সঙ্গে দারুণ আনন্দও হচ্ছে। প্রিয়ম এত রাতে তার জন্য ছুটে এসেছে ভাবতে আনন্দ হবে না? এর কাছে বাবা-মায়ের কঠিন মুখ, জেরা খুবই সামান্য ঘটনা। খুশিতে চোখে জল এসে গেল কৃষ্ণকলির।

BanglaBook.org

অফিসের রিসেপশনের মেয়েটি নিস্পৃহ গলায় প্রিয়মকে বলল, "ও, আপনি এসেছেন? স্যার হঠাৎ ইমারজেন্সি কাজে বেরিয়ে গেলেন। তবে আপনার জন্য একটা চিঠি লিখে গিয়েছেন। এই নিন।"

খামটা হাতে নিয়ে প্রিয়ম কৃষ্ণকলির মুখের দিকে তাকাল। প্রিয়ম হড়বড়িয়ে খামটা খুলল। ইংরেজিতে লেখা ছোট চিঠি—

'আপনাকে হয়তো টেলিফোনে জানাতে পারতাম, মেলও করতে পারতাম। কিন্তু সব কথা টেলিফোনে বা মেলে হয় বলে আমি মনে করি না। তাই লিখছি। আমাদের প্রোজেক্ট-টার একটু বদল হয়েছে। ঠিক করেছিলাম, অভিজ্ঞ কোনও ডিরেক্টরকে নেব না, নতুন কাউকে দিয়ে করাব। কিন্তু মার্কেটিং অ্যাডভাইজাররা আপত্তি তুলেছে। তারা বলছে, এত টাকার প্রোজেক্ট একেবারে নতুন কারও হাতে দেওয়াটা ঠিক হবে না। ফলে আমরা

নামকরা কয়েকজনের সঙ্গে কথা শুরু করেছি। শেষপর্যন্ত যিনিই ফাইনাল হোন না কেন, আমরা চাইব আপনার স্টোরি লাইন নিয়েই কাজ হোক। আপনার গল্প চমৎকার। আশা করি পরিকল্পনার এই সামান্য বদলটুকু আপনি মেনে নেবেন এবং অনুমতি দেবেন। শুভেচ্ছাসহ...'

প্রিয়ম চিঠিটা পড়া শেষ করে রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে সহজভাবে বলল, "একটা এনভেলাপ হবে?"

কৃষ্ণকলি থমথমে গলায় বলল, "কী করবে?"

প্রিয়ম বলল, "এই সামান্য বদলের জন্য সঞ্জীব নায়েককে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখব।"

কৃষ্ণকলি প্রিয়মের হাত ধরে নিচু গলায় বলল, "কী হচ্ছে পাগলামি? সত্যি যদি তোমার স্টোরি, স্ক্রিপ্ট নিয়ে বড় কোনও ডিরেক্টর কাজ করেন সেটাই বা কম কীসের?"

প্রিয়ম হেসে বলল, "একেবারেই কম নয়। সেই জন্যই তো ধন্যবাদ জানাব। অনুমতিটাও দিয়ে যাই," তারপর রিসেপশনের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কই, এনভেলপ দিলেন না?"

মেয়েটি তার ডেস্ক থেকে খাম, প্যাড বের করে এগিয়ে দিল। প্রিয়ম হেসে বলল, "প্যাড লাগবে না।"

হাতে ধরে থাকা চিঠিটা যত্ন করে ছিঁড়ল প্রিয়ম। তারপর খামের মধ্যে পুরে মুখ বন্ধ করল। পকেট থেকে পেন বের করে উপরে খসখস করে সঞ্জীব নায়েকের নাম লিখে হতভম্ব মেয়েটির দিকে এগিয়ে বলল, "প্লিজ, এটা দিয়ে দেবেন। বলবেন, উনি আমার পারমিশন চেয়েছিলেন, সেটা দিয়ে গেলাম," তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, "চলো কলি, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

সঞ্জীব নায়েকের অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল দু'জনে। যে রোদ খানিক আগেও ভাল লাগছিল কৃষ্ণকলির, সেই রোদ এখন চোখেমুখে হুল ফোটাচ্ছে। টুকটাক কথা বলে, হেসে, খুনসুটি করে প্রিয়ম স্বাভাবিক হওয়ার ভান করছে। কৃষ্ণকলি পারছে না। তার খুব খারাপ লাগছে। এমনকী, নিজের 'ভাল খবরটা'ও তেতো লাগছে।

আমেরিকার বিখ্যাত ওহায়ো ইউনিভার্সিটি থেকে আজ কলেজে মেল এসেছে। কলেজের কাছ থেকে তারা কৃষ্ণকলি চক্রবর্তীর যাবতীয়

BanglaBook.org

অ্যাকাডেমিক রেকর্ডস চেয়ে পাঠিয়েছে। এর মানে একটাই। উচ্চশিক্ষার জন্য ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকলি যে আবেদন করেছিল সেটা প্রায় চূড়ান্ত হওয়ার পথে। নতুন কোনও গোলমাল না হলে ওরা তাকে স্কলারশিপ দিতে চলেছে। দেওয়ার আগে যাচাই করে নিতে চায়, ক্যান্ডিডেটের পাঠানো ডকুমেন্টগুলো সব ঠিক আছে কি না।

কৃষ্ণকলির খুব রাগ হচ্ছে। ওহায়ো ইউনিভার্সিটি কেন মেলটা আজই পাঠাতে গেল?

৪

নির্মল চক্রবর্তী রুটিন মেনে চলেন।

পার্টি অফিসে পৌঁছোন সকাল দশটায়। সেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা করে সোজা চলে যান মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে। পূর্বদিগন্ত পৌরসভা। নির্মলবাবু সেখানকার চেয়ারম্যান। মিউনিসিপ্যালিটির বয়স খুব বেশি নয়। শহিদ ভূপতি সেন কলোনির মতো সাত-আটটা অঞ্চল এর মধ্যে পড়ছে। মিউনিসিপ্যালিটির কাজও প্রচুর। অনেকে যদিও বলে, খোদ চেয়ারম্যান ভূপতি কলোনির মানুষ বলে এখানেই কাজ বেশি হয়। রাস্তা, আলো, জল, সুয়ারেজ, পার্ক, বাজার দিয়ে ভূপতি কলোনিকে তিনি সুন্দর আর ঝকঝকে করে তুলেছেন। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সাতান্ন বছরের নির্মল চক্রবর্তী কাজের মানুষ। নিজের এলাকায় নজর বেশি থাকলেও, সর্বত্রই তিনি কাজ করেন। এই বয়সেও টইটই করে ঘুরে বেড়ান। রোজই কোথাও না-কোথাও সাইট ভিজিটে যাচ্ছেন। কাজে গোলমাল, দেরি দেখলে রাগারাগি করছেন। মিউনিসিপ্যালিটির স্টাফ এবং পার্টির লোকজন অনেকেই তাঁকে থামানোর চেষ্টা করেছে।

"এত ছোটাছুটি করবেন না। শরীরের উপর চাপ পড়ছে। কাজ নিজের মতোই হবে। তারপরও যদি নজরদারির দরকার হয় লোক পাঠাবেন। অফিসের লোক পছন্দ না হলে দলের লোক পাঠাবেন।"

"ঠিকই বলেছ," বলে নির্মলবাবু মাথা নাড়েন, অথচ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ফের। এমনকী, কোন কাজ দেখতে যাচ্ছেন সেটা আগে জানানও না।

BanglaBook.org

দলের মধ্যে যারা বিরোধী পক্ষ তারা আড়ালে বলে, "হারুন অল রশিদ এসেছে। মাঝরাতে প্রজাদের ভালমন্দ দেখতে বেরিয়েছে। দু'পয়সার ফুটো চেয়ারম্যানের রাজা-বাদশার মতো কায়দা।"

অপোনেন্ট পার্টির লোকরা নির্মলবাবুর এই নজরদারিতে অস্বস্তিতে থাকে। তারা বুঝতে পারে, এতে মানুষটার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অপোনেন্ট পার্টির পক্ষে এটা অবশ্যই চিন্তার।

নির্মলবাবু মাঝখানে বাড়ি ফেরেন লাঞ্চ সারতে। আগে আসতেন না। গতবছর শরীর খারাপের পর থেকে আসছেন। ডাক্তারের পরামর্শ, দিনের মেন ফুডটা অন্তত বাড়িতে খেতে হবে। সুযোগ সব দিন হয় না। কাজে আটকে গেলে বাড়ি থেকে খাবার আনিয়ে নেন। মিউনিসিপ্যালিটি ভূপতি কলোনি থেকে গাড়িতে মিনিট পঁচিশেকের পথ। সমস্যা হয় না। তবে কলকাতায় যাওয়ার থাকলে সব বাদ। গাড়িতে যেতে যেতেই টিফিন সারতে হয়। বিকেলে সভা বা দলের অন্য প্রোগ্রাম সেরে তবে পার্টি অফিসে ঢোকেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশি রাত। বাড়ি থেকে পার্টি অফিস হাঁটাপথে বেশিক্ষণের নয়। একটা সময় পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন নির্মলবাবু। চেয়ারম্যান হওয়ার কিছুদিন পর থেকে গাড়ি নিচ্ছেন। হাঁটার পরিশ্রম বাঁচাতে নিচ্ছেন এমন নয়। জনগণের হাত থেকে রেহাই পেতে নিচ্ছেন। দেখা হলেই কিছু না কিছু চাই। বাড়ির সামনে জমা জঞ্জালের নালিশ থেকে শুরু করে ছেলের চাকরির জন্য বায়না। দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরে এত আবদার শুনতে ইচ্ছে করে না। আবার না শুনে যে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন সে উপায় নেই। তিনি তো আর শুধু মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা নন, ভূপতি কলোনির পার্টিনেতাও বটে। বাধ্য হয়ে হাঁটা বন্ধ করেছেন। গাড়িতে উঠে কাচ তুলে দেন।

আজ রুটিন ভেঙে এক ঘণ্টা আগে পার্টি অফিসে এসেছেন নির্মলবাবু।

লিডারকে দেখে থতমত খেয়ে গেল মধু। তার এখনও সকালের রেশ কাটেনি। মূল অফিসের দরজা খুলেছে মাত্র। গামছা পরে খালি গায়ে এ-ঘর ও-ঘর করছে। স্নানে যাবে। তার মুখে নিমডাল। দাঁত ভাল রাখার জন্য মধু আধঘণ্টা মুখে নিমডাল নিয়ে ঘোরে। তার পরেও ছ'মাস অন্তর তার দাঁতে প্রবল ব্যথা। সকলেই অবাক হয়ে বলে, "কী রে মধু, তোর নিমডাল ফেল করল!"

BanglaBook.org

মধু কোঁকাতে কোঁকাতে বলে, "ডালে দোষ ছিল।"

মুখের নিমডাল বের করে মধু বলল, "দাদা, আপনি! এই সকালে!"

নির্মলবাবু গম্ভীর মানুষ। একসময় কলেজে পড়াতেন। বললেন, "কেন? সকালে এলে সমস্যা আছে?"

মধু গামছার গিঁট টাইট করতে করতে বলল, "না না, সমস্যা কী? সমস্যা কী? কাল যদি একটু বলে রাখতেন..."

নির্মলবাবুর ঘর দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "বলে রাখলে কী করতে? গামছা পরে ঘুরতে না?"

মধু সিঁড়ি দিয়ে পিছন পিছন উঠতে উঠতে কাঁচুমাচু মুখে বলল, "স্নানে যাব, তাই... চাবিটা দিন দাদা, দরজা খুলে দিই।"

পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবি বের করে এগিয়ে দিলেন নির্মল। বললেন, "স্নানে যাবে বলে পার্টি অফিসে গামছা পরে ঘুরতে হবে?"

পার্টি অফিসে অনেক ঘরেই আলাদা করে তালা পড়ে। চাবি থাকে মধুর কাছে। একমাত্র নির্মলবাবুই নিজের ঘরের চাবি নিয়ে চলে যান। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তাও প্রথম থেকে নয়। মাস ছয়েক পর থেকে। তখন অবশ্য পার্টি অফিসে মধু থাকত না। রতন নামে এক গার্ড রাখা ছিল। সব ঘরের চাবি থাকত তার জিম্মায়। পার্টি অফিস নতুন করে তৈরি হল। একতলা ঘর ভেঙে, দোতলা বাড়ি হল। চারপাশে উঁচু দেয়াল, লোহার গেট। দেওয়ালে কাচের টুকরো সাজানো, যাতে কেউ টপকাতে না পারে। গেটের পাশে সিকিওরিটির ঘর। সামনে গাড়ি রাখার জায়গা। রাতে সব দরজায় তালা দিয়ে রতন থাকত সিকিওরিটির ঘরে। একদিন সকালে নির্মলবাবুর ঘর খোলার পর দেখা গেল, ঘর লন্ডভন্ড। কাগজপত্র টেবিল থেকে নীচে পড়ে আছে। ড্রয়ার খোলা। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার, মিউনিসিপ্যালিটির দুটো ফাইল উধাও! সেখানে কনট্রাক্টরদের নামের তালিকা ছিল। সেই তালিকা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে ফাইল পার্টি অফিসে নিয়ে এসেছিলেন নির্মলবাবু।

রতনকে জিজ্ঞেস করতে সে কেঁদে ফেলল। ঠাকুর-দেবতা, নেতা-নেত্রীর দিব্যি কেটে বলল, সে কিছুই জানে না। চাবি যেমন তার ঘরের দেরাজের মধ্যে থাকে, তেমনই ছিল। নির্মলবাবুরা সতর্ক হলেন। হইচই করলে গোলমাল হবে। পার্টি অফিসে চুরি কোনও সহজ কথা নয়। সেরকম হলে

BanglaBook.org

খবরের কাগজে ছোটখাটো খবরও বেরিয়ে যাবে। তার উপর টিভিওলারা আছে। আজকাল ওরা যা পায় তাই নিয়ে রসিয়ে খবর করে। কলকাতা পর্যন্ত খবরটা গেলে আরও সর্বনাশ। লিডাররা ডেকে পাঠাবে। সবচেয়ে খারাপ যেটা হবে, তা হল ভূপতি কলোনিতে ঢি ঢি পড়ে যাবে। এ তো আর বাইরের চোর বা অন্য পলিটিক্যাল পার্টির কাণ্ড হতে পারে না। সকলেই বুঝতে পারবে, দলের ভিতরের কেউ করছে। হয় রতন তাকে চাবি দিয়েছে, নয় ডুপ্লিকেট চাবি বানানো হয়েছে। রতনকে বেশি চাপাচাপি করলে মুশকিল। তা হলেও খবর বেরিয়ে যাবে। নির্মলবাবু একেবারে ঘনিষ্ঠ দু'-তিনজনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

"থানায় ডায়েরি করুন।"

"অসম্ভব। থানায় ডায়েরি করাও যা, ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়ানোও তাই।"

"মিউনিসিপ্যালিটিতে অপোনেন্ট পার্টি লাফালাফি শুরু করবে। বলবে, সরকারি ফাইল পার্টি অফিসে গেল কেন?"

"সে তো করবেই। এরকম সুযোগ পেলে আমরা ছাড়তাম?"

"তা হলে কী করা হবে?"

"একটাই পথ। পুরো বিষয়টা গোপন করা।"

"সেটা কী করে হবে? ইতিমধ্যে কিছু তো জানাজানি হয়েছে।"

"যা হয়েছে হোক, আর যেন না হয়। মাথা খাটিয়ে পথ বের করতে হবে।"

পথ বেরল। রাতারাতি ডুপ্লিকেট ফাইল তৈরি হল। নির্মলবাবু ঘোষণা করলেন, কিছুই খোয়া যায়নি। সম্ভবত খোলা জানালা দিয়ে বিড়াল ঢুকেছিল। হনুমানও হতে পারে। তার লাফালাফিতেই কাগজপত্র এলোমেলো হয়েছে। সেই সময় ভূপতি কলোনিতে মাঝে মাঝে দল বেঁধে হনুমান চলে আসত। কিছুদিন এর বাড়ি, তার বাড়ির খাবার চুরি করে, সকলকে উত্ত্যক্ত করে একদিন দুম করে উধাও হত।

মাস খানেকের মধ্যেই রতন কাজ ছেড়ে দিল। ঘটনার পর থেকেই সে এক ধরনের ট্রমার মধ্যে চলে গিয়েছিল। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত। কেউ যেন হুমকি দিচ্ছে। রতনের ভয় সকলের চোখে পড়ল। কেউ ঘাঁটাল না। সে চলে যেতে মধুকে কেয়ারটেকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সে দলের কর্মী।

BanglaBook.org

নির্মলবাবু নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মধুকে বললেন, "যাও, চট করে স্নান করে এসো। এই ভাবে পার্টি অফিসে ঘুরবে না। কেউ যদি হুট করে চলে আসে, কী ভাববে? মিউনিসিপ্যালিটির ভোট আসছে। এবার থেকে অনেক সকালে অফিস খুলে ফেলতে হবে।"

মধু মাথা নেড়ে কোনওরকমে পালাল। নিজের টেবিল গুছিয়ে নিলেন নির্মল চক্রবর্তী। তিনি থাকলে তবেই এই ঘরে ঝাড়পোঁছ হয়। আজ সকালে আসার কারণ জরুরি মিটিং। জরুরি এবং গোপনীয়। তিনজন আসছে। রাধানাথ মাইতি, পার্থ আর মালবিকা চৌধুরী। এই তিনজনকে বাছাই করার পিছনে কারণ আছে। রাধানাথ মাইতি পার্টির পুরনো লোক। ভূপতি কলোনিতে পার্টির পাল্টা গোষ্ঠীর নেতা। আগে ছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হতে না পেরে রেগে গিয়েছে। পার্টির উপর মহল থেকে নির্মলবাবুকে বলা হয়েছে, "ম্যানেজ করে চলবেন। সকলকে নিয়েই তো দল চালাতে হয়।" নির্মলবাবু সেই চেষ্টাই করেন। ভূপতি কলোনির বিষয়ে জরুরি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় রাধানাথকে ডেকে নেন। পার্থকে ডাকার কারণ অন্য। এই যুবক দলের ইউথ অর্গানাইজেশনটা দেখছে। ছেলেপিলেদের ব্যাপারে কোনও কথা বলতে হলে তাকে জানানো দরকার। মালবিকা চৌধুরী মেয়েদের স্কুলের টিচার। মাস ছ'য়েক হল দলবদল করে এদিকে এসেছে। পার্টির অনেকেরই আপত্তি ছিল। নির্মলবাবু শোনেননি। অপোনেন্ট ভাঙানো মানে কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়, দলের জোর ভাঙা। তবে আজ মালবিকা চৌধুরীকে ডাকার কারণ অন্য। সে থাকবে মিটিংয়ের প্রথম হাফে। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পরের আলোচনা তার জন্য নয়।

রাধানাথবাবু আর পার্থ একসঙ্গে ঢুকল। নির্মলবাবু বললেন, "নেক্সট উইক থেকে পার্টি অফিস সকাল সকাল খুলে যাবে। নেতৃত্ব যদি জানতে পারে ভূপতি কলোনির পার্টি অফিস সকাল দশটার পর চালু হয়, তা হলে আর দল করতে হবে না।"

পার্থ মাথা চুলকে বলল, "বাজারের গায়ের ব্যবসায়ী ইউনিয়নের অফিসটা কিন্তু ভোরে খুলে যায়। ওখানে দেবুদা, অলক, বিল্টু, তপন বসে।"

নির্মলবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, "ইউনিয়ন অফিস যখনই খুলুক, মেন অফিসও খুলতে হবে।"

BanglaBook.org

রাধানাথ মাইতি গলায় উষ্মা নিয়ে বললেন, "আমি তো অনেকদিন ধরেই বলছি। আমার কথা শোনাই হচ্ছে না। ইলেকশন এসে যাচ্ছে। এবার ব্যবস্থা করতে হবে। এলাকায় পার্টি অ্যাক্টিভিটি বলে তো একটা ব্যাপার থাকবে। শুধু ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট করে তো রাজনীতি ডকে তুলে রাখা যাবে না।"

পার্থ বলল, "মানুষ কিন্তু আজকাল আর রাজনীতি চাইছে না। ডেভেলপমেন্ট চাইছে।"

রাধানাথ খানিকটা ঝাঁজিয়ে বললেন, "রাজনীতি ছাড়া ডেভেলপমেন্ট হয় নাকি?"

রাধানাথ মণ্ডলের গলার স্বরই বলে দিল তিনি পার্টির কাজকর্মে বিরক্ত। ইঙ্গিতটা অবশ্য নির্মল চক্রবর্তীর দিকে। নির্মলবাবুর বলতে ইচ্ছে করল, দায়িত্বটা আপনারও। নিজেকে সামলালেন। নিজেকে সামলে রাখাটা আজকের দিনের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, "আজই একটা শিডিউল করে নিন না রাধানাথবাবু, সকালে যাতে অফিস খুলে বসা যায়। পালা করে দু'জন থাকবে। লোকজন এলে কথা বলবে। আর ওদের মাথার উপর আপনি যদি থাকেন সবচেয়ে ভাল। আপনি না হয় খানিকটা দেরি করেই এলেন।"

মাথার উপর থাকার কথাটা ইচ্ছে করেই বলা। এতে রাধানাথ খুশি হতে পারে। রাধানাথবাবু কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেলেন। মালবিকা দরজা ঠেলে ঢুকল। মালবিকাকে রাধানাথ গোষ্ঠী পছন্দ করে না। দেরি হওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করল মালবিকা। তাকে স্কুলে ক্লাস করে আসতে হয়েছে। মিটিং সেরে আবার স্কুলে ফিরে যাবে। মালবিকার বয়স বেশি নয়। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। গতবার অপোনেন্ট দলের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলর হয়েছে।

নির্মলবাবু কথা শুরু করলেন।

"আমরা সকলেই এই শহিদ ভূপতি সেন কলোনি গড়ে ওঠার ইতিহাস জানি। কীভাবে এখানকার বাসিন্দারা লড়াই করেছিলেন, কীভাবে ভূপতি সেনকে সেই লড়াইতে প্রাণ দিতে হয়েছিল, কীভাবে ধীরে ধীরে একটা জলাজঙ্গল ঝকঝকে বসতিতে পরিণত হয়েছে। রাধানাথবাবু নিজে সেই সময় ছিলেন। আমি আর সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করছি না। পার্থ এবং

BanglaBook.org

মালবিকা তোমরাও জানো। আমার ইচ্ছে, আমরা দল থেকে সেই ইতিহাস এলাকার মানুষকে আর-একবার মনে করিয়ে দিই। এখানকার ইতিহাস নিয়ে অনুষ্ঠান, সেমিনার, এগ্‌জিবিশন হবে। সেই সঙ্গে ভূপতি সেনের পরিবারের একজন সদস্য এবার আমাদের দলের হয়ে ইলেকশনে কনটেস্ট করবে। এখানকার মানুষের কাছে বার্তা যাক, এই বসতি গড়ার কাজে যে মানুষটার মস্ত বড় ভূমিকা আছে, আমরা তাঁর পরিবারের সদস্যদের আজও সম্মান করি, মর্যাদা দিই। তোমরা কী বলো?"

মালবিকা বলল, "ভূপতি সেনের বাড়ি তো আমার ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ছে।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "সেই জন্যই তোমাকে আজ ডাকা হয়েছে।"

রাধানাথ মাইতি গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি যতদূর জানি ওই বাড়িতে এখন আর সরাসরি ভূপতি সেনের পরিবারের কেউ থাকে না। সেই ঘটনার পর ওঁর স্ত্রী একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বহরমপুর না জঙ্গিপুর কোথায় চলে গিয়েছিলেন। পরে ভূপতি সেনের এক ভাই পরিবার নিয়ে এখানকার বাড়িতে ওঠেন। তা-ও আবার নিজের ভাই নয়, খুড়তুতো, মাসতুতো ধরনের কেউ। সেই ভদ্রলোকও পাঁচ সাত বছর আগে মারা গিয়েছেন। আপনি পরিবারের সদস্য পাবেন কোথায়?"

মালবিকা কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এখন সেই ভদ্রলোকের ছেলে আর ছেলের বউ বাড়িতে থাকে। বলে কেয়ারটেকার, আসলে দখল নিয়েছে। তার উপর ছেলেটা ভাল নয়।"

নির্মল চক্রবর্তী ভুরু কুঁচকে বললেন, "ভাল নয় বলতে?"

মালবিকা বলল, "শুনেছি নানাধরনের কুকর্ম করে বেড়ায়।"

"এলাকার মানুষ জানে?"

মালবিকা একটু চুপ করে থেকে বলল, "জানে। তবে এখানে চুপচাপই থাকে। যা করার বাইরে করে।"

নির্মলবাবু একটু চিন্তিত হলেন। পার্থ এবার বলল, "ভূপতি সেনের এত দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে নিয়ে আমাদের কোন লাভটা হবে?"

নির্মলবাবু বললেন, "আহা। পরিবারের ডালপালা তো। বড় মানুষের আত্মীয়পরিজন দূরের না কাছের কেউ বিচার করে না। কোনও একটা যোগাযোগ থাকলেই হয়।"

BanglaBook.org

মালবিকার চোখমুখ বলে দিল, চেয়ারম্যানের কথায় সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। রাধানাথ পার্থর দিকে একবার তাকিয়ে নিল। বলল, "আপনি বড়মানুষের আত্মীয় বলছেন নির্মলদা, কিন্তু ওদের নিয়ে এখন কেউ মাথা ঘামায় না। এখানে তো কারও সঙ্গে মেলামেশাই নেই। ইন ফ্যাক্ট ভূপতি সেনের বাড়ি সম্পর্কেই এখন আর কারও কোনও ইন্টারেস্ট নেই। এই জেনারেশনের অনেকে তো ভূপতি সেন কে তাই জানে না। নেহাত এই জায়গাটার নামে উনি আছেন, তাই বলতে হয়।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "যদি প্রচার করে ইন্টারেস্ট তৈরি করা যায়?"

রাধানাথ মাইতি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "অসম্ভব। এসব ক্ষেত্রে প্রচার করে ইন্টারেস্ট তৈরি করা যায় না।"

পার্থ বলল, "এখন কি আর সেটা সম্ভব?"

নির্মলবাবু হাল্কা বিরক্ত গলায় বললেন, "যদি না হয়, হবে না। চেষ্টা করতে অসুবিধে কোথায়? ছেলেটার নাম কী?"

মালবিকা বলল, "কিংশুক।"

নির্মলবাবু গলা নামিয়ে বললেন, "মালবিকা, ছোকরা কী ধরনের কুকর্ম করে বলে খবর রয়েছে?"

মালবিকা সোজা হয়ে বসল। সে ইতস্তত করছে।

পার্থ বলল, "চুরিচামারি?"

মালবিকা ঘাড় চুলকে বলল, "শুনেছি রেড লাইট এরিয়ায় যাতায়াত আছে।"

নির্মলবাবু বললেন, "বাঃ, গুণধর ছেলে। ভূপতি সেনের সুযোগ্য ভাইপো!"

রাধানাথ মাইতি বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন, "শাবাশ!"

নির্মলবাবু হতাশভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "তা হলে তো ভাবতে হবে।"

পার্থ বলল, "লোকটাকে একবার ডেকে কথা বললে কেমন হয়?"

নির্মলবাবু দু'পাশে মাথা নেড়ে বললেন, "না না, সেটাও ঠিক হবে না। জানাজানি হয়ে গেলে মুশকিল। তার চেয়ে বরং মালবিকা পাড়ায় খবর নিক। ওর সম্পর্কে মানুষের ধারণা কী। এমন তো নয়, ভূপতি সেনের ফ্যামিলি ছাড়া আমাদের ভোট হবে না। একটা বাড়তি সুবিধে পাওয়ার জন্য

BanglaBook.org

ভাবছিলাম।" মালবিকার দিকে তাকিয়ে নির্মলবাবু বললেন, "তুমি পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথা বলো। পাল্‌সটা বোঝার চেষ্টা করো।"

মালবিকা মাথা নেড়ে ওঠার জন্য টেবিলে রাখা ব্যাগটা টেনে নেয়। তারপর মুহূর্তখানেক থেমে থেকে বলল, "নির্মলদা, ওই লোককে কি আমার ওয়ার্ড থেকে ভোটে টিকিট দেওয়ার কথা ভাবছেন?"

নির্মলবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, "খেপেছ? ওই লোকের কথা তো আজই প্রথম শুনলাম। সে কে তা-ও ভাল করে জানি না। শুধু জানলাম, ভূপতি সেনের ডাইরেক্ট কোনও আত্মীয় নেই। স্বভাব চরিত্রেও গোলমাল। তার জন্য তোমাকে সরাতে যাব কেন? তোমাকে কোনওভাবে ডিসটার্ব করা হবে না। নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাকে যেকথা আমরা দিয়েছি সেটা অবশ্যই রাখা হবে। ভোটে তুমিই কনটেস্ট করবে। যাও, আর আটকাব না। স্কুলে ক্লাস করতে হবে। আজ এসো।"

মালবিকা বেরিয়ে যাওয়ার পর মধু চা দিয়ে গেল। খবর দিল, চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে ভিজিটর আসতে শুরু করেছে। তারা নীচে শান্তনুর সঙ্গে কথা বলছে। রোজই হয়। শুধু ভূপতি কলোনির লোক নয়, অন্য এলাকা থেকেও মানুষ আসে। শান্তনু আগে তাদের সঙ্গে কথা বলে। দরকার বুঝলে চেয়ারম্যানের কাছে পাঠায়।

নির্মলবাবু মধুকে বললেন, "এখন যেন কাউকে না পাঠায়। ব্যস্ত আছি।"

রাধানাথ মাইতি ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "মালবিকাকে দেখে মনে হল, ভয় পেয়ে গিয়েছে।"

পার্থ বলল, "ভাবছে, ওর সিটটা কেড়ে নেওয়ার প্ল্যান হয়েছে।"

রাধানাথ বললেন, "এসব উড়ে আসা পাখিরা খালি নিজেরটা ভাবে। পার্টির প্রতি কোনও দরদ নেই।"

খোঁচাটা খেয়ে নির্মলবাবু হাল্কাভাবে মালবিকার পক্ষ নিলেন। "ওর ভয় পাওয়াটা আশ্চর্যের নয়। ও যখন আমাদের কাছে আসে তখনই তো বলেছিলাম, তোমার অসুবিধে হবে না। রাধানাথবাবু, আপনি তো ভাল করেই জানেন, পলিটিক্সে উড়ে আসা পাখিদের জন্য অনেক সময় বসার জায়গা করে দিতে হয়। যাক, পার্থ একটা কাজ করবি। তুই নিজে ওই কিংশুক লোকটা সম্পর্কে আলাদা করে খোঁজ নিবি। আজই নিবি।"

BanglaBook.org

রাধানাথ সোজা হয়ে বসে বললেন, "আচ্ছা, হঠাৎ ওকে ভোটে দাঁড় করানোর জন্য আমরা এত ছটফট করছি কেন?"

নির্মলবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "ছটফট করছি না। আমার কাছে খবর এসেছে, অপোজ়িশন এই ধরনের একটা ভাবনাচিন্তা করছে। ক'দিন আগে ওরা মিটিং করেছে। সেখানে ওদের সেক্রেটারি প্রস্তাব দেয়। পুরো প্রস্তাবটা আমি জানি না, তবে শুনেছি, ভোটের সময় এলাকার পুরনো সেন্টিমেন্ট কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছে। তারপরই ভূপতি সেনের কথাটা আমার মাথায় এল। আমি জানতাম না ভূপতি সেনের ফ্যামিলির কেউ আর এখানে থাকে না। কখনও তো খোঁজখবরও করা হয়নি। আজ শুনলাম। যাক, আর-একটু দেখে নিই। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে কতক্ষণ?" কথা বলতে বলতে নির্মলবাবু খেয়াল করলেন পার্থ উশখুশ করছে। তিনি বললেন, "পার্থ, মনে হয় কিছু বলতে চাইছিস?"

পার্থ বলল, "না থাক।"

"থাকবে কেন? বল না। কথা শোনার জন্যই তো তোদের ডেকেছি। আমার ভাবনাচিন্তায় কোনও ভুল থাকতে পারে।"

পার্থ বলল, "দাদা, মালবিকাদি একটা কথা ঠিক বলেছে। ভূপতি সেন সম্পর্কে এখন আর মানুষের কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

রাধানাথ মাইতি বললেন, "শুধু মালবিকা কেন! আমিও তো কথাটা বলছি। সেদিন ভূপতি সেন অ্যাক্সিডেন্টালি মারা যান। আমি নিজেও স্পটে ছিলাম। উনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন। বড় রাস্তা থেকে খানিকটা নেমেও যান, যাতে ঘুরপথে চলে যাওয়া যায়। কয়েকজন তাঁকে ডাকাডাকিও করে। উনি শোনেননি। টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই দৌড়তে থাকেন। তখনই পুলিশের গুলি লাগে। ভদ্রলোক পালাতে গিয়ে গুলি খেলেন, আর আমরা সকলে মিলে তাঁকে শহিদ বানিয়ে দিলাম।"

নির্মলবাবু বললেন, "ঘটনাটা তাই। কিন্তু সেই সময় অন্য কোনও পথ ছিল না। যারা তখন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁরা ইশ্যুটাকে ধরে নেন। ভূপতি সেনের মৃত্যু মুভমেন্টটাকে এক ধাক্কায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কলকাতার খবরের কাগজগুলো লিখে দিল, আন্দোলন করতে গিয়ে গুলিতে নিহত। কে তখন বলবে আন্দোলন নয়, ভূপতি সেন মারা

BanglaBook.org

গিয়েছিলেন পালাতে গিয়ে? কেনই বা বলবে? এটা তো সত্যি, ভূপতি সেনের ইনসিডেন্টটা সেদিন না হলে এখানকার জমির লিগাল রাইটস আমরা পেতাম কি না সন্দেহ। চিরকাল জবরদখলকারী হিসেবেই থাকতে হত। এটাকে অস্বীকার করা যায় না।"

রাধানাথ বললেন, "আমি তো অস্বীকার করছি না। দরজা বন্ধ ঘরে বসে সত্যিটা বলছি।"

পার্থ বলল, "এই সত্যিটা এখন আর কেউ জানতে চায় না।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "আমাদের অপোনেন্ট যদি ভোটের সময় সেইসব ইতিহাস, সেন্টিমেন্ট খুঁচিয়ে বাড়তি সুবিধে নিতে যায়, আমরা কী করব? হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমাদেরও আগে থেকে প্রস্তুত হতে হবে। এভাবে যদি না হয়, অন্য কোনও পথে ধরতে হবে। যাক, এটা নিয়ে না হয় পরে আরও ভাবা যাবে। এবার নেক্সট এজেন্ডায় আসি।"

নির্মলবাবু ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করলেন। ফাইলের উপর লাল কালিতে লেখা, 'কনফিডেনশিয়াল'।

নির্মলবাবু ফাইলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "খালের পশ্চিমপাড়ের জমি নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে কিছু কমপ্লেন এসেছে। কমপ্লেনের নেচার ভাল নয়। কেউ কেউ ওখানে নাকি জমি কিনে রাখছে। পরে দাম বাড়লে ছেড়ে দেবে।"

ঘটনাটা সত্যি। ভূপতি কলোনির একপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালের উপর ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি যেতে পারবে। এখন খালের পশ্চিমপাড়ে যেতে হয় বেশ খানিকটা ঘুরে। বড় রাস্তা থেকে দূর হয়ে যায়। বাধ্য না হলে লোকে খুব একটা যেতে চায় না। পূর্বদিকের তুলনায় ওদিকটা আজও ব্রাত্য। জমির দাম, বাড়িভাড়া এই পাড়ের তুলনায় বেশ কম। বহু বছর ধরেই ভূপতি কলোনির মানুষ এই ব্রিজ তৈরির দাবি করছে। ব্রিজটা ভূপতি কলোনিকে অনেকটা বড় করে দেবে। সরকারি কাজে নানা জটিলতা। খাল এক দপ্তরের, ব্রিজের অনুমতি দেবে মিউনিসিপ্যালিটি, দু'পাশের জমির এক্তিয়ার আবার অন্যের হাতে। এক দপ্তর রাজি হয় তো অন্য দপ্তর বেঁকে বসে। একবার টেন্ডার হয়েও মামলায় আটকে গেল। খালের পাশে কিছু জমি নাকি কোনও প্রাইভেট পার্টির হাতে। তারা দিল মামলা ঠুকে। আরও একবার সব এগিয়েও কাজ আটকাল টাকার অভাবে। সব মিলিয়ে জট ছাড়াতে বহু

BanglaBook.org

বছর কেটে গেল। ছোট, বড়, মেজো, সেজো নানাধরনের ভোটে পলিটিক্যাল পার্টির প্রতিশ্রুতির তালিকায় বারবার ঘুরেফিরে আসে ভূপতি কলোনির ব্রিজ। শেষপর্যন্ত সব ঝামেলা কাটিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। কাজের বরাত পেয়েছে 'কুমার কনস্ট্রাকশন'। এই সূত্রেই দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূপতি কলোনিতে ঘনিষ্ঠভাবে প্রবেশ। এর আগে তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ করেছিলেন, তবে সেগুলো এত বড় মাপের ছিল না। কাজটা পেতে দেবকুমারকে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সকলকে 'সন্তুষ্ট' করতে হয়েছে। তাও ফসকে যাচ্ছিল। এমন সময় খবর এল, ভূপতি কলোনিতে বামাপদ রায় নামে এক ভদ্রলোক আছেন। তাঁর কথা পার্টি পলিটিক্সের লোকজন ফেলতে পারে না। ফেলতে চায়ও না। সব পক্ষেরই নানা ফায়দা। গৌর বলল, "স্যার, এই লোককে একবার ধরুন।"

দেবকুমার বলেছিলেন, "উনি কী করবেন!"

গৌর বলল, "ঠিক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন বলে শুনেছি।"

"দালাল?"

গৌর জিভ কেটে বলেছিল, "না না, স্যার। আমি শুনেছি সকলে খুব রেসপেক্ট করে। নিজে এক পয়সাও নেন না।"

দেবকুমার আরও অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "পয়সা ছাড়া কাজ করে দেবে কেন?"

গৌর চিন্তিত গলায় বলেছিল, "এইটা ঠিক বলতে পারব না। আমার জানা নেই। আপনাকে গিয়ে জানতে হবে।"

দেবকুমার বললেন, "ইন্টারেস্টিং। কাজ হোক না হোক, এই মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

দেবকুমার নিজেই সব জানতে পারলেন। বামাপদ রায় এমন দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন, যারা ব্রিজের ফাইলটা দেখছিল। কাজটা হয়ে গেল। গৌর ঠিকই বলেছিল। বামাপদ নিজের জন্য কিছু নেননি। বললেন, "একটা সংগঠন বানানোর চেষ্টায় আছি। নাম দিয়েছি লড়াই। অনেকটা এনজিও বলতে পারেন। এই অর্গানাইজেশন শহিদ পরিবারের জন্য কাজ করবে। অনেক দিনের স্বপ্ন। যদি পারেন সেখানে কিছু ভিক্ষে দেবেন।"

BanglaBook.org

দেবকুমার অবাক হওয়ার ভান করে বলেছিলেন, "সে কী, স্যার! আপনার নিজের কিছু লাগবে না? সবটাই অগার্নাইজেশনের জন্য! আমি আলাদা করে খানিকটা রেখে যাই?"

বামাপদ মৃদু হেসে বলেছিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার পরিচয় ঠিকমতো জানেন না। নীতি-আদর্শের জন্য আমি জেল খেটেছি। কোনও দিন কারও কাছে নিজের জন্য হাত পাতিনি। সেই কারণে মানুষ আমাকে আজও শ্রদ্ধাভক্তি করে। এই যে আজ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারলাম, সে ওই শ্রদ্ধাভক্তির জোরেই। না হলে আমি কে? মানুষ কেন আমার কথা শুনবে?"

দেবকুমার বললেন, "ছি, ছি। আমি সেরকম কোনও মানে করতে চাইনি, স্যার।"

বামাপদবাবু বললেন, "পার্থ আমাকে অনুরোধ করেছিল, আপনার কথা দু'-একজনকে বলতে। আমি বলেছি। ব্যস। বাকিটা আপনি নিজের চেষ্টায় করেছেন। আপনাকে খরচও করতে হয়েছে। সিস্টেমের বাইরে তো যেতে পারবেন না। আমাদের দেশে সিস্টেম খুব খারাপ। কাজ যোগ্যতায় যতটা না পাওয়া, তার চেয়ে বেশি পাওয়া যায় ঘুষে। বিপ্লব সম্পূর্ণ হলে এমনটা থাকত না। আমরা নিজেদের মূর্খতার কারণে বিপ্লব কমপ্লিট করতে পারিনি। যাক, বিপ্লব তো আর হবে না। ছোট ছোট ভাবে যদি মানুষের উপকার করা যায়।"

দেবকুমার সেদিন উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, "অবশ্যই করা যাবে। আপনার মতো মানুষ থাকলে সব হবে। আমি কি আপনার অগার্নাইজেশনের জন্য কিছু করতে পারি না?"

বামাপদ হেসে বলেছিলেন, "পারেন। তবে এখন নয়। আবার যখন প্রয়োজন হবে বলব। আপনিও প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করবেন।"

দেবকুমার মানুষটার ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর থেকে প্রয়োজন ছাড়াই যোগাযোগ রেখেছেন। 'লড়াই'-এর জন্য মাঝে মাঝেই চাঁদা দিয়ে গিয়েছেন। একটিবারের জন্য জিজ্ঞেস করেননি, ফান্ড তো বাড়ছে, 'লড়াই'য়ের কাজ শুরু হবে কবে?

ব্রিজের কাজ শুরু হতেই ভূপতি কলোনির পশ্চিমপাড়ে জমির দাম বাড়তে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

রাধানাথ মাইতি দু'পাশে হাত ছড়িয়ে বললেন, "এটাই তো স্বাভাবিক। এলাকায় ডেভেলপমেন্টের কাজ হলে জমির দাম বাড়বে। লোকে সেখানে জমি-বাড়ি নিতে উৎসাহী হবে। সেটাই তো হওয়া দরকার। আমার মনে হয়, পুরনো বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট আঁকড়ে ধরার চেয়ে রাজনীতির পাশাপাশি এখনকার উন্নয়নের কাজ বড় করে দেখানো উচিত। তাতে ভোটে লাভ বেশি। নতুন জেনারেশন খুশি হবে। তাদের এখানেও যে হাইরাইজ, শপিং মল, আধুনিক সিনেমা হল আছে, সেটা সকলকে বলতে পারবে।"

নির্মল চক্রবর্তী ভুরু কোঁচকালেন। রাধানাথ যেন একটু বেশি রিঅ্যাক্ট করল। শুধু রিঅ্যাক্ট করল না, সরাসরি বলেও দিল, এলাকার ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করা উচিত। উপর থেকে নির্মল চক্রবর্তীকে ভূপতি কলোনির নেতা হিসেবে বসানো হলেও রাধানাথ মণ্ডলের মতো মানুষদেরও পার্টিতে জোর কম নয়। তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী আছে। সেই গোষ্ঠীর সমর্থন ছাড়া পার্টি করা কঠিন। মিউনিসিপ্যালিটি চালানোও অসম্ভব। পদে-পদে বাধা আসবে। মাস কয়েক আগে একটা রাস্তা করা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। রাধানাথরা পিছন থেকে লোক খেপিয়ে কাজ আটকে দিয়েছিল। রাস্তা অনেকটা ঘুরিয়ে বানাতে হবে। এদিকে সেই বাজেট নেই। ব্যস, কাজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে গোঁ ধরে বসে থাকলেও শেষপর্যন্ত খানিকটা কম্প্রোমাইজে যেতেই হল। তবে সব চুপচাপ মেনে নিতে রাজি নন নির্মল চক্রবর্তী। তিনি নরমে-গরমে কৌশলে চলতে চান। যদিও জানেন, তাঁর কৌশলের উপর তেমন কিছু নির্ভর করছে না। উপরতলার লিডাররা কী ভাবছে, সেটাই আসল। তারা যেমন ঠিক করবে, তেমনটাই হবে। এখন একজন শিক্ষিত, সৎ ভদ্রলোককে চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে। ভূপতি কলোনিতে নির্মল চক্রবর্তীই এখন পার্টির মুখ। মোটামুটি তাঁর কথাই এখন শেষ কথা। যেদিন মনে করবে, এই 'মুখ' আর পার্টির দরকার নেই সেদিন সরিয়ে দেবে। নির্মলবাবু মনে মনে তৈরিই থাকেন। ক্ষমতা চলে গেলে যাবে। কিন্তু তাঁর পক্ষে রাজনীতি ছাড়া কঠিন। কলেজ-জীবন থেকে জড়িয়ে আছেন। পরে অধ্যাপক হয়ে আরও বেশি করে ঢুকে পড়েছিলেন। অনেক মিটিং-মিছিল, অনেক অনশন-অবরোধ পেরিয়ে এখন নেতা, পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এসব তো আর মিথ্যে নয়।

নির্মলবাবু শান্তভাবে বললেন, "এলাকায় ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বলেই যে

BanglaBook.org

জমির দাম বাড়ছে, সেটা আমি জানি। আমি তা নিয়ে বলতে চাইনি। আমার কাছে কমপ্লেন এসেছে, খালের পশ্চিমপাড়ের আদি বাসিন্দাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে, তারা যেন জমি-বাড়ি বেচে দেয়। দালাল নেমে পড়েছে। আমাদের পার্টির ছেলেরাও আছে। আপনারা বিষয়গুলো দেখেন বলেই পরামর্শ করতে চাইছি।"

রাধানাথ বললেন, "আমি একা দেখি না। জমিটমির ঝমেলা মেটানোর জন্য সন্তোষ, মলিনদা, তিমিরবাবুকেও দায়িত্ব দেওয়া আছে।"

নির্মলবাবু ঠান্ডা গলায় বললেন, "এই পার্টটা আপনার।"

রাধানাথ গলা চড়িয়ে বললেন, "এত পার্ট মেনে আমরা কাজ করি নাকি? কার কোন এলাকা চক নিয়ে দাগ দেওয়া আছে? থাকলেই বা কে শোনে?"

পার্থ তাড়াতাড়ি বলল, "ছেলেরা তো অনেকদিন ধরেই জমির, বাড়ির কাজ করছে নির্মলদা। নতুন কিছু তো নয়, অন্যায়ও নয়। বরং আগের আমলে আমাদের ছেলেরা কম কাজ পেত। নাম কা ওয়াস্তে সিন্ডিকেট ছিল। সেই সিন্ডিকেট এখন অনেকটা নিয়মের মধ্যে এসেছে। ওরাও কাজ পাচ্ছে।"

রাধানাথ এবার জোর গলায় বললেন, "আপনি কি ছেলেপিলেদের কাজ বন্ধ করে দিতে বলছেন? কাজ বন্ধ করলে খাবে কী? আমরা কি তাদের চাকরিবাকরি দিতে পারব?"

দু'জনের কাছ থেকে এত তাড়াতাড়ি আপত্তি আসায় নির্মল চক্রবর্তী খানিকটা থমকে গেলেন। পার্থ না হয় এখানকার ছেলেদের হয়ে কথা বলবে, রাধানাথের কী উদ্দেশ্য? তিনি খানিকটা কৈফিয়তের ঢঙে বললেন, "আমি তো কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলিনি। আমাদের পার্টির ছেলেদের নামে জোরজবরদস্তি করার অভিযোগ আসবে কেন? কেউ জমি বাড়ি বিক্রি করতে চাইলে করবে, তাকে চাপ দেওয়াটা অন্যায়।"

রাধানাথ স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বললেন, "প্রমাণ আছে?"

নির্মলবাবু মুচকি হেসে বললেন, "সব কিছুর কি প্রমাণ হয়?"

রাধানাথ বললেন, "এ তো বিরোধীপক্ষ বলে। আপনার গলায় তো ওদের সুর!"

BanglaBook.org

যথেষ্ট অপমানজনক কথা। নির্মলবাবু গায়ে মাখলেন না। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "সেটাই তো ভাল। বিরোধীদের আক্রমণের বিষয়গুলো যদি আমরা আগে থেকে জানতে পারি, তা হলে অ্যালার্ট হওয়া সম্ভব। তাই না?"

রাধানাথ বললেন, "তা বলে বেসলেস অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে? সাতসকালে মিটিংয়ে বসতে হবে?"

নির্মলবাবু হাতের পেনটা 'কনফিডেনশিয়াল' ফাইলের উপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "বেসলেস যে নয়, আপনিও জানেন, আমিও জানি। ঠান্ডা মাথায় বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করুন। এতে আমাদের বদনাম হচ্ছে। ভোটের সময় অপোনেন্ট এইসব অভিযোগ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলে আমাদের জন্য সেটা ভাল হবে না।"

রাধানাথ যেন একটু ব্যাকফুটে গেলেন। বললেন, "এত আমি বলতে পারব না। আমার কাছে খবর নেই। তবে শুনেছি কলকাতার নামকরা কোম্পানিরা এসে ওখানে কাজ করতে চাইছে। ঘরবাড়ি, দোকান-বাজার বানাবে। আপনি যতই বিরক্ত হোন, আমি এটাকে ওয়েলকাম করি।"

নির্মলবাবু বললেন, "আমাদের কাছেও সেরকম খবর এসেছে। সেই কারণেই জমি নেওয়া চলছে।"

এতক্ষণ বড়দের ঝগড়ার মধ্যে গুটিয়ে বসেছিল পার্থ। এবার বলল, "বড় কোম্পানি ভূপতি কলোনিতে এসে বাড়িঘর বানালে সমস্যা কোথায়! ভালই তো।"

রাধানাথ মাইতি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা যেন অসন্তোষের সুরে বললেন, "আমিও তো তাই বুঝি। গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে এদিকটা জমজমাট হয়ে উঠেছে। ফ্ল্যাট, দোকান-বাজার তো কম হয়নি। এবার খালের ওপাশটাও জমে উঠুক। আমার তো মনে হয়, এই ডেভেলপমেন্টের কাজে বাধা না দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির উচিত ওখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে মন দেওয়া। রাস্তা, নিকাশি, জলের আরও ভাল ব্যবস্থা হোক। যে-কোনও ডেভেলপমেন্টের সময় একটু গোলমাল হয়েই থাকে। অত মাথা ঘামালে চলবে না।"

নির্মল চক্রবর্তী বুঝতে পারলেন, বিষয়টা এত সহজ নয়। এরা নানাভাবে জড়িয়ে পড়ছে। কমপ্লেনে পার্থর নাম সরাসরি না থাকলেও রাধানাথ

BanglaBook.org

মাইতির লোকজনের নাম এসেছে। তারা জমি ফাঁকা করার জন্য নেমেছে। রাধানাথ তো বলেই দিচ্ছে, এমন হতেই পারে। অত মাথা ঘামালে চলবে না।

রাধানাথবাবু এবার ঝুঁকে পড়ে বললেন, "দেখুন, সব আমাদের হাতে নেই। ব্রিজ হলে কি আর আপনি পশ্চিমপাড়ের জমির দাম আটকে রাখতে পারবেন? পারবেন না। বাজারের স্বাভাবিক নিয়মেই দাম বাড়বে। আর ডিমান্ডও বাড়বে। সেই চাহিদা মেটাতে ভালমন্দ নানা ধরনের ঘটনা ঘটবে। সব আপনি ঠেকাবেন কী করে? একটাই হয়, আপনি যদি ব্রিজ তৈরির কাজ বন্ধ করে দেন। সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন বাজারকে বাজারের নিয়মেই চলতে দিন। মাথা থেকে এসব ঝেড়ে ফেলুন। আপনার কাছে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে অভিযোগ এসেছে, আপনি বললেন, আমরাও শুনলাম। ব্যস। আপনি তো শুধু চেয়ারম্যান নন, পার্টির নেতাও।"

নির্মল চক্রবর্তী বুঝতে পারলেন, বিষয়টা যে তোলা গিয়েছে তাই অনেক। এর বেশি হবে না। বললেন, "আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।"

রাধানাথ হেসে বললেন, "সব সময় সতর্ক থেকে লাভ হয় না। সেই যে আপনার ঘর থেকে ফাইল চুরি হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় আপনি কি কম সতর্ক ছিলেন? চাবি-তালা সবই ছিল। কী লাভ হল?"

নির্মল চক্রবর্তী ফাইল ঢুকিয়ে ড্রয়ারে চাবি দিতে দিতে বুঝতে পারলেন, রাধানাথ সরাসরি হুমকি দিচ্ছে। সামনে ভোট, এই সময় গোলমাল করার প্ররোচনায় পা দেওয়াটা বোকামি। তার চেয়ে ফাইলটা থাক। ভবিষ্যতে কাজে দেবে। তিনি নিচু গলায় বললেন, "না, লাভ হয় না।"

শশাঙ্ক দরজায় টোকা না দিয়েই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। তিনজনেই চমকে তাকাল।

"একটা গোলমাল হয়েছে। একটু আগে বাজারের কাছে কাকে যেন তাড়া করতে গিয়ে বামাপদ রায় পড়ে গিয়েছেন। চোট পেয়েছেন।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "সে কী! উনি আবার কাকে তাড়া করতে গেলেন?"

BanglaBook.org

আলপনা বাড়িতে ঢুকেই দেখল দিদি বসে আছে, কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে বলল, "কখন এলি?"

কল্পনা বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "খানিকক্ষণ। ইশ, তোকে তো ঝোড়ো কাকের মতো লাগছে!"

আলপনাদের বসার ঘর বলে আগে কিছু ছিল না। হাফ ভাঙা, রংচটা কতগুলো প্লাস্টিকের চেয়ার, একটা নড়বড়ে টেবিল। এক কোনায় তক্তপোশ। কল্পনার বিয়ের সম্বন্ধ দেখা যখন শুরু হয় তখন ক'টা প্লাস্টিকের চেয়ার আর একটা টেবিল নিয়ে আসা হয়েছিল। বিয়ের মাস খানেক পর বাড়ির সামনে একদিন ছোট একটা ম্যাটাডোর ভ্যান এসে দাঁড়াল। সোফাসেট, কাচের সেন্টার টেবিল আর একটা কায়দা মার্কা নিচু সিঙ্গল খাট এল। সঙ্গে প্লাস্টিকে মোড়া গদিও রয়েছে। চিত্তরঞ্জনবাবু বাড়িতে ছিলেন না। আলপনা অফিস যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছিল। দরজা খুলে সে অবাক হয়ে যায়। নিশ্চয় ভুল ঠিকানায় এসেছে। মুশকো চেহারার একটা লোক গামছা দিয়ে গলার ঘাম মুছতে মুছতে কাগজের টুকরো বাড়িয়ে দিল। তাতে এই ঠিকানাই লেখা। কে পাঠাল?

"হাম নেহি জানতা। দুকান সে ভেজা।"

জিনিসগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘরে ঢোকানোর সময়েই আলপনার মোবাইলে দেবকুমারের ফোন আসে।

"সোফা গিয়েছে?"

বিস্মিত আলপনা বলল, "আপনি পাঠিয়েছেন?"

দেবকুমার সহজভাবে বললেন, "না, আমি নই। তোমার দিদি। তোমাদের বসার জায়গাটা ঠিকঠাক করা দরকার।"

আলপনা বলল, "কাল রাতেও তো দিদির সঙ্গে কথা হল, কই কিছু বলল না তো?"

দেবকুমার হেসে বললেন, "জানলে তো বলবে। তুমি এবার বলবে, তখন জানবে।"

আলপনা বলল, "ছি ছি, আপনি এত খরচ করে..."

দেবকুমার বললেন, "আমিও তো যাই। আমারও বসার জায়গা দরকার, সঙ্গে করে তো আর সোফা নিয়ে যেতে পারি না।"

BanglaBook.org

আলপনার খুবই লজ্জা করছিল। সে বলল, "আপনি আর কতদিন আসেন। আমরাই না হয় কিনে নিতাম।"

দেবকুমার বললেন, "অত হেজিটেট করছ কেন? তোমার বোন তার বাবাকে প্রেজেন্ট করতে পারে না? খাটটায় উনি শোবেন। ওসব কথা বাদ দাও। ঠিক করে ঘরটাকে সাজিয়ে ফ্যালো দেখি। কাল-পরশু দেখে আসব।"

কাজল বিরক্ত হলেন। এ কেমন কথা! জামাই শ্বশুরবাড়িতে চেয়ার, টেবিল, খাট পাঠাবে কেন? লোকে কী বলবে?

যদিও চিত্তরঞ্জনবাবু খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি হাত বুলিয়ে জিনিসের কোয়ালিটি বোঝার চেষ্টা করেছেন। স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলেছেন, "জামাই শ্বশুরবাড়িতে চেয়ার-টেবিল পাঠালে সমস্যা কোথায়? শ্বশুর হলে কি মেঝেতে বসতে হয়? তুমি চুপ করো। লোকের কথায় কী এসে যায়? কোনও লোক আমাদের কুটোটা নেড়ে দেখেছে?"

তারপর থেকে ভাঙা তক্তপোশ বারান্দায় সরিয়ে দিয়ে জামাইয়ের পাঠানো খাটে আর নরম গদিতে আরাম করে ঘুমোন চিত্তরঞ্জনবাবু। সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে পা দোলান।

সেই সোফাতেই কল্পনা পা তুলে আয়েস করে বসে আছে। বিয়ের পর থেকে তার চেহারায় একধরনের সুখী-সুখী ভাব এসেছে। দামি শাড়ি, গলায় মোটা সোনার হার, হাতে বালা পরে যখন সে আসে, হাঁটাচলা-কথাবার্তায় একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব জ্বলজ্বল করে ওঠে। মুখে একটা চকচকে ভাবও এসেছে। আগের মতো শুকনো দেখায় না। হাতের থালার দিকে তাকিয়ে আলপনা হেসে বলল, "এসেই রান্নাবান্নায় ঢুকে পড়েছিস?"

কল্পনা বলল, "রান্নাবান্না নয়, চাল বেছে দিচ্ছি।"

আলপনা ঠাট্টা করে বলল, "চাল কীভাবে বাছতে হয়, মনে আছে তোর?"

সত্যি, শ্বশুরবাড়িতে এই কাজ তাকে করতে হয় না। বেছে খাওয়ার মতো চাল সে বাড়িতে আসে না। যদি বা আসত, তাতেও কিছু নয়। দু'জনের সংসারে তিনজন কাজের লোক। তবে ঠাট্টা বুঝতে পারল না সহজ-সরল কল্পনা। বোনের দিকে মুখ তুলে থমথমে গলায় বলল, "এরকম করে বলছিস কেন?"

BanglaBook.org

"কীরকম করে বলছি? এসব কাজ তো আর তোকে করতে হয় না। তাই ভাবলাম, যদি ভুলে গিয়ে থাকিস।"

কল্পনা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "একদম এসব বলবি না আলো। এ বাড়িতে আসাই বন্ধ করে দেব।"

আলপনা হেসে বলল, "না দিদি, তুই এখনও একইরকম বোকাসোকা রয়ে গেলি। ঠাট্টাও বুঝতে পারিস না।"

কল্পনা একটু চুপ করে থাকল। তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এরকম ঠাট্টা আর কখনও করবি না। যাক, এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম। হ্যাঁ রে, সপ্তাহে ক'দিন তোর নাইট ডিউটি?"

আলপনা চমকাল। সাবধান হয়ে বলল, "একদিনই তো। তাও তো কোনও-কোনও সপ্তাহে থাকে না। এই তো গত মাসে একদিনও বেরোইনি।"

কল্পনা বলল, "মা বলছিল, মাঝে মাঝে শনি-রবিবারও থাকিস না!"

আলপনা শুকনো হেসে বলল, "মায়ের কথা ছাড় তো। শনি-রবিবারের জন্য অফিস এক্সট্রা টাকা দেয়।"

কল্পনা খানিকটা অবাক গলায় বলল, "এত কী কাজ?"

আলপনা ভ্রূ কুঁচকে হেসে বলল, "কী কাজ আবার? অফিসের কাজ। আজকাল কত অফিসে রাতে কাজ হয় জানিস?"

কল্পনা একটু চুপ করে থেকে বলল, "এত পরিশ্রম করিস না। চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে। এবার তোকে বিয়ে করতে হবে।"

"আমার বিয়ে!" হো-হো আওয়াজে হেসে ওঠে আলপনা।

কল্পনা অভিমানাহত গলায় বলল, "হাসছিস কেন?"

আলপনা কৌতুকভরা গলায় বলল, "আমাকে কে বিয়ে করবে, দিদি?"

"কেন করবে না? আমায় যদি করতে পারে, তোকে করবে না কেন?"

"তোর পাগলামি দেখে হাসি পাচ্ছে।"

কল্পনা চোখ বড়-বড় করে বলল, "বোনের বিয়ের কথা বলা পাগলামি?"

আলপনা তাড়াতাড়ি হাত তুলে বলল, "ওরে বাবা রে! আবার কেঁদে না ফেলিস! বিয়ের পর থেকে তুই দেখছি বেশি আহ্লাদী টাইপ হয়ে যাচ্ছিস। তুই কি আজ আমার বিয়ের এজেন্ডা নিয়ে এসেছিস?"

BanglaBook.org

কল্পনা একগাল হেসে বলল, "এজেন্ডা নয়, একেবারে সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। মায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ কথা হয়ে গিয়েছে। এবার তোর সঙ্গে বলব। ফাইনাল করব বাবার সঙ্গে বসে। নে, বোস। অনেক কথা আছে।"

কল্পনা হাত বাড়িয়ে বোনের হাত ধরতে যায়। সরে যায় আলপনা। দেবকুমারের কাছ থেকে ফেরার পর স্নান না করে কিছু ছোঁয় না, মানুষকে ছোঁয়া তো দূরের কথা। আজ সকালে 'গঙ্গাবিহার'-এ এক দফা স্নান করেছিল, তা-ও আবার করবে।

"দাঁড়া, চট করে স্নান করে আসি। ঘামে ভিজে আছি।"

বাথরুমের আয়নায় নিজেকে নগ্ন দেখে শরীর ঘিনঘিন করে উঠল আলপনার। নিজেকে ক্লেদাক্ত, কুৎসিত বলে মনে হতে লাগল। এই অনুভূতি তার বহুবার হয়েছে। আজ দিদিকে দেখে বেশি করে মনে হচ্ছে। কতবার রাত জেগে ভেবেছে, দেবকুমারের সঙ্গে এই কদর্য সম্পর্কের ইতি টানবে। কাল থেকেই টানবে। এই ব্ল্যাকমেল সে আর মানবে না। দেবকুমারের জোগাড় করে দেওয়া চাকরি চলে গেলে যাবে। আর-একটা কাজ কি জোগাড় করতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। তাদের মতো দরিদ্র, অসহায় পরিবার কি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে না? বহু পরিবার মাথা উঁচু করেই বেঁচে থাকে। ওই শয়তানটার ডাকে সাড়া দেবে না আর। বাড়িতে আসতে বারণ করে দেবে। বাবা যদি জিজ্ঞেস করে, বলবে, সব কথা বলা যায় না বাবা। এটা আমার সিদ্ধান্ত। তারপরেও যদি রাগারাগি করে? বলবে, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। আলাদা থাকব। যদি বলো, তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। এত কথা ভাবার পরেও ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে থমকে গেছে আলপনা। একা বাবা নয়; দিদি, মা, ভাই, সকলেই দেবকুমারের জালে জড়িয়ে পড়েছে। যদি বেরতে হয়, সকলকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এই মুহূর্তে সেই লড়াইয়ের মতো শক্ত জমি তার পায়ের তলায় নেই। দেবকুমারের কবল থেকে মুক্তি মানে, পাহাড়ের খাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া। শুধু সে পড়বে না, সকলকে টেনে নিয়ে পড়বে। তারপরই বা কী হবে? জানাজানি হবে না? ওই শয়তানই সব জানাবে। দিদিকে, বাবাকে বলবে। গায়ে আগুন দিয়ে মরলে নিজে হয়তো লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যাবে, বাকিরা? নিজেকে শান্ত করেছে আলপনা। মনকে বুঝিয়েছে, নিজে ভাল থাকার জন্য নয়, অন্যদের সুখের জন্যই এই পাঁক গায়ে মাখতে বাধ্য হয়েছে সে। দিদিকে দেখে মায়া

BanglaBook.org

হয়। সুখে, আহ্লাদে মাখামাখি হয়ে আছে। জীবনের এতগুলো বছর অর্থকষ্টে কাটিয়ে এই প্রথম অর্থের মুখ দেখল। রাতে ফ্যান ছাড়া ঘুমোতে হয়েছে দিনের পর দিন। বাসে উঠতে গেলেও দু'বার ভাবতে হয়েছে। মনে হত, থাক, হেঁটেই চলে যাওয়া যাবে। ক'টা তো স্টপ মোটে। ফুটপাথ ছাড়া কেনাকাটা করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। বাবার ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে পুজোয় নতুন শাড়ি হয়নি অনেক বছর। সেই মেয়ে এখন এয়ার কন্ডিশনের ঠান্ডা ঘরে ঘুমোয়, গলায় মোটা সোনার চেন পরে ঘোরে, গাড়ি চেপে শপিং-এ যায়। একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। এই ঘোর থেকে বেরনো কঠিন। শুধু কঠিন নয়, ভয়ংকর।

গায়ে জল ঢালার সময় শরীর শিরশির করে উঠল আলপনার। জ্বরটা কি এখনও ভিতরে ভিতরে আছে?

হাতে গরম চায়ের কাপ নিয়ে বসার পর কল্পনা বোনের গা ঘেঁষে বসল। বলল, "সম্বন্ধ এনেছে তোর জামাইবাবু।"

চমকে উঠল আলপনা। দেবকুমার সম্বন্ধ এনেছে! সে বিড়বিড় করে বলল, "মানে?"

কল্পনা একগাল হেসে বলল, "মানে আবার কী? সেদিন রাতে তোর জামাইবাবু বলল, 'এবার বোনের একটা বিয়ে দাও।' আমি বললাম, আমি কী করে দেব? আমার কী ক্ষমতা? তোর জামাইবাবু বলল, 'বাঃ, তুমি দিদি হয়ে এই দায়িত্বটুকু পালন করবে না?' আমি বললাম, খুব করতে চাই। কিন্তু পারব কি? তোর জামাইবাবু বলল, কেন পারবে না? খরচখরচা নিয়ে ভাববে না। আমি তখন বললাম, আগে তো ছেলে দেখতে হবে। তোর জামাইবাবু বলল, 'ছেলে আমার ঠিক করা আছে।' আমার তো চোখ ছানাবড়া! লোকটা আমাকে না জানিয়ে একেবারে ছেলে পর্যন্ত দেখে রেখেছে! তোরা যাই বলিস আলো, শ্বশুরবাড়ির জন্য এত দায়িত্ব কাউকে নিতে শুনেছিস কখনও? বল, শুনেছিস?"

সরল দিদির জন্য মায়া হল আলপনার। অস্ফুটে বলল, "না, শুনিনি।"

কল্পনা বলল, "আমি বললাম, ছেলে কে? ও বলল, 'আমার অফিসের ম্যানেজার। গৌর। গৌর দাস। খুব ভাল ছেলে। সৎ, পরিশ্রমী। আমার মতো একা মানুষ। তোমার বোনকে সংসারের ঝামেলা সামলাতে হবে না। উদ্যোগ নেওয়ার মতো কেউ নেই বলে এত দিন ছেলেটার বিয়ে হয়নি। তাই বয়স

BanglaBook.org

বেশি হয়ে গিয়েছে।' বয়স বেশি তো কী হয়েছে? তুই-ই বল না আলো, কিছু হয়েছে? তোর জামাইবাবুর তো বয়স বেশি, তাতে অসুবিধেটা কী হল? মাকে বলছিলাম, বিয়ের আগে তো খুব রাগারাগি করেছিলে, এখন বলো তো, জামাই তোমার খারাপ? কোন ছোকরা জামাই তোমাদের জন্য এত কিছু করত? একেবারে বাড়ির বড় ছেলের মতো... তাই না?"

কল্পনা চুপ করে বোনের সমর্থন চাইল। আলপনা মাথা নামিয়ে নিল। তার শরীরের ভিতর অশান্তি শুরু হয়েছে। দেবকুমার এ আবার কী নতুন খেলা শুরু করেছে! ম্যানেজারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে আটকে ফেলার ব্যবস্থা করছে?

কল্পনা বলতে শুরু করল আবার, "আমি মাকে বলেছি, দয়া করে এবার আর বাগড়া দিতে যেও না। বিয়েটা হতে দাও। আলো আমার মতোই সুখে থাকবে। আর ওঁর কর্মচারী মানে তো আমাদের হাতের মধ্যেই রইল। বেগড়বাই করতে পারবে না। রোজগারপাতি নিয়েও চিন্তা নেই। বলতে নেই, ঠাকুরের কৃপায় ব্যাবসা ওঁর ভালই চলছে। দাঁড়া, তোকে ফোটো দেখাই। সিঙ্গল ফোটো নেই। তোর জামাইবাবুর অফিসে বিশ্বকর্মা পুজোর সময় সকলে মিলে ছবি তুলছিল। ওই একটা নিয়ে এসেছি।"

ফোটো বের করার জন্য কল্পনা তার ব্যাগ হাতড়াতে লাগল। স্বামীর প্রতি দিদির সরল বিশ্বাস আলপনাকে আগে এত অবাক করেছে যে, নতুন করে আজ আর কিছু মনে হচ্ছে না। সে নিচু গলায় বলল, "এখন এসব থাক দিদি। ফোটো দেখাতে হবে না।"

ব্যাগ থেকে হাত বের করে নিয়ে কল্পনা ভুরু কুঁচকে বলল, "থাকবে কেন?"

আলপনা দিদির গায়ে হাত দিয়ে মলিন হেসে বলল, "সত্যি তুই একটা বোকা মেয়ে। আমি এখন বিয়ে করব না।"

কল্পনা রাগী গলায় বলল, "আমি বোকা! বোকার কী দেখলি?"

আলপনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কী দেখলাম যদি বুঝতে পারতিস..."

কল্পনা বোনের হাত সরিয়ে নিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "আমার বুঝে কাজ নেই। আমি বোকা আর তোরা হলি বিরাট চালাক, তাই তো? একটা মানুষ ভালর জন্য বলছে, সেটা মেনে নিতে তোদের সমস্যা কোথায়?"

আলপনা শান্তভাবে বলল, "সেটা কথা নয়।"

BanglaBook.org

কল্পনা চোখ-মুখ কঠিন করে বলল, "কোনটা কথা? বাবা যে তাঁর কাছ থেকে মাস গেলে মায়ের চিকিৎসা, ভাইয়ের হোমের টাকা নিচ্ছে, সেটা কথা? তুই যে তাঁর দেওয়া চাকরি থেকে বেতন নিচ্ছিস সেইটা কথা? বাড়িটাকে পাওনাদারের হাত থেকে ছাড়ানোর জন্য সে যে উঠেপড়ে লেগেছে, সেটা কথা?"

আলপনা বলল, "তুই এতটা রিঅ্যাক্ট করছিস কেন? আমি কী এমন বলেছি যে তুই এত রেগে গেলি?"

কল্পনা গলা তুলে বলল, "এর পরও বলছিস রাগ করব না? মানুষটা আমাদের জন্য এত কিছু করার পর একটা অনুরোধ করেছে। অনুরোধটা শুনলে আমাদেরই মঙ্গল।"

অনুরোধ! আলপনা অবাক হল। তার বিয়ের জন্য ছেলে পছন্দ করার মধ্যে অনুরোধের কী আছে! তা হলে কি দিদির উপর চাপ রয়েছে? এত খেপে যাচ্ছে কেন?

ঘটনা তাই। তবে দেবকুমার শান্তভাবেই স্ত্রীকে বলেছে। গলার উপরে ছিল আদর, আবদারের সুর। নীচে শাসানি। শাসানি বুঝতে সময় লেগেছে কল্পনার।

দু'দিন আগে দেবকুমার হাসিমুখে বললেন, "একটা কাজ করতে হবে যে কল্পনাদেবী।"

কল্পনা বলল, "কী কাজ?"

কল্পনাকে কাছে টেনে নিয়ে দেবকুমার মুখোমুখি দাঁড় করালেন। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "করতে হবে কিন্তু।"

কল্পনা অবাক হল। আজকাল দেবকুমার খুব কমই তাকে কাছে টানে। বিয়ের পরপর কয়েকদিন শরীর নিয়ে মাতামাতি করেছিল। সেই মাতামাতিতে যেমন অভিজ্ঞ পুরুষের আদর ছিল, তেমনই নিষ্ঠুরতাও ছিল। নিষ্ঠুরতার অংশটাই বেশি। কখনও কখনও যন্ত্রণা পেয়েছে খুব। কল্পনার মনে হত, মানুষটার শরীরে কোথাও রাগ আছে। নয়তো মেয়েমানুষের উপর ঘেন্না আছে। আবার মনে হয়েছে, হয়তো এমনটাই হয়। এক এক পুরুষের তৃপ্তির পথ এক-একরকম। কোনও কোনও দিন রতিক্রিয়ার আগে মারধোরও করেছে। হিংস্র হয়ে উঠত। প্রথম প্রথম খুব ভয় পেয়েছে। অবাক হয়েছে এত যে, বাধা দেওয়ার কথা মনে থাকত না। পরে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আরও আক্রান্ত হয়েছে।

BanglaBook.org

"এমন করছ কেন? আমি তোমার বউ না?"

দেবকুমার দু'হাতে স্তন খামচে ধরে হিসহিসিয়ে বলেছেন, "চুপ কর মাগি, চুপ কর। যা বলব, তাই শুনবি। গলা দিয়ে একটা টুঁ শব্দ করবি তো ন্যাংটা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

মেনে নিয়েছে কল্পনা। না মেনে উপায় কী? জোরাজুরি, আপত্তি পছন্দ করে না তার স্বামী। শুধু শরীর নয়, কোনও বিষয়েই করে না। এই যে মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি থাকে না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে গেলে হিংস্র চোখ-মুখ করে বলেছে, "রাতে কোথায় যাই, কী করি, এই প্রশ্ন আর যেন না শুনি। অফিসের কাজে বাইরে যাই, নাকি বেশ্যাখানাতেই থাকি, তোমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। যদি মনে করো, পোষাচ্ছে না, দরজা খোলা আছে। আটকাব না।"

লজ্জা, ভয়ে চুপ করে যায় কল্পনা। লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে থমকে যায়। শুনতে পাবে না তো? আবার যদি রাগ করে? অথচ অন্য সময়গুলো একেবারে আলাদা মানুষ! বউ কী কিনছে, কাকে দিচ্ছে, কত টাকা খরচ করছে, ফিরেও দেখে না। তার জন্য বাড়ির দ্বিতীয় গাড়িটা বরাদ্দ সর্বক্ষণ। কল্পনা সেই গাড়িতে শপিং মল, বাপের বাড়ি, ভাইয়ের আশ্রম, দক্ষিণেশ্বর মন্দির ঘুরে বেড়ায় ইচ্ছেমতো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাওয়াও খেয়ে এসেছে। কোথায় গিয়েছিল জানতেও চায় না দেবকুমার। কল্পনা নিজেকে বুঝিয়েছে, এত টাকাপয়সা, এত স্বাধীনতা যে স্বামী দিয়েছে তার দুটো চড়-থাপ্পড় খেতে অসুবিধে কোথায়? অন্য কেউ তো নয়, নিজেরই স্বামী। বহুদিন পর স্বামীর আদরের ডাকে খানিকটা চমকেই উঠল কল্পনা।

দেবকুমার তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন, "শক্ত নয়, সহজ কাজ। তোমার বোনের বিয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

"আলোর বিয়ে দেব? সে তো খুব ভাল কথা।"

দেবকুমার হেসে বলল, "তোমাকে তো ভাল কথাই বলি। বুঝতে চাও না।"

কল্পনা স্বামীর ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, "কিন্তু সে তো অনেক টাকাপয়সার ব্যাপার। বাবা কি এখন পারবে?"

দেবকুমার বউয়ের চিবুকে হাত রেখে বললেন, "টাকাপয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমার বিয়েতে তোমার বাবা কত টাকাপয়সা খরচ করেছিল?"

BanglaBook.org

দেবকুমারের বুকের চুল সাদা। সাদা বুকে হাত রেখে কল্পনা বলল, "সকলে তো তোমার মতো নয়।"

দেবকুমার বললেন, "খরচের দায়িত্ব আমার।"

কল্পনা উৎসাহ নিয়ে বলল, "তা হলে ছেলে দেখতে শুরু করি?"

দেবকুমার কল্পনার কাঁধ থেকে ব্লাউজ নামাতে নামাতে বললেন, "ছেলে আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।"

কল্পনা ব্লাউজের বোতাম খুলতে গেলে দেবকুমার বাধা দিলেন। হাত সরিয়ে নিল কল্পনা। কাঁপা গলায় বলল, "ছেলে কে?"

"আমার ম্যানেজার। গৌর। ভাল লোক। বয়স একটু বেশি।"

কল্পনা চুপ করে রইল। দেবকুমার বললেন, "চুপ করে গেলে কেন? বয়স বেশিতে সমস্যা কোথায়? তোমার সমস্যা হয়েছে?" দেবকুমার এবার দু'হাতের টানে ফড়্ফড় শব্দে কল্পনার ব্লাউজের খানিকটা ছিঁড়ে ফেলেন। কেঁপে ওঠে কল্পনা। দেবকুমার স্ত্রীর ব্রা পরা বুকের দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসেন। যেন বুকদুটো তার স্ত্রীর নয়, অন্য মেয়েমানুষের।

কল্পনা বলল, "খুব ভাল।"

"তুমি আর আমি শুধু ভাল বললে তো হবে না, তোমার বাবা-মা, সবচেয়ে বড় কথা, তোমার বোনকেও ভাল বলতে হবে। বিয়ে তো সে করবে।"

কল্পনা বলল, "ভাল ছেলেকে ভাল বলবে না কেন! সকলেই বলবে। আলোর তো ভাগ্য।"

কল্পনা ব্রায়ের হুকে হাত দিতে গেলে আবার হাত সরিয়ে দেন দেবকুমার। নিজেই কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ টেনে নামান। পোশাক খোলার ব্যাপারে রুক্মিণী ছিল ভীষণ খুঁতখুঁতে। বিছানায় ওঠার পর পোশাক সে নিজে খুলত। দেবকুমার টানা-হেঁচড়ার চেষ্টা করলে রাগ করত।

"ছাড়ো, আমি খুলছি।"

দেবকুমার কামাতুর গলায় বলতেন, "আমার ভাল লাগে।"

রুক্মিণী বিরক্ত হত। বলত, "ভাললাগার কী আছে? আমি তোমার স্ত্রী, বাজারের মেয়েমানুষ নই যে নিজের হাতে উদোম করে আনন্দ পাবে। তা ছাড়া, টানাটানি করলে ছিঁড়ে যেতে পারে।"

দেবকুমার অবাক হয়ে বলতেন, "ছিঁড়ে ফেলব কেন! বোতাম খুলে দেব।"

BanglaBook.org

রুক্মিণী মুখ বিকৃত করে বলত, "থাক, আর বলতে হবে না। পুরুষমানুষদের বিশ্বাস আছে নাকি? বিছানা একবার পেলেই হল। পারলেই পশুর মতো আচরণ করবে।"

কথা বলতে বলতে রুক্মিণী নিজেই নগ্ন হত। বলত, "এসো, যা করার, তাড়াতাড়ি করো। কাল সকালে কাজ আছে।"

পরে দেবকুমারের মনে হয়েছিল, পোশাক খুলে দেওয়ার তৃপ্তি রুক্মিণী অন্যদের জন্য সরিয়ে রেখেছিল। যাদের কাছে সে স্ত্রী ছিল না, বাজারের মেয়েমানুষ ছিল। হয়তো সেই কারণেই কখনও কখনও আলপনার জামাকাপড় নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলে পশু হতে ভাল লাগে। একধরনের অতৃপ্তি? নাকি প্রতিশোধ?

দেবকুমার নিজের পায়জামার দড়ি খুলতে খুলতে বললেন, "আলপনা নিজের ভাল বুঝলে হয়।"

কল্পনা নিজের হাতদুটো আড়াআড়িভাবে রেখে বুক ঢাকার চেষ্টা করছে। সেই হাত টেনে নামালেন দেবকুমার। বললেন, "না বুঝলেও তোমাকে বোঝাতে হবে। আমি তোমার পরিবারের সব দায়িত্ব পালন করেছি, এবার তুমি দায়িত্ব পালন করবে। আমি চাই তোমার বোনের সঙ্গে গৌরের বিয়েটা হোক।" কথা বলতে বলতে কাঁধে চাপ দিয়ে পায়ের কাছে কল্পনাকে হাঁটু মুড়ে বসালেন দেবকুমার। ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাতে তার গালদুটো ধরে হেসে বললেন, "আশা করি, তোমার বোন এমন সুযোগ হাতছাড়া করবে না।" মুখ শক্ত করে ধরে রাখায় কল্পনা কিছু বলতে পারল না। শুধু ঘাড় কাত করল। দেবকুমার স্ত্রীকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, "এবার নাও..."

এই ঘটনাই অনেক নরম করে বোনকে বলল কল্পনা।

আলপনা নিচু গলায় বলল, "শান্ত হ দিদি। আমি যদি এখন বিয়ে করি, বাবা-মাকে কে দেখবে, বল? মায়ের শরীর এত খারাপ।"

কল্পনা গজগজ করতে করতে বলল, "মায়ের শরীর যতদিন খারাপ, ততদিন বিয়ে না করে থাকবি?"

আলপনা হেসে বলল, "তা বলিনি। মা একটু ভাল হোক।"

কল্পনা ফের ঝাঁজিয়ে বলল, "বাজে কথা রাখ। নিশ্চয় তোর ছেলে পছন্দ হচ্ছে না। কোন রাজপুত্র তোকে বিয়ে করে দেখব।"

BanglaBook.org

আলপনা বলল, "না রে দিদি, সেসব কিছু নয়।"

কল্পনা স্থির চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে রইল একটু সময়। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "দোহাই আলো, এই বিয়েতে তুই রাজি হ। আমি তোর জামাইবাবুকে কথা দিয়েছি।"

আলপনা মাথা নামিয়ে নিল। লোকটা দিদিকে কোনওভাবে চাপ দিচ্ছে। নিজের ম্যানেজারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে পাকাপাকি ভাবে আটকে ফেলতে চাইছে। এখনও কি তার সব কথা বলে দেওয়ার সময় আসেনি?

কল্পনা আরও খানিকক্ষণ কাঁদল। তারপর রুমাল বের করে চোখের জল মুছে জোর করে হেসে বলল, "কী রে, রাজি তো?"

আলপনা অবাক হয়ে মুখ তুলল। হাসছে! এই বোকা মেয়েকে সে কী বলবে?

কল্পনা হাত বাড়িয়ে বোনের হাত ধরল। বলল, "কী রে, আমার কান্না দেখেও হ্যাঁ বলবি না?"

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল আলপনার। দিদির হাত সরিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, "আমাকে আর কত নামাবি তোরা?"

বোনের গটগট করে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে অবাক হল কল্পনা! আলো এসব কী বলছে! এতে নামানোর কী হল! বিয়ে করা মানে কি নেমে যাওয়া? এই যে তার বিয়ে হয়েছে, সে কোথায় নেমেছে? পুরুষমানুষের শখ-আহ্লাদ থাকায় খারাপ কিছু নেই।

দুপুরবেলা চিত্তরঞ্জনবাবু বাড়ি ফিরলেন খুশি খুশি মেজাজ নিয়ে। গিয়েছিলেন বিশু দলুইয়ের কাছে। ব্যাবসার ভরাডুবির সময় বাড়ির দলিল জমা রেখে এই বিশুই কিছু টাকা ধার দিয়েছিল। বাড়ি-জমির দামের তুলনায় ধারের পরিমাণ কিছুই নয়, কিন্তু উপায় ছিল না কোনও। জমা রেখে ধার নেওয়ার মতো কিছুই তখন হাতে ছিল না চিত্তরঞ্জনবাবুর। সেই বিশুর কাছে আজ গিয়েছিলেন হিসেবপত্র জানতে। জামাই বলেছে তার ম্যানেজার যে-কোনও দিন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে আসবে। দেখবে, বাড়ি কীভাবে ছাড়ানো যায়। আলোচনার জন্য হিসেবটা তো হাতে রাখতে হবে। সেই কারণেই যাওয়া। বিশু খাতির করে বসাল। তারপর যে সংবাদটা দিল তাতেই চিত্তরঞ্জনবাবুর মন ভাল হয়ে গেল। জামাইয়ের অফিস থেকে ইতিমধ্যেই হিসেব চেয়ে লোক এসে গিয়েছে বিশুর কাছে। কত ধার, সুদই

BanglaBook.org

বা জমেছে কত— সবই জানতে চেয়েছে। বিশু একগাল হেসে বলল, "কী ব্যাপার? প্রোমোটিং?"

চিত্তরঞ্জনবাবু 'হে হে' ধরনের হাসলেন। আর কী-ই বা করবেন? তিনি তো কিছু জানতেন না। বিশু বলল, "হিসেব রেডি করে ফেলেছি। কালই কুমার কনস্ট্রাকশন থেকে এসে নিয়ে যাবে। বলেছিল, মেলে পাঠান। আমি বলেছি, না, তা হবে না। হিসেবপত্র হল কনফিডেনশিয়াল কাজ। হাতে-হাতে হবে। সে আপনার জামাই-ই হোক, আর শ্বশুরই হোক। ঠিক করেছি না?"

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, "ঠিকই করেছ। খুবই ঠিক করেছ। ব্যবসায় আত্মীয়, বন্ধু বলে কিছু হয় না। দেখলে না, বন্ধুত্ব করতে গিয়ে কেমন ডুবলাম?"

বিশু টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "দাদা, একটা কথা ছিল।"

চিত্তরঞ্জনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী কথা?"

"জামাইকে একটু বলবেন, যদি সস্তায় আমাকে একটা ফ্ল্যাট দেয়। যতই হোক, দুর্দিনে তো আমিই আপনার পাশে ছিলাম। ছিলাম কি না?"

চিত্তরঞ্জনবাবু পায়ের উপর পা তুলে বললেন, "অবশ্যই ছিলে। চিন্তা কোরো না বিশু, আমি দেবকুমারকে বলব। সে নিশ্চয়ই কনসিডার করবে। দেবকুমার ছেলে খুবই ভাল। মনটা নরম। নিজের জামাই বলে বলছি না, আজকালকার দিনে এমন মানুষ হয় না। আর তা ছাড়া আমারই তো জমি, সিদ্ধান্ত তো আমিই নেব। তোমার কীসের চিন্তা?"

বিশু গদগদভাবে বলল, "হিসেবের একটা কপি তা হলে আপনিও নিয়ে যান দাদা।"

চিত্তরঞ্জনবাবু হাত নেড়ে বললেন, "দূর, দূর! আমি হিসেব নিয়ে কী করব? গুলে খাব? তোমার পাওনা তো আমি শোধ দেব না। যে দেবে তাকেই দাও, তুমি বরং আমাকে ডবল চিনি দিয়ে এক কাপ চা দাও দেখি।"

বিশুর অফিসে এসে চা চাওয়ার সাহস আগে কখনও হয়নি। দিনের পর দিন ধারের সুদটুকুও যে দিতে পারে না, সে চা চাইবে কী? বিশু চায়ের অর্ডার দিয়ে বলল, "তবে দাদা, হিসেব যাকেই দিই না কেন, টাকাপয়সা মিটে গেলে দলিল কিন্তু আপনার হাতেই ফেরত দেব। কথায় আছে, জন, জামাই, ভাগনা, কেউ নয় আপনা।"

BanglaBook.org

চিত্তরঞ্জনবাবু হেসে উঠলেন। বললেন, "আমার এই জামাইকে চোখ বুজে বিশ্বাস করা যায়। সে আমাদের জন্য যা করেছে..."

এর পর মন খুশি না হয়ে উপায় আছে। বাড়ি ঢুকে বড় মেয়েকে দেখে খুশিভাব আরও বেড়ে গেল। মেয়ে যখন বোনের বিয়ের কথা বলল, চিত্তরঞ্জনবাবুর মনে হল, এমন খুশির দিন তার জীবনে কখনও আসেনি।

কল্পনা বাবাকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, "বাবা, আলোটা রাজি হচ্ছে না।"

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, "রাজি হচ্ছে না মানে! ও বিয়ে করবে না ওর বাবা করবে। তুই কোনও টেনশন করিস না। আলোকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার।"

আনন্দে আত্মহারা চিত্তরঞ্জনবাবু। কুমার কনস্ট্রাকশনের মালিক এক জামাই, সেখানকার ম্যানেজার হবে আর-এক জামাই। আবার তার জমিতেই কুমার কনস্ট্রাকশন ফ্ল্যাটবাড়ি বানাবে! কয়েক লক্ষ টাকায় সেগুলো বিক্রি হবে। খুব কম হলেও জামাইদের সঙ্গে তার হবে ফিফটি-ফিফটি শেয়ার। আহা! খুব সৌভাগ্য ছাড়া এ ঘটনা ঘটতে পারে না। অভাবের দিন শেষ। এখন শুধু খুশি আর খুশি। পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকার সময়।

BanglaBook.org

৬

সঞ্জীব নায়েক অদ্ভুত কথা বললেন।

দেবকুমার একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে গৌরের দিকে তাকালেন। গৌরের চোখমুখ বলছে সে-ও যথেষ্ট ঘাবড়ে গিয়েছে।

সঞ্জীব নায়েকের টেবিলে রাখা পেপারওয়েটটা মজার। গোল পাথর একটা। দেখলে মনে হয়, পাথরটার নাক-মুখ-চোখ সব আছে। সেই নাক-মুখ-চোখে আবার রং লাগিয়ে জোকারের মুখ বানানো হয়েছে। এমনকী, মাথার একটা টুপি পর্যন্ত। সঞ্জীব নায়েক সেই জোকারের মুখ নিয়ে খেলছেন। কখনও শোয়াচ্ছেন, কখনও বসাচ্ছেন, কখনও আলতো চাপে টেবিলের উপর লাট্টুর মতো ঘোরাচ্ছেন। ঘোরাতে ঘোরাতেই কথা বলছেন।

"নাম বদলাতে হবে দেবকুমারবাবু... নাম বদলাতে হবে। নাম শুনে

সকলে পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রোজেক্টটা আমি আমাদের মার্কেটিং ডিভিশনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সম্ভাব্য কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলো। বলে রিপোর্ট তৈরি করো। আপনারা নিশ্চয় জানেন, প্রি-সেল বলে একটা বিষয় আছে। মার্কেটিংয়ে প্রি সেলই হচ্ছে আসল কথা। আগেই যতটা পারো বিক্রি করে দাও। শুধু প্রোডাক্ট মার্কেটিং কেন? জীবনের জন্যও এটা গুরুত্বপূর্ণ," কথাটা বলে সঞ্জীব নায়েক মুচকি হাসলেন। ফের বললেন, "আমরা যে শুধু সেল করতে চেয়েছিলাম এমন নয়, চেয়েছিলাম প্রোজেক্টের ভ্যালু জাজ করতে। এত বড় একটা প্রপার্টি তৈরি করতে যাওয়ার আগে এসব জানা দরকার। আর তাতেই ধাক্কা খেয়েছি।"

দেবকুমার অস্ফুটে বললেন, "ধাক্কা খেয়েছেন!"

জোকারের মুখ ঘোরানো বন্ধ করে সঞ্জীব নায়েক বললেন, "ইয়েস, ধাক্কা। মার্কেটিং ডিভিশন আমাকে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে তাতে খুব স্পেসিফিক্যালি বলা আছে, জায়গার নাম শুনে প্রায় সকলেই নাক সিঁটকোচ্ছে। প্রপার্টি নিতে রাজি হচ্ছে না। তারপরেও যদি বেচতে হয়, দাম ফেলে বেচতে হবে। এত টাকা ইনভেস্ট করার পর যদি মার্জিন কমিয়ে কাজ করতে হয়, তা হলে প্রোজেক্ট করার মানে কী? গোটা বিষয়টা নিয়ে আমাদের রিথিঙ্ক করতে হবে। মজার বিষয় হল, এই ফ্যাক্টরটা আমরা আগে আঁচ করতে পারিনি। দেবকুমার, এর জন্যই কম্পিটেন্ট, স্পেশ্যালাইজড লোক দরকার হয়। আমাদের কোম্পানিতে সেই লোক আছে। সব নিজে বুঝতে গেলে বিপদ। সাধারণ রিয়েল এস্টেট বিজনেসের সমস্যাগুলোর সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। একেবারে অ্যানোন একটা ক্রাইসিস ডেভেলপ করল।"

দেবকুমার অবাক হয়ে গিয়েছেন। এতটাই অবাক যে কিছু বলতে পারছেন না। নাম বদলাতে হবে! মানে কী? জায়গার নাম ইচ্ছেমতো বদলে দেওয়া যায় নাকি! নানা কথায় সাজিয়ে-গুছিয়ে সঞ্জীব নায়েক যে এরকম একটা প্রস্তাব দেবে, সেটা তাঁর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। তিনি আবার পাশে বসা গৌরের মুখের দিকে তাকালেন। গৌর ডান হাত মুঠো করে মুখের কাছে নিয়ে কাশল। সে-ও বুঝতে পারছে না। তার ধারণা ছিল সঞ্জীব নায়েকের সঙ্গে আজ শেয়ার নিয়ে ফাইনাল আলোচনা হবে। সেই কারণেই বসকে খানিকটা জোরজবরদস্তি করে নিয়ে এসেছে। বড় ব্যাবসা হতে

BanglaBook.org

চলেছে। সস্তার জমিতে অনেক বেশি দামের বাড়ি-ঘর বিক্রি। বাড়ি তৈরি, বিক্রির হ্যাপাও নিতে হচ্ছে না। জমি দিয়ে লাভের ভাগ বুঝে নাও। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় জমিটাই আসল ঝামেলা। জমি মানেই হাজার লাফড়া। এখানে প্রায় কোনও ঝামেলাই হয়নি। শেয়ার কেনাবেচার মতো শুধু আগে থেকে বুঝতে হয়েছে। তাছাড়া তাড়াহুড়োর পিছনে গৌরের অন্য উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু এই লোক এখন এসব কী বলছে!

দেবকুমার অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, "কাজ এতটা এগিয়ে যাওয়ার পর সমস্যাটা বোঝা গেল?"

সঞ্জীব নায়েক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "বললাম তো, বিজনেসে এটাই মজার ব্যাপার। আপনার তো জানার কথা দেবকুমারবাবু। আপনিও তো বিজনেস করেন। কোথা থেকে লাভ হবে যেমন সব সময় জানা থাকে না, তেমন লোকসানের কারণগুলোও প্রোজেক্টের এখানে-সেখানে লুকিয়ে থাকে। টেনে বের করতে হয়। এটা কোনও পাতি প্রোমোটিংয়ের গল্প নয়। রাস্তার ধারে জমি কিনে, যেরকম-সেরকম ভাবে ফ্ল্যাট বানিয়ে বেচে দেওয়ার ব্যাপার নয়। ওসব পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের পুরনো কনসেপ্ট। শুনেছি, একসময় গল্প-উপন্যাসে ওসব ট্র্যাশ লেখা হত। জমি কেড়ে ঘরবাড়ি বানানোর করুণ কাহিনি। এখন ওসব চলে না। তখন প্রোমোটাররা মধ্যবিত্তদের কাছে ছিল ভিলেনের মতো। এলাকায় একটা ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হতে দেখলে সকলে নাক কুঁচকোত। কত ঝামেলা! বাপ রে, বাড়ি বানানো তো নয়, যেন খুন করতে এসেছে। এখন সেই মিডল ক্লাসই ফ্ল্যাট কেনার জন্য প্রোমোটারের অফিসে ধরনা দিচ্ছে। কনসেপ্টটাই বদলে গিয়েছে। রিয়েল এস্টেট মধ্যবিত্তের জীবনে এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনও ব্যাপার নয়। প্রয়োজনীয় বিষয়। না হয়ে উপায় কী? ভিড় বাড়ছে, থাকার জায়গা নেই। তার উপর সোনাদানা ছেড়ে মানুষ প্রপার্টি বাড়ানোয় মন দিচ্ছে। কনসেপ্ট রোজ বদলাচ্ছে। ডেভেলপ করছে। সেটা তো এমনি-এমনি হচ্ছে না। আমরাই করছি। আমাদের মতো বড় প্রপার্টি ডিলাররা করছি। এখন আর শুধু বাড়ি তুললে কাজ শেষ হয় না। বাড়ির চারপাশটাও ডেভেলপ করতে হয়। বিজ্ঞাপন দেখেন না? গাছ আছে, পাখি আছে, জল আছে। দেখেন না? এবার এলাকার নামেও হাত দিতে হচ্ছে। এটা নতুন, ক'দিন পরে আর নতুন থাকবে না। হয়তো দেখবেন, নেক্সট স্টেজে আমরাই ঠিক করব, আমাদের

BanglaBook.org

প্রপার্টি জোনের চারপাশে কারা থাকবে। কোন ধরনের মানুষ আমাদের কাস্টমাররা পছন্দ করবেন। যাই হোক, অনেক কথা বললাম। আপনাদের বিষয়টা বোঝানোর জন্যই বললাম। আজ সকালে আমি রিপোর্ট পেয়েছি। এই যে রিপোর্ট।"

টেবিলের পাশে রাখা রিপোর্ট এগিয়ে দিলেন সঞ্জীব নায়েক। দেবকুমার হাতে নিলেন। স্পাইরাল বাইন্ডিং করা কয়েকটা পাতা। উপরে লেখা, শহিদ ভূপতি সেন কলোনি।

সঞ্জীব আবার বলতে শুরু করলেন, "রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মিস্টার দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এত শর্ট নোটিসে মিটিং ডাকায় আপনাদের অসুবিধে হবে, সেটা বোঝার পরেও ডেকেছি। ইনিশিয়ালি আমারও তো কিছু টাকা ঢুকে গিয়েছে।"

সঞ্জীব নায়েকের এত কথা দেবকুমারের পছন্দ হচ্ছে না। বললেন, "এখন কী করতে বলছেন?"

দেবকুমারের গলায় বিরক্তি। সঞ্জীব নায়েক বিরক্তি পাত্তা দিলেন না। সহজভাবে বললেন, "আমাদের হাতে দুটো অপশন রয়েছে। হয় কম লাভে কাজ করা, নয়তো সময় নষ্ট না করে এখনই নাম বদলের ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া।"

দেবকুমার ঢোক গিলে একটু হাসলেন। বহুদিন পর নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে। লোকটা কী বলছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। হয়তো সেই কারণেই বিরক্তি লাগছে।

"ইনিশিয়েটিভ নেব মানে! মিস্টার নায়েক, আপনার কি মনে হচ্ছে বিষয়টা আমার হাতে?"

সঞ্জীব নায়েক সামান্য হেসে বললেন, "বিষয়টা যে আপনার হাতে নয়, সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। আবার এটাও আমি জানি, বিষয়টা যাদের হাতে, সেখান পর্যন্ত পৌঁছনোর মতো হাতও আপনার রয়েছে। এই সামান্য কাজটা আপনাকে করতে হবে। যদি করতে পারেন, তা হলে ওখানকার মাটি সোনা হয়ে যাবে। না হলে মাটি মাটিই থাকবে। নাউ ইট ইজ ইয়োর ডিসিশন। মাটি বেচবেন? না, সোনা বেচবেন?"

কী বলছে লোকটা! নামের জন্য এতটা পার্থক্য হয়ে যাবে! দেবকুমার বললেন, "আপনি এটাকে সামান্য কাজ বলছেন!"

BanglaBook.org

সঞ্জীব নায়েক বললেন, "সামান্য ছাড়া কী? একটা নাম আছে, সেটা বদলে আর-একটা নাম হবে। ব্যস, এই পর্যন্ত। বাকি সবই তো এক থাকছে। আমরা তো পুরো ভূপতি কলোনির নাম বদলাতে চাইছি না। নতুন ব্রিজের ওপাশে এলাকাটার নতুন নাম চাইছি। সেটা যতই আপনাদের ওই ভূপতি কলোনির এরিয়ার মধ্যে হোক, তাকে যেন শহিদ-টহিদ বলে ডাকতে না হয়।"

দেবকুমারের বলতে ইচ্ছে করল, এটা কি আপনার বাড়ির পোষা কুকুর-বিড়াল যে, ইচ্ছে করল আর নাম পাল্টে ফেললেন? কিন্তু যে লোক কয়েক কোটি টাকার উপরে ইনভেস্ট করতে চলেছে, তাকে একথা বলা যায় না। নিজেকে সামলে ঠান্ডা গলায় বললেন, "সার্ভে আপনারা কখন করলেন?"

সঞ্জীব নায়েক চেয়ারে অল্প দুলুনি দিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, "যে-কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগেই আমরা সার্ভে করি। এটা তো ঠিক আপনাদের কনস্ট্রাকশনের বিজনেস নয় যে, অর্ডার ধরলাম আর কাজ করলাম। সব প্রোজেক্টেই কাজ শুরুর আগে আমাদের মার্কেট দেখে নিতে হয়। এই তো একটা ছবি প্রোডিউস করতে গিয়ে প্ল্যান চেঞ্জ করেছি। ভেবেছিলাম, ইয়ং ডিরেক্টরকে দিয়ে কাজ করাব। মার্কেট বলল, রিস্ক হয়ে যাবে। প্রোজেক্ট বদল হল। তাতে কেউ রেগে যেতে পারে, কিছু করার নেই। মার্কেটকে আমরা ইগনোর করতে পারি না।"

এই আলোচনায় সিনেমার কথা আসে না। সঞ্জীব নায়েক এনে ফেললেন। আসলে খানিক আগে অফিসে ফিরে তিনি প্রিয়মের খাম পেয়েছেন। সেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। সম্ভবত রাগ দেখানোর কায়দা এবং বেপরোয়া ভাবের কারণেই পারছেন না। অনুমতির বদলে চিঠি ছিঁড়ে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা চট করে ভুলে যাওয়ার মতো নয়। খচখচ করেই যাচ্ছে। তা-ও শুধু ছিঁড়ে ফেললে একটা কথা ছিল। ছিঁড়ে খামে ভরে, খামের উপর নাম লিখে দেওয়াটা অতিরিক্ত হয়েছে। ভিখিরি ধরনের একটা ছেলের এত রাগ আসে কোথা থেকে? সঞ্জীব নায়েক সাধারণত নিজের হাতে কোনও চিঠি লেখেন না। তাঁর অফিসে চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য আলাদা কর্মচারী রয়েছে। তিনি সই করে দেন। শুধু এন্টারটেনমেন্ট ডিভিশনের কাজকর্মে অনেক সময় ফর্মালিটি মানেন না। তার উপর প্রিয়ম ছেলেটার বয়স কম। উৎসাহ নিয়ে এসেছিল। কথাবার্তাও এগিয়েছিল খানিকটা। তবে

BanglaBook.org

এগিয়েছিল মানেই তো ফাইনাল নয়। ব্যবসায় ফাইনাল বলে কিছু হয় না। শিল্পসংস্কৃতি নিয়ে হলেও হয় না। লাস্ট মোমেন্টে ডিসিশন বদলাতে হয়। যাই হোক, তবু তিনি ছোকরাকে নিজের হাতে দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছিলেন। এটা লোহালক্কড়ের ব্যাপার নয়, সিনেমার ব্যাপার। দশটা ভদ্রলোক জড়িয়ে থাকে। ডিরেক্টর না করার জন্য প্রিয়মের যাতে মনখারাপ না হয় তার জন্যই চিঠি লেখা। মনখারাপটা বড় কথা নয়, ভেবেছিলেন এতে প্রোডিউসার হিসেবে সুখ্যাতি ছড়াবে। কেউ শুনলে ভাববে, সেনসিটিভ মানুষ। শিল্পটিল্পর লাইনে সেনসিটিভ তকমা কাজে লাগে। শুধু তাই নয়, প্রোজেক্টটা থেকে ছোকরাকে যে একেবারে বাদ দেওয়া হচ্ছে না, সে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তার বদলে ছোকরার আচরণটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি? ডিরেক্টর হওয়ার জন্য স্ক্রিপ্ট বগলে নিয়ে ওরকম হাজার-হাজার ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। এত মেজাজ! আর মেজাজটা একেবারে রিসেপশনে, সকলের চোখের সামনেই দেখাতে হল? ঘটনাটা অফিসে চাপা থাকবে না। হাসাহাসি হবে। এর চেয়ে ইট মেরে কাচ ভেঙে দিলেও অপমান কম হত। সঞ্জীব নায়েকের নিজের উপরেও হাল্কা রাগ হচ্ছে। ভুল হয়েছে। এতটা নরম হওয়ার কিছু ছিল না। সেক্রেটারিকে দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিলেই হত। ঠকতে হল। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকতে হবে।

এর ফাঁকে গৌর ইশারা করে দেবকুমারকে শান্ত থাকতে বলল। দেবকুমার বললেন, "সার্ভে কী বলল?"

সঞ্জীব নায়েক বললেন, "ওই যে বললাম, জায়গার নাম পাল্টে ফেলতে হবে। দেখুন দেবকুমারবাবু, আমি খুব স্পষ্ট করে বলি, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। এর জন্য যদি চুক্তি বাতিল করে আমাদের প্রোজেক্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, তাই করতে হবে। কম মার্জিনে আমরা এত বড় কাজ করতে পারব না। আমরা সরে গেলে, আপনারা নিজেরা কাজটা করতে পারেন। অথবা অন্য কোনও গ্রুপের সঙ্গে যেতে পারেন। তাতে সমস্যাটা পাল্টাবে না। জলের দরে আপনাদের ব্যাবসা করতে হবে। অথচ নাম বদলের কাজটা করতে পারলে লাভের পরিমাণটা এক লাফে অনেকটা বেড়ে যাবে। আপনি মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখুন।"

দেবকুমারের রাগ হচ্ছে, আবার বিস্ময় বাড়ছে। সঞ্জীব নায়েক এমনভাবে কথাগুলো বলছে যেন বিষয়টা তাঁর মাথা ঠান্ডা করার উপর নির্ভর করছে।

BanglaBook.org

এখানে আসার সময় গৌরও পরামর্শ দিয়েছে, সঞ্জীব নায়েকের সঙ্গে মাথা ঠান্ডা করে, সতর্কভাবে চলতে হবে। দেবকুমার বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "কেন? সতর্কভাবে চলতে হবে কেন? সে ডাকল আর আমরা যাবতীয় কাজকর্ম ফেলে মিটিং করতে চলে এলাম! কী কারণে? লোকটা টাকা ইনভেস্ট করছে ঠিকই, কিন্তু জমিটা তো আমার। অতটা জমি যার হাতে তার কাছে টাকা কোনও ব্যাপার? টাকা ঢালার জন্য মাছির মতো লোক ভনভন করছে। ব্যাংক দেবে, ফিনানশিয়াল ইনস্টিটিউট দেবে। এত চিন্তা করছ কেন? একটা সঞ্জীব নায়েক যাবে আর-একটা আসবে। সেরকম হলে আমরা নিজেরাও করতে পারি।"

গৌর বিনয়ী গলায় বলেছে, "পারব না কেন? নিশ্চয়ই পারব, স্যার। কিন্তু এই মুহূর্তে এত বড় রেঞ্জের প্রোজেক্টে জড়িয়ে পড়তে গেলে বাকি সব কাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রথম কাজটা দূর থেকে দেখে শিখে নেওয়া ভাল। ভবিষ্যতে আপনি নিজে করবেন। অভিজ্ঞতার জন্য অনেক ভালভাবে করা যাবে।"

মনে মনে যুক্তি মেনে নিলেন দেবকুমার। গৌর ঠিকই বলেছে। এখন এত বড় কাজে হাত দিতে গেলে ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একেই টেন্ডার নিয়ে পিছনে লাগা শুরু হয়েছে। সময় দিতে না পারলে লাইন থেকেই সরিয়ে দেবে। এখনই পুরনো লাইন ছেড়ে দেওয়ার মতো সময় হয়নি। তবু তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, "শিখতে শিখতে তো বয়স হয়ে যাবে।"

গৌর গদগদ ঢঙে বলল, "এ আপনি কী বলছেন, স্যার! আপনার আর কী এমন বয়স! অনেকেই তো এই বয়সে নতুন কাজ শুরু করে। আপনিও করছেন। তবে কী জানেন, সঞ্জীব নায়েকের কোম্পানি শুধু বাড়িঘর বানাতে পারে না, বিক্রিও করতে জানে। এই বিষয়ে ওদের অভিজ্ঞতা আছে। দশ টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকায় বেচে দেওয়া এদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। এটা আমরা পারব না। এটা একটা আলাদা টেকনিক। এই টেকনিক কাজের মধ্যে দিয়ে শিখতে হয়।"

দেবকুমার গৌরের কথায় খুশি হলেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জিনিস শুধু বানালেই হয় না, তাকে বেচতে হয়। গৌরের ব্যাবসা-বুদ্ধি যে পরিষ্কার, সেটা দেবকুমার অনেক আগেই বুঝেছিলেন। গৌর দাস এখন কুমার কনস্ট্রাকশনের ম্যানেজার। মুম্বই থেকে কলকাতায় এসে ব্যাবসা শুরু করার

BanglaBook.org

পরপরই এই লোকটির সঙ্গে দেবকুমারের আলাপ হয়েছিল। গৌর তখন একজন পাতি সাপ্লায়ার। রাস্তা তৈরির ইট, পাথর, পিচের ড্রাম সাপ্লাই করত। একদিন নিজে যেচে এসে কথা বলল।

"স্যার, যদি অনুমতি দেন তো একটা কথা বলি?"

লাইনে নতুন এলেও দেবকুমার মুম্বই থেকেই শিখে এসেছিলেন, সাপ্লায়ারদের সঙ্গে বাড়তি কথা মানে সমস্যা। এরা নানাধরনের ভুজুং-ভাজুং দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি খানিকটা রাগ দেখিয়ে বলেছিলেন, "আবার কী হল? এখন কোনও পেমেন্ট হবে না। টানাটানি চলছে।"

গৌর একটু হেসে বলল, "স্যার, আপনি যেভাবে চলছেন, তাতে টানাটানির কোনও শেষ হবে না।"

দেবকুমার ভুরু কুঁচকে বললেন, "মানে!"

"স্যার, এই ব্যবসায় লাভ আনতে হয় অন্যভাবে।"

দেবকুমার নড়েচড়ে বসেছিলেন। এই লোকটা কী বলতে চাইছে!

"সেটা কীরকম?"

"আপনি যদি চান, ধাপে ধাপে সব বলে দেব। আমি তো আরও কয়েকজনের সঙ্গে কাজ করছি। বেশির ভাগই এইভাবে চলে। দু'-একজন আপনার মতো টানাটানির মধ্যে পড়ে থাকে। মুম্বইয়ের ফিল্ম লাইনে সেট সেটিংয়ের মেটিরিয়াল সাপ্লাই আর এখানকার কনট্রাক্টরি এক ব্যাপার নয়, স্যার।"

দেবকুমার বললেন, "শুনি, কীভাবে চলে।"

এরপর থেকে গৌর ধাপে ধাপে শেখাতে লাগল, কীভাবে নিজের মাল-মেটিরিয়াল নিজেই চুরি করে লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলা যায়। পথের ধারে ইট, বালি, পাথর পড়বে। সরকারি অফিসার ফিতে দিয়ে মাপামাপি করে খুশি হয়ে চলে যাবে। রাতে লরি এসে মালের অর্ধেকটাই তুলে ফেলবে। গৌরই নতুন সুয়ারেজ লাইন বসানোর সময় দেবকুমারকে দেখিয়ে দিল, মাঝে মাঝে পুরনো পাইপ বসালে কোনও সমস্যা নেই। মাটির তলায় নতুন-পুরনো সবই সমান। কিছু বোঝা যাবে না। খরচ বেঁচে যাবে। বরং দ্রুত খারাপ হলেই লাভ। কাজটা নতুন করে পাওয়া যাবে। নতুন করে কাজ পাওয়ার জন্য নেতা ধরে পাবলিক খেপানোর ব্যবস্থা করতে হয়। গৌর

BanglaBook.org

নিজগুণেই ধীরে ধীরে নজরে পড়ে গেল দেবকুমারের। তিনি বুঝতে পারেন, লোকটা চতুর। সুযোগ পাচ্ছে না বলে বড় কাজে ঢুকতে পারেনি। এই ধরনের চতুর লোক তাঁর ব্যাবসার জন্য অতি প্রয়োজন। তিনি গৌরকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। অফিসে চাকরি দিলেন। ধীরে ধীরে আরও বিশ্বাস অর্জন করে মালিকের 'ডান হাত' হয়ে উঠল সে। 'ডান হাত' হওয়ার যোগ্যও বটে। মাঝবয়সি মানুষটির মাথা ঠান্ডা। মালিকের 'খাস লোক' হয়েও কারও উপর হম্বিতম্বি নেই। বাইরে ঠাটবাটও নেই। সংসার-ধর্ম করে না। তার উপর মালিকের ইচ্ছে, আদেশ ও প্রয়োজনমতো নানাধরনের বদ কাজ করতে পারে অনায়াসে। গোড়ায় বদ কাজ সীমাবদ্ধ ছিল ব্যাবসার নানাধরনের ছলচাতুরিতে। ঘুষ দিয়ে টেন্ডার ম্যানেজ করা থেকে শুরু করে ভয় দেখিয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ। পরে কাজের পরিধি এবং মাত্রা বেড়েছে। এখন ভাড়াটে লোক দিয়ে মারধোর থেকে খুন পর্যন্ত করিয়ে দিতে জানে। বছর তিনেক আগে দানু নামে এক সাপ্লায়ারকে গাড়ির ধাক্কায় নয়ানজুলিতে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাসপাতালে যাওয়ার পথেই সেই লোক মারা যায়। গৌর সাহসী হলেও সাবধানী। যে-কোনও কাজের আগে দু'বার ভাবে। যোগ-বিয়োগ করে যাচাই করে নেয় কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না। একমাত্র সে-ই দেবকুমারকে কোনও ব্যাপারে 'না' বলতে পারে। সেই অধিকার তার আছে। এই 'না'-এর জন্য দেবকুমার অনেক সময়ে বিরক্ত হন। রাগারাগি করেন। এমনকী শোনেনও না। তারপরেও গৌর 'না' বলে। দেবকুমার এই অধিকার তার কাছ থেকে কাড়েননি। তারপর একসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, অফিসের দু'-একজন গৌরের নামে সন্দেহের কথা বলতে এলে তাদের ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়েছে। তবে সম্প্রতি একটু ভয় ধরেছে। গৌর তাকে ছেড়ে পালাবে না তো? অনেক ভাবনাচিন্তা করেই দেবকুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই লোকের সঙ্গে আলপনার বিয়ে দেবেন। এতে আলপনা তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে। গৌরও ছেড়ে যাবে না। এবার আলপনাদের বাড়িটা দখলে নিতে হবে। সেই কাজ করবে গৌর। জমি খুব বেশি না হলেও, বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট তোলা যাবে। এতদিন ওই বাড়ির পিছনে যত টাকা ঢালা হয়েছে, ফ্ল্যাট বিক্রি করে তার চেয়ে অনেক বেশি ফেরত আসবে।

সঞ্জীব নায়েকের সম্পর্কে গৌর বোঝানোর চেষ্টা করলেও দেবকুমার

BanglaBook.org

গজগজ করে বললেন, "ও আমরাও পারব। কেন, আমরা করছি না? এক টাকা খরচ করে পাঁচ টাকার বিল বানাই না? কেটেকুটে তিন টাকা তো দেয়।"

গৌর বলল, "স্যার, ওটা আলাদা জিনিস।"

আলাদা জিনিস যে কী, দেবকুমার এখন বুঝতে পারছে। সঞ্জীব নায়েকের কথা ধীরে ধীরে মাথায় ঢুকছে। কথার অর্থ বুঝতে পারছে। প্রস্তাব যতই অবাস্তব, অসম্ভব হোক, ফেলে দেওয়ার মতো নয়। লোকটা ভুল বলছে না।

ঘটনার সূচনা শহিদ ভূপতি সেন কলোনির জমি কেনা থেকে।

খালের উপর ব্রিজ তৈরির বিষয়টা ফাইনাল হওয়ার পরপরই পশ্চিমপাড়ে অনেকটা জায়গা নিয়ে ফেললেন দেবকুমার। নিজের নামে নয়, বেনামে। কাজটা করা হয়েছে গোপনে। এটাও ছিল গৌরের পরামর্শ। সেদিন সবে খবরের কাগজে ব্রিজের টেন্ডার বেরিয়েছে। সকালেই গৌর বাড়িতে হাজির। সে বেশ উত্তেজিত।

"কী ব্যাপার, গৌর? এত সকালে?"

গৌর বলল, "স্যার, ভূপতি কলোনির টেন্ডারটা বেরিয়েছে। খুব ছোট করে বেরিয়েছে। চট করে যাতে নজরে না পড়ে। আমি তো প্রথমটায় দেখতেই পাইনি। এই যে দেখুন।"

খবরের কাগজের পাতা খুলে এগিয়ে ধরল গৌর। দেবকুমার কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলেন।

"জানতাম, দু'-একদিনের মধ্যেই বেরোবে। পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটির লোক আগেই আমাকে খবরটা দিয়ে রেখেছিল। তবে তখন শুনেছিলাম, ফুটব্রিজ হবে। শুধু পায়ে চলার মতো। এখন তো নোটিসে দেখছি, গাড়ি চলাচলের ব্রিজ হচ্ছে।"

গৌর বলল, "শুধু পায়ে চলার ব্রিজ হলে অত কিছু হত না, গাড়ি চলার মতো হবে দেখেই উত্তেজনায় স্যার ফোনটোন কিছু না করে সটান চলে এসেছি। কাজটা স্যার, বড়। আমাদের খুব যত্ন করে করতে হবে। কাজটা ভালমতো করতে পারলে কুমার কনস্ট্রাকশন এক লাফে অনেকটা উঠে যাবে। আপনার সঙ্গে কথাবার্তা সব হয়ে গিয়েছে তো?"

দেবকুমার অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "কথা তো হয়ে আছে। তারপর দেখা যাক। পার্টি অনেক। সকলকে ম্যানেজ করতে হবে।"

BanglaBook.org

গৌর নিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল, "ও হয়ে যাবে। ভূপতি কলোনি আমাদের চেনা জায়গা। কম কাজ তো ওখানে করিনি। রাস্তা, ওয়াটার ট্যাংক, সুয়ারেজ পাইপ, সবই তো হয়েছে। কুমার কনস্ট্রাকশনের গুডউইল আছে।"

দেবকুমার বললেন, "গুডউইল দিয়ে কী হয়? অত কাজ করেছি বলে শত্রুও বেড়েছে। টাকা খাওয়ার লোকও বেড়েছে। তার উপর আজকাল নানাধরনের নিয়মকানুন হয়েছে। সিন্ডিকেটের ঝামেলা আছে। সব পার্টির লোকই তো হাত পাতবে।"

গৌর বলল, "চিন্তা করবেন না। কাজ ঠিক পাওয়া যাবে। আপনি যখন নেমেছেন, তখন কুমার কনস্ট্রাকশন কাজ পাবে না, তা হয় না... কিন্তু আমি স্যার, একটা অন্য কথা ভাবছি। সত্যি কথা বলতে, ওই কারণেই এই সকালবেলা ছুটে এলাম।"

দেবকুমার ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী কথা?"

গৌর গলা নামিয়ে বলল, "স্যার, ব্রিজটা হয়ে গেলে ভূপতি কলোনির ওদিককার জমির অবস্থা কী হবে বুঝতে পারছেন? দাম হু হু করে বাড়বে। খালের পশ্চিমপাড়ের যেসব জমির দিকে এখন তেমন করে কেউ ফিরেও তাকায় না, সেগুলো নেওয়ার জন্য লোকে হুড়োহুড়ি শুরু করবে। আমাদের উচিত এখনই ওখানকার অনেকটা জমি কিনে ফেলা। এখনও মানুষ ব্রিজের খবর পায়নি। পেলেই হামলে পড়বে।"

দেবকুমার স্থির চোখে গৌরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। গৌর ঠিকই বলেছে। বিষয়টা তাঁর আগে বোঝা উচিত ছিল। ব্রিজের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে এদিকটা খেয়াল করেননি। অনেকটা ঘুরপথে যেতে হয় বলে খালের পশ্চিমপাড়ে মানুষ চট করে যেতে চায় না। ফ্ল্যাট প্রায় হয়নি বললেই চলে। পুরনো আমলের যেসব ব্যক্তিগত একতলা-দোতলা বাড়ি ছিল, তাই আছে। জমির দাম তুলনায় বেশ কম। ব্রিজ হলে ছবিটাই বদলে যাবে। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, "ব্রিজের কথা তো এখনই জানাজানি হয়ে যাবে, গৌর। এই তো কাগজেই টেন্ডার নোটিস ছাপা হয়েছে। সকলেই দেখবে।"

গৌর হেসে বলল, "কী যে বলেন স্যার, টেন্ডারের বিজ্ঞাপন পাবলিক কখনও দেখে? তা ছাড়া... তা ছাড়া ভূপতি কলোনির ব্রিজের টেন্ডার তো আজ প্রথম হল না, আগেও হয়েছে। একবার নয়, দু'বার হয়েছে। ব্রিজ শেষ পর্যন্ত হয়নি। মানুষ আর চট করে বিশ্বাস করবে না। ভাববে, এবারেরটাও

BanglaBook.org

সেরকম। এখন হবে বলছে, পরে ঝুলে পড়বে। রাখালের গরুর পালে বাঘ পড়ার মতো।"

দেবকুমার ভেবে দেখলেন, ঘটনা তো তাই। ব্রিজের কথা আগেও বহুবার হয়েছে। আবার আটকেও গিয়েছে।

"তুমি কী বলছ?"

গৌর গলা নামিয়ে বলল, "জমি কিনে রাখতে হবে। এখনই যতটা পারা যায় কিনতে হবে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নামতে হবে।"

"তারপর?"

গৌর বলল, "তারপর আর কী, ব্রিজটা হওয়ার পর যখন দাম বেড়ে যাবে, কুমার কনস্ট্রাকশন ফ্ল্যাট বানাবে। ইচ্ছে করলে প্লট করে জমি বেচবে।"

দেবকুমারের চোখ চকচক করে উঠল। গলায় চাপা উত্তেজনা নিয়ে বললেন, "নজরে পড়ে যাব না? আমি ব্রিজ বানাচ্ছি, আমি জমি কিনে রাখছি, আবার আমি-ই সেই জমি বেশি দামে বেচছি, জানাজানি হয়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে। ভূপতি কলোনির সব পার্টি ঝাঁপিয়ে পড়বে। কে জানে, মিউনিসিপ্যালিটি হয়তো কাজটাই আবার আটকে দেবে।"

গৌর বলল, "স্যার, সেইজন্যই তো বলছি, অন্য নামে কিনতে হবে। এক নামে নয়, তিন-চারটে নামে কিনব। পরে ট্রান্সফার হবে। কেউ টের পাবে না। আপনি শুধু হ্যাঁ বলুন।"

এই পরিকল্পনায় হ্যাঁ ছাড়া অন্য কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে? দেবকুমার বললেন, "তিন-চার নামের কী দরকার গৌর? তোমার নামে কিনলেই তো হয়।"

গৌর একটু চুপ করে থেকে বলল, "না না, স্যার, আমার নামে নয়, আমি বাইরের লোক। এতটা সম্পত্তি বাইরের লোকের হাতে ছাড়বেন না। ব্যবস্থা আমি সব করে দেব। আপনি স্যার অন্য কারও নাম ভাবুন..."

দেবকুমার হেসে বললেন, "তুমি বাইরের লোক কেন হবে গৌর? কুমার কনস্ট্রাকশনকে এই জায়গায় নিয়ে আসার ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার বুদ্ধি কম কীসের? আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।"

"তবু স্যার..." গৌর মাথা নামিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল।

দেবকুমার এবার জোরের সঙ্গে বললেন, "কোনও তবু নয়। সত্যি যদি জমি কেনা হয়, তোমার নামেই হবে। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।"

BanglaBook.org

গৌর মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "আপনি যা ভাল বুঝবেন," তারপর হেসে বলল, "পরে আমি গোলমাল করলে কিন্তু কিছু বলতে পারবেন না। আমি বলে রাখলাম।"

দেবকুমার বললেন, "কিন্তু টাকা যে অনেকটা লাগবে। কোথা থেকে পাব? অল্প কয়েক কাঠা হলে একটা কথা ছিল।"

কথার মাঝখানেই গৌর বলল, "না স্যার, ওভাবে নয়। মাত্র কয়েক কাঠায় লাভ হবে না। নিলে অনেকটা নিতে হবে। এরকম সুযোগ চট করে আসবে না। ভিতরে খানিকটা গেলে একটা দিঘি আছে, পুরনো বাগানবাড়ি আছে। তা ছাড়া ফাঁকা জমি আছে এখনও। সেই সঙ্গে প্রাইভেট বাড়িও নিতে হবে। ভেঙে জমি করে নেব। অল্পে হবে না। আপনি স্যার, টাকা জোগাড় করুন।"

দেবকুমার বিড়বিড় করে বলেছিলেন, "দেখছি।"

গৌর বলল, "স্যার, সময় নিয়ে দেখলে হবে না। ব্রিজের খবর জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর কারও মাথায় একই বিজনেস ক্লিক করতে পারে। পারে কেন, করবেই। মালদার পার্টি হলে তারাও টাকার বস্তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

দেবকুমার বললেন, "তুমি বেশি ভাবছ গৌর।"

"না স্যার, বেশি ভাবছি না। আপনি পরে দেখবেন। তখন মনে হবে কম ভেবেছি। সবচেয়ে বড় কথা হল, এখানে জমি কেনাটা কোনও সমস্যা হবে না। আমার কাছে খবর আছে, এখন অনেকেই পশ্চিমপাড়ের জমি-বাড়ি ছেড়ে দিতে চাইছে। অতটা ঘুরপথে ঢুকতে হয়, কে যাবে?"

পরদিন থেকেই গৌর নেমে পড়েছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অনেকটা জমি কিনেও ফেলা হল। শুধু যে খালি জমি কেনা হয়েছে, এমন নয়। দিঘি, বাগান, পুরনো বাড়িও নেওয়া হয়েছে। যেখানে নিজেরা কথা বলে হয়নি, গোপনে লোকাল পার্টির ছেলেদের কাজে নামানো হয়েছে। এদিকে যেখানে যা যা ব্যবস্থা করলে কাজ হয়, সেই ব্যবস্থা করে ব্রিজ তৈরির বরাতটাও জোগাড় করে ফেললেন দেবকুমার। মাপজোকের কাজ শেষ করে এখন দু'পাশে মাটি খুঁড়ে পিলার তৈরির কাজ চলছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, শহিদ ভূপতি সেন কলোনির পশ্চিমপাড়ে ফ্ল্যাট তৈরির কাজ কুমার কনস্ট্রাকশন নিজেরাই করবে। শেষপর্যন্ত পরিকল্পনা বদল করে সঞ্জীব নায়েকের সঙ্গে

BanglaBook.org

কথা হয়। সঞ্জীব নায়েকের সিলভার গ্রুপ কোম্পানি রিয়েল এস্টেটের কাজে খুব নাম করেছে। সেই কারণেই তাদের সঙ্গে মিলে কাজটায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিক একটা চুক্তিও হয়েছে। জমি দেবকুমারের, প্ল্যান বের করা থেকে শুরু করে এলাকার যাবতীয় ঝুটঝামেলা সামলানোর দায়িত্ব তাঁর। টাকা খরচ করে বাড়ি বানিয়ে বিক্রি করবে 'সিলভার গ্রুপ।' দেবকুমারের আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, খানিকটা কাজ নিজেরা স্বাধীনভাবে করতে। গৌর তাঁকে বাধা দিয়েছে।

"স্যার, ওরা এই বিজনেসটা জানে। বিক্রিবাটার বিষয়টা বোঝে। তা ছাড়া এত বড় কাজে যত টাকার প্রয়োজন, তত টাকা আর আমাদের হাতে নেই। জমি কিনতেই ভাঁড়ার শূন্য।"

দেবকুমার বলেছিলেন, "টাকা জোগাড় হবে। ধারদেনা করে জমি যখন নিতে পেরেছি, তখন ঘরবাড়ি বানাতেও পারব।"

গৌর বলল, "হয়তো পারব। কিন্তু সেটা উচিত হবে না। এই কাজে এক ধরনের পেশাদার দক্ষতা লাগবে। একটা-দুটো ফ্ল্যাটবাড়ি হলে কথা ছিল। এত বড় কাজ একসঙ্গে সামলানোর জন্য অভিজ্ঞতা চাই। সেটা সঞ্জীব নায়েকের 'সিলভার গ্রুপ'-এর আছে। ওরা মহেশতলা, বারাসাত, বহরমপুরে এই ধরনের কাজ করেছে।"

দেবকুমার বললেন, "একটা পার্ট কি আমরা নিজেরা করতে পারি না?"

"পারব না কেন? পারব। তবে জিনিসটা একটা প্রোজেক্ট হিসেবে দেখাটাই বুদ্ধিমানের হবে না? কাজ হয়ে গেল, আমরা হাত ধুয়ে ফেললাম। কেউ জানতেও পারবে না।"

দেবকুমার আর আপত্তি করেননি। সিলভার গ্রুপ ঠিক করেছে, শুধু ফ্ল্যাট নয়, শহিদ ভূপতি সেন কলোনির এই অংশে তারা নার্সিং হোম, শপিং মল, সিনেমা হল, স্কুলবাড়িও বানাবে। কোনওটা নিজেরা চালাবে, কোনওটা বানিয়ে বিক্রি করে দেবে। তবে কৌশলগত কারণে কাজ এখনই শুরু হবে না। ব্রিজটা আর-একটু তৈরি হয়ে যাক। তারপর 'সিলভার গ্রুপ' প্ল্যান জমা করবে। প্ল্যান পাশ হয়ে গেলে শুরু হবে বিজ্ঞাপন। খুব বেশি দেরি নেই। সামনে মিউনিসিপ্যালিটির ভোট আসছে, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সকলেই চাইছে, তার আগে ব্রিজটা মোটামুটি একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। ভোটারদের কাছে যেন বলা যায়। দেবকুমারও ভেবে রেখেছেন, সেই

BanglaBook.org

সময় 'সিলভার গ্রুপ'-এর প্ল্যানও মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বের করে নেবেন। এর জন্য টাকাপয়সা যা খরচ করতে হয় করা হবে। কোনওরকম কার্পণ্য করা হবে না। ভোটের সময় পার্টির টাকাপয়সাও লাগবে। তাতেও থাকবে দরাজ হাত। এত বড় প্রোজেক্ট বলে কথা! কাজের সময় খুচরো-খুচরো টাকাপয়সা দেওয়ার চেয়ে একসঙ্গে বড় টাকা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এরই মধ্যে হঠাৎ আজ ডেকে পাঠিয়ে সঞ্জীব নায়েকের এই অদ্ভুত প্রস্তাব! জায়গার নাম বদলাতে হবে।

শহিদ ভূপতি সেন কলোনি নামের জায়গায় নাকি ব্যাবসা হবে না। কলোনি শুনে মানুষ নাক সিঁটকোচ্ছে। জিজ্ঞেস করছে, কলোনি মানে তো জবরদখল করা জায়গা। এটাও সেরকম নয় তো? জমির কাগজপত্র ঠিক আছে তো? এ-ব্যাপারে নিশ্চিত করা গেলে অন্য হাজার প্রশ্ন তুলছে। কলোনি এলাকায় কতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে? নিশ্চয়ই জমি নিচু। বর্ষার জলে ডুবে যায়। রাস্তাও কি ছোট? কলোনিতে রাস্তা আর কত চওড়া হবে? গাড়ি ঢুকবে কি? খসড়া প্ল্যান দেখিয়ে এসব যদি বা সামলানো যাচ্ছে, নাম নিয়ে আপত্তি কাটছে না কিছুতেই। কয়েক লক্ষ টাকার ফ্ল্যাট কেনার পর যদি বলতে হয়, কলোনিতে থাকি, সেটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। কিন্তু সল্ট লেক একসময় কী ছিল? কী ছিল নিউ টাউন? নোনা জলের ভেড়ি আর আবর্জনার ঘাঁটি। সেই সঙ্গে নিচু জমির খেত। শুধু কলকাতা কেন? মুম্বই, দিল্লিতেও ঝোপজঙ্গল, পাহাড় কেটে ফ্ল্যাট হয়েছে। মানুষ কোটি টাকা দিয়ে কিনছে। এসব যুক্তিতে নাকি সম্ভাব্য ক্রেতাদের মন টলেনি। রিপোর্ট তাই বলছে। নতুন কোনও জায়গায় ফ্ল্যাট কিনতে আপত্তি নেই, বরং শহর থেকে দূরে হলেই ভাল। কিন্তু পুরনো কলোনির মধ্যে ঢুকতে চাইছে না অনেকেই। নতুন চেহারা পেলেও নয়। শুধু কলোনি নয়, সিলভার গ্রুপকে ঝামেলায় ফেলেছে শহিদ ভূপতি সেনও। ঠিকানায় শহিদ শব্দটা শুনে সকলের জিজ্ঞাসা, ভূপতি সেন কে? স্বাধীনতা সংগ্রামী? কই, এমন নাম তো ইতিহাস বইয়ে নেই। পাড়ার গুন্ডা-টুন্ডা নয় তো? অনেক সময় কোনও গুন্ডা-মস্তান পুলিশের এনকাউন্টারে মারা গেলে শাগরেদরা জোর করে এলাকার নামের সঙ্গে তার নামটাও জুড়ে দেয়। এ ব্যাপারে কড়া মনোভাব নিয়েছে কলকাতার এক নামকরা প্রাইভেট স্কুল। সিলভার গ্রুপ তাদের কাছে জমি বিক্রির প্রস্তাব

BanglaBook.org

নিয়ে গিয়েছিল। তারা খুবই উৎসাহ দেখিয়েছে। জমি ঠিকঠাক হলে তারা নেবে। নিজেরাই বাড়ি বানিয়ে স্কুলের ব্রাঞ্চ খুলবে। কলকাতার পূর্ব দিকে তারা ব্যাবসা ছড়াতে চায়। মনের মতো জমি পাচ্ছে না। জমি পছন্দ হলে দাম সমস্যা হবে না। তবে শহিদ ভূপতি সেন-এ তাদেরও আপত্তি। ভূপতি সেন যদি নামকরা কেউ হত ঠিক আছে। হয়তো স্কুলের সামনে মূর্তিও বসানো যেত। কিন্তু হেঁজিপেঁজি কেউ হলেই সমস্যা। এখন জানা না গেলেও একদিন না-একদিন ফাঁস হবেই। নামী স্কুলের সঙ্গে এই ধরনের নাম জড়িয়ে গেলে গুডউইল নষ্ট হতে পারে। 'সিলভার গ্রুপ' এত বড় পার্টিকে হাতছাড়া করতে চায় না। কাছাকাছির মধ্যে বড় স্কুল থাকলে জমি-বাড়ির দাম অনেকটা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। তারা সব খোঁজখবর নিয়ে আবার স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে যায়। তাকে জানায়, লোকাল গোলমাল নয়, ভূপতি সেন মারা গিয়েছিলেন পুলিশের গুলিতে। স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেন, "তাতে কী হয়েছে? ওয়াগন-ব্রেকাররাও পুলিশের গুলিতে মারা যায়। আপনারা বরং অন্য কোনও জায়গা হলে আমাদের জানাবেন। সরি, আমরা কোনও কনফিউশনের মধ্যে যেতে পারব না।"

এর পরই মার্কেটিং ডিভিশন রিপোর্ট পাঠিয়েছে, জায়গার নাম বদলাতে না পারলে এই প্রোজেক্ট লাভজনক হচ্ছে না।

অফিসে সঞ্জীব নায়েকের বসার জন্য দুটো চেয়ার। একটা নরম গদির, একটা শক্ত কাঠের। আরামের জন্য গদির চেয়ারে নানারকম কলকবজার ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছেমতো ঘুরপাক খাওয়া যায়, দোলা যায়। চাইলে পিছন দিকে অনেকটা হেলিয়ে শুয়ে পড়া যায়। সঞ্জীব নায়েক নরম চেয়ারে বসতে পছন্দ করেন। জটিল ভাবনাচিন্তার সময় চেয়ারে বসে হাল্কা দুললে মাথা খোলে। অনেকদিনের অভ্যেস। ইদানীং সেই অভ্যেস বদলাতে হয়েছে। স্পন্ডিলাইসিসের জন্য চিকিৎসক নরম চেয়ারে বসা নিষিদ্ধ করেছেন। শুধু নরম চেয়ার বারণ হয়নি, বসার কায়দাতেও বদল আনতে হয়েছে। তাঁকে বসতে হয় পিঠ সোজা করে। স্কুলের ছাত্রদের মতো। সঞ্জীব নায়েক শক্ত চেয়ার এনেছেন, তবে পাশ থেকে গদির চেয়ার সরাননি। কোনও কোনও সময় ইচ্ছে হলে সেটাতেই বসেন। আজ যেমন বসেছেন। বসে হাল্কা-হাল্কা দোল খাচ্ছেন।

এই দোল খাওয়া দেবকুমার পছন্দ করছেন না। মিটিংয়ের সময় চেয়ারে

BanglaBook.org

বসে দোল খাওয়ার মধ্যে উল্টো দিকের মানুষদের প্রতি একধরনের অবজ্ঞার ভাব দেখানো হয়। কিন্তু এখন সামান্য অবজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নয়।

সঞ্জীব নায়েক শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, "আপনি এত চিন্তা করবেন না। প্রপার লোককে অ্যাপ্রোচ করলে হয়ে যাবে। রাস্তার নাম বদলাতে পারলে, পার্কের নাম বদলাতে পারলে, একটা এলাকার নাম বদলানো যাবে না কেন?"

এতক্ষণ পর গৌর মুখ খুলল। বলল, "আসলে স্যার, এই ধরনের কাজ তো আমাদের আগে কখনও করতে হয়নি।"

সঞ্জীব নায়েক মৃদু হেসে বললেন, "এত বড় প্রোজেক্টের সঙ্গেও তো আগে কখনও জড়াননি। সবই তো প্রথমে করতে হয়। চেষ্টা করে দেখুন না। আগেই পারবেন না বলে হাত গুটিয়ে নিলে কী করে হবে?" একটু থেমে সঞ্জীব নায়েক আবার বলতে শুরু করলেন, "আমি অপটিমিস্টিক মানুষ। আশাবাদী না হলে বিজনেস চলে না। শুধু রিয়েল এস্টেট কেন, কোনও কিছুই চলে না। যেমন, রাস্তা তৈরির সময় সামনে কোনও অবস্ট্রাকশন পেলে আপনারা কি হাত গুটিয়ে থাকবেন? গিয়ে বলবেন, কাজটা আমরা পারব না, আমাদের অর্ডার ক্যানসেল করুন? করবেন না। একটা অলটারনেটিভ ওয়ে বের করার চেষ্টা করবেন। দেখুন না, এর মধ্যেই আমরা ক'টা নাম ভেবে ফেলেছি। যেমন ধরুন... যেমন ধরুন, গ্রিন ভার্জ বা ওয়াটার এন্ড গ্রিন... আচ্ছা, গ্রিন স্কাইলাইন কেমন? আমার তো বেশ ভাল লাগছে। স্কাইলাইনের সঙ্গে গ্রিনটা নতুনরকম। যদি চান গ্রিন ইস্টও করতে পারেন। শহরের পূর্বদিক তো। তবে যাই করুন, গ্রিন রাখতেই হবে। গ্রিন হচ্ছে এখন ইন থিং। সবুজ, পরিবেশ, ওয়াটার বডি না বললে প্রপার্টি বিক্রি করা কঠিন," কথা থামিয়ে জোকার পেপার ওয়েট দিয়ে শহিদ ভূপতি সেন কলোনির রিপোর্ট চাপা দিলেন সঞ্জীব। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ফাইন, তা হলে আজ এই পর্যন্ত। আপনারা ভাবনাচিন্তা করুন। তবে প্লিজ, বেশিদিন নয়। একটা প্রোজেক্ট নিয়ে আমরা পড়ে থাকতে পারব না।"

সঞ্জীব নায়েকের অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে অনেকটা পথ চুপ করে বসে রইলেন দেবকুমার। গৌর উশখুশ করতে লাগল। দেবকুমার বললেন, "কী বলতে চাও?"

BanglaBook.org

"স্যার, সঞ্জীব নায়েক কথাটা ভুল বলেনি। ওদের রিপোর্ট ঠিক আছে। কলোনি, শহিদ, এসব শুনলে অনেকেই পিছিয়ে যাবে।"

দেবকুমার বললেন, "কেন? ওখানে কেউ থাকে না? কত বড়-বড় মানুষ তো থাকে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টারমশাই, লিডার, কে নেই?"

গৌর বলল, "আপনি একটু ভাল করে ভেবে দেখুন, স্যার। যারা অনেকদিন আগে থেকে রয়ে গিয়েছেন, ঠিক আছে... নতুন করে কেউ কেন ঢুকতে যাবে?"

দেবকুমার বললেন, "বাজে কথা। কম দামে ফ্ল্যাট পেলে কলোনি কেন, এঁদো পুকুর নাম থাকলেও ঢুকে যাবে।"

গৌর বলল, "ওইটাই তো কথা। দাম। সঞ্জীব নায়েক কম দামে বিজনেস করতে চায় না। দাম যদি বেশি হয় আমাদেরই তো লাভ। স্যার, আপনি চেষ্টা করুন।"

দেবকুমার চুপ করে রইলেন। সঞ্জীব নায়েকের 'চেষ্টা করার' বিষয়টা মাথায় ঘুরতে শুরু করেছে। কাজটা হবে না। তবু দেখতে হবে। নির্মল চক্রবর্তীকে ধরতে পারলে হত। সে-ই এখন ভূপতি কলোনির সর্বেসর্বা। বড় নেতা। তার উপর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। সেখানে এই ধরনের একটা কথা যদি উনি তুলে দেন... সমস্যা হচ্ছে, লোকটা কড়া টাইপের। দেবকুমারের মতো লোকদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে চায় না। যদি বা একে-ওকে ধরে সেটা জোগাড় করা যায়, এই প্রস্তাব শোনার পর ঘর থেকে বের করে দেবে না তো? মনে হয় দেবে।

দেবকুমার নিচু গলায় বললেন, "চেয়ারম্যানের সঙ্গে একবার কথা বললে কেমন হয়, গৌর?"

"চেয়ারম্যান সাহেব? খুব ভাল হয়।"

"লোকটা টেটিয়া। তবে এই মুহূর্তে ভূপতি কলোনিতে পলিটিক্যালি সবচেয়ে পাওয়ারফুল। আমার মতো চুনোপুঁটির সঙ্গে কথা বলবে না।"

গৌর একটু চুপ করে থেকে বলল, "এমন কেউ নেই, যিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেবেন? ওঁর পার্টির কেউ?"

দেবকুমার জানালা দিয়ে গাড়ির বাইরে তাকালেন। শেষ বিকেলের কলকাতা শহর থম মেরে আছে। একটু পরে শুরু হবে ঘরে ফেরার ব্যস্ততা। দেবকুমারের এই ব্যস্ততা নেই। মুম্বইয়ে থাকতে কোনও কোনও দিন ইচ্ছে

BanglaBook.org

করত, তাড়াতাড়ি ফিরি। রুক্মিণীর কারণেই করত। ফিরেও লাভ হত না। রুক্মিণীর ফিরতে ফিরতে রাত গড়িয়ে যেত। ফোন করলে বাড়ি ফিরে রাগ করত। কোনও কোনও দিন সেই রাগ সীমা ছাড়িয়ে যেত। এমন চিৎকার করত যে, দেড় কামরার ছোট ফ্ল্যাটে টেকা দায় হত। রুক্মিণী নেশা করে ফিরত।

"কাজের সময় বারবার ফোন করো কেন? বারণ করেছি না?"

দেবকুমার বলতেন, "বারবার তো করিনি! দু'বার করেছি। কখন ফিরবে জানতে ফোন করেছিলাম।"

"আমি কি স্কুলে পড়ি? নাকি তুমি আমার গার্জেন যে, কখন বাড়ি ফিরব জানাতে হবে?"

"এত রাগ করছ কেন? তোমাকে ফোন করাটা অন্যায় নাকি?"

"তুমি আমাকে ন্যায়-অন্যায় শেখাবে? যদি সেরকম মনে করো, তা হলে ভুল ভাবছ। আমি সেরকম বউ নই যে, স্বামীর পায়ের কাছে বসে হাতজোড় করে তার কাছ থেকে শিক্ষা নেব।"

দেবকুমার নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। বলেন, "বলছি তো, এত উত্তেজনার কিছু নেই। বললেই হয়, কাজ ছিল।"

রুক্মিণী চিৎকার করে বলে, "না, কাজ ছিল না। আমি এমনি বসেছিলাম। তোমার বোধ হয় জানা নেই, যারা ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সট্রার কাজ করে, তাদের বেশির ভাগ সময়টাই বসে থাকতে হয়। প্রোডিউসার, ডিরেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, অ্যাসোসিয়েশনের নেতা, সকলের কাছে এমনিই বসে থাকতে হয়।"

দেবকুমার নরম গলায় বললেন, "বসে থাকতে হলে থাকবে। আমি কি আপত্তি করেছি?"

রুক্মিণী আঙুল তুলে বলল, "তুমি আপত্তি করার কে?"

দেবকুমার মেজাজ ধরে রাখতে পারতেন না। খানিক পরে তিনিও গলা তুলতেন।

"আমি কে মানে! আমি তোমার স্বামী!"

রুক্মিণী চাপা গলায় হিসহিস করে উঠত, "এই সব বস্তাপচা সিনেমার ডায়লগ আমাকে শোনাতে আসবে না। স্বামী হিসেবে গার্জেনগিরি দেখাতে চাইলে তোমার অন্য কাউকে বিয়ে করা উচিত ছিল। এখন দেরি করে আসছি, এর পর রাতে ফিরব না। মনে রেখো, ফ্ল্যাটটা আমার। না পোষালে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করো।"

BanglaBook.org

এর পর মাঝে মাঝেই রাতে বাড়ি ফেরা বন্ধ করে দিয়েছিল রুক্মিণী। দেবকুমারও সন্ধের পর এদিক-ওদিক চলে যেতেন। কোথাও যেতে না পারলে জুহু বিচে গিয়ে বসে থাকতেন একা। ঋষির জন্মের পর কিছুদিন রুক্মিণীর বাড়িতে মন হয়েছিল। সময়ও দিয়েছে। তা-ও বেশিদিন নয়। ততদিনে দেবকুমার নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। আলাদা বাড়িরও খোঁজ নিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অতটা পর্যন্ত আর গড়ায়নি। তার আগেই রুক্মিণীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ভাড়া-ফ্ল্যাট মালিককে ফিরিয়ে সে চলে যায় ছেলেকে নিয়ে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পাট চুকেবুকে গিয়েছে দেবকুমারের।

বিয়ের পর-পর কল্পনা দু'-একবার জিজ্ঞেস করত, কখন ফিরবে। প্রথমে ঠান্ডা গলায়, পরে কঠিন ধমকে তাকে বারণ করে দিয়েছেন দেবকুমার, "এসব আদিখ্যেতা করবে না। আমি পছন্দ করি না।"

দেবকুমার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। গৌরের কথায় জানালা থেকে মুখ ফেরালেন।

"স্যার, একটা কথা বলব?"

দেবকুমার ভুরু কোঁচকালেন। গৌর বলল, "আপনি একবার বামাপদ রায়ের কাছে যাবেন? ওঁকে একবার বলে দেখুন না, উনি যদি চেয়ারম্যানের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের একটা ব্যবস্থা করে দেন। তা ছাড়া উনি বললে কাজটা যদি হয়।"

দেবকুমার গৌরের মুখের দিকে তাকালেন। না, এই লোককে আর বেশিদিন বাইরে রাখা যাবে না। ব্যবসায় এই লোকের বুদ্ধি দিন-দিন খেলছে। যে-কোনও দিন কামড় বসাবে। ইতিমধ্যে বসাতে শুরু করে দিয়েছে কি না কে জানে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় না যে এমন নয়। কাজের বরাত থেকে শুরু করে টাকা-পয়সার অনেকটা এই লোকের হাতে। জানতে হবে সত্যি নখ-দাঁত শানিয়েছে কি না। জড়িয়ে নিতে হবে। ঘরে 'লোক' বসাতে হবে। আলপনা সেই 'লোক' হবে। নিয়মিত খবরাখবর দেবে। গৌরের কথার কোনও উত্তর দিলেন না দেবকুমার। একটু চুপ করে থেকে চাপা গলায় বললেন, "গৌর, অনেকদিন তো হল, এবার একটা সংসার করো। সব সময় কাজ-কাজ করে তো মাথাটা খারাপ করে ফেলবে।"

গৌর হেসে বলল, "এই দিব্যি আছি, স্যার। আপনাকে কাজকর্মে সাহায্য করতে পারছি। ওসব ঝামেলায় আর জড়াব না।"

BanglaBook.org

দেবকুমার মাথা নেড়ে বললেন, "আর না বললে হবে? আমার শালিকে যে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি।"

গৌর শিউরে উঠল, শালি! দেবকুমার কার কথা বলছে? আলপনা?

দেবকুমার একটু হেসে বললেন, "চুপ করে আছ কেন? মেয়েটি ভাল। শান্তশিষ্ট। গুণ হল, যা বলবে, যেভাবে বলবে, সেভাবে মানিয়ে চলবে। ঘরে একজন মেয়েমানুষ থাকা ভাল। বয়স হলে বুঝবে।"

রাগে, ঘেন্নায় গৌরের গা শিরশির করে উঠল। মানুষটা যে কতটা খারাপ সে জানে। এখন মনে হচ্ছে, সবটা জানে না। না হলে নিজের রক্ষিতাকে কর্মচারীর ঘরে তুলে দিতে চাইছে! তারপর? তারপর ইচ্ছে হলেই হাজির হবে। ম্যানেজারকে দরজার বাইরে পাহারায় বসিয়ে তার বউকে ঘাঁটাঘাঁটি করবে। আবার অন্য মতলবও করতে পারে। ম্যানেজারকে গেঁথে রাখতে চায়। দেবকুমার কী মনে করে? গৌর কিছু বোঝে না? নিজেকে অতিরিক্ত চালাক ভাবার এটাই সমস্যা। গৌরের দিক থেকে দেখলে অবশ্য সুবিধেই হয়েছে। এতদিন ধরে সে যে কুরে-কুরে খাচ্ছে, হারামজাদা বুঝতেও পারে না। প্রতিটা কাজ থেকে তার আলাদা কমিশন সরানো থাকে। এই যে সুন্দরবনের কাজ নিয়ে গোলমাল, গোটাটা তার বানানো। হারামজাদা বুঝতে পেরেছে? সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। ঘুষের অ্যামাউন্ট বাড়লেই কাজ ছেড়ে দেবে। এক হাত কুমার কনস্ট্রাকশনের হয়ে ঘুষ দেবে, অন্য হাত তার ভাগ নিয়ে আসবে। এরকম কত জায়গায় যে করা আছে! হারামজাদাটা সন্দেহ করছে না তো? শালি কাম রক্ষিতাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে নজরদারি করতে চাইছে? হতেও পারে। তবে শুধু ব্যাবসার ঘাঁতঘোঁত নয়, দেবকুমারের বাড়ির লোক থেকে শুরু করে দরোয়ান, ড্রাইভার, মালির সঙ্গেও তার যোগাযোগ। তারা খবর পাচার করে। একটা অসহায়, দুর্বল পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে গোটা ফ্যামিলিটাকে কীভাবে ব্ল্যাকমেল করছে, সব জানা আছে। ওদের বাড়ি-জমি হাতানোর ব্যবস্থাও করেছে। সে করুক। তাতে লাভ আছে। এই লোক যে কাজই করুক, সেখান থেকেই পয়সা গৌর দাসের সিন্দুকে ঢুকছে। কিন্তু এই বিয়ে-বিয়ে খেলার মানে কী! সন্দেহ? যদি তাই হয়, দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের এবার থামার সময় হয়ে এসেছে।

দেবকুমার চোখ নাচিয়ে বললেন, "কী হল গৌর? তা হলে কথা বলি?

BanglaBook.org

অবশ্য কথা বলারই বা কী আছে? তোমার মতো পাত্র পেলে ওরা বর্তে যাবে।"

গৌর রাগ গোপন করে বলল, "সংসার-টংসার বড় গোলমাল জিনিস, স্যার। এই তো কাজকর্ম নিয়ে ভাল আছি।"

দেবকুমার বললেন, "আরও ভাল থাকবে। এখন বাইরে থেকে কাজ করছ, এর পর কুমার কনস্ট্রাকশনের ভিতর থেকে কাজ করবে।"

গৌর চুপ করে রইল। মনে মনে বলল, বেচারি দেবকুমার। গৌর দাস কত ভিতর থেকে কাজ করবে, ক'দিন পরেই টের পাবে বাছাধন। সঞ্জীব নায়েকের সঙ্গে প্রোজেক্টটা পাকতে দাও। টাকা ব্যাংকে পড়ুক। জমির মূল অংশটা যেহেতু গৌর দাসের নামে রয়েছে, টাকার সিংহভাগও পড়বে তার অ্যাকাউন্টে। তখন হারামিটা বুঝতে পারবে, গৌর কতটা বাইরের আর কতটা ভিতরের লোক।

গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যালে আটকেছে। দেবকুমার আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। গৌর ঠিকই বলেছে, বামাপদ রায়ের কাছে যেতে হবে।

৭

বামাপদ রায় নিজের ঘরে আধশোওয়া হয়ে আছেন। বাঁ-হাত দিয়ে মুখের কাছে বই ধরা। বইয়ের নাম 'ফল অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন'। কেউ এলে বইটা উল্টে পাশে রাখছেন। এমনভাবে রাখছেন, যাতে নামটা পড়া যায়। বামাপদবাবুর পিঠের নীচে দুটো বালিশ। কপালে ব্যান্ডেজ। ডান হাতটা একটা দড়ি দিয়ে গলায় ঝোলানো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, চোট বড় রকমের। তার উপর দাড়ি কামাননি। না-কাটা পাকা দাড়ি, উসকোখুসকো চুলে তাকে আরও অসুস্থ দেখাচ্ছে।

বামাপদ রায়ের চোট বড় কিছু নয়। হুমড়ি খেয়ে পড়ার কারণে কপাল কেটেছে। কোমরে সামান্য লেগেছে। বাঁ-পায়ের হাঁটু ছড়ে গিয়েছে। ডান হাতের কনুইয়ে ব্যথা পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন ধরাধরি করে তাঁকে বাজারের পাশে মণি ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে নিয়ে যায়। মণি ডাক্তারের পুরো নাম মণীন্দ্রনাথ। এই ডিসপেনসারি ভূপতি কলোনির সবচেয়ে পুরনো

BanglaBook.org

এবং প্রথম ডাক্তারখানা। বলা যায়, তিন পুরুষের ডিসপেনসারি। মণিবাবুর ঠাকুরদা ফণীন্দ্রচন্দ্র নাথ এই ডিসপেনসারি চালু করেছিলেন। সকলে বলত, ফণিবাবুর ডিসপেনসারি। তিনি এমবিবিএস পাশ করা অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন না। ছিলেন হোমিওপ্যাথ। ভূপতি কলোনির বাসিন্দাদের তখন ছোটখাটো ইমারজেন্সি চিকিৎসার জন্যও কলকাতায় ছুটতে হত। কাটা, পোড়া সামলানোর মতো চটজলদি কোনও জায়গা ছিল না ধারেকাছে। তার উপর সাপের উপদ্রব ছিল। খালের আশপাশে ছিল তাদের আখড়া। বছরে একটা-দুটো কামড়ের ঘটনা ঘটত। কাছাকাছি অ্যান্টিভেনাম নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গোড়ার দিকে এই ধরনের বসতিতে পাড়াগাঁয়ের চেয়েও বেশি সমস্যা হয়। জায়গাগুলো না শহর, না গ্রাম হয়ে দরকচা মেরে থাকে। ফণিবাবু মানুষের অসুবিধের কথা মাথায় রেখে বাজারের পাশে ছোট ঘর নিয়ে ডিসপেনসারি খুললেন। নিজে হোমিওপ্যাথ হলেও জরুরি সময়ে ফার্স্ট এড দিতেন। প্রয়োজন হলে ইনজেকশনও। বসতি রক্ষার আন্দোলনে ফণিবাবুর বিশেষ ভূমিকা ছিল। লড়াই, আন্দোলনে ক্লান্ত, আহতদের এই ডিসপেনসারি ছিল আশ্রয়। শোনা যায়, গায়ে গুলি লাগার পর ভূপতি সেনকে নাকি এখানেই প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়। শোওয়ানো হয়েছিল কাঠের বেঞ্চে। বেঞ্চ রক্তে ভেসে যায়। এত বড় আঘাত সামলানোর অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা, কোনওটাই ফণিবাবুর ছিল না। এদিকে লোকেরা চিৎকার করছে, "ডাক্তারবাবু, কিছু একটা করুন। ভূপতিবাবুকে বাঁচান।"

হতচকিত ফণিবাবু সেদিন বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। শরীর থেকে গুলি বের করার ট্রেনিং তাঁর নেই। তিনি হাতের কাছে যতটা তুলো পেলেন চেপে ধরলেন। সেই তুলো নিমেষে রক্তে ভেসে গেল। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ভ্যান নিয়ে পুলিশ চলে আসে। খানিকটা জোর করেই ভূপতি সেনকে তুলে নিয়ে চলে যায় কলকাতার হাসপাতালে। প্রথম ক'টা দিন পুলিশ স্বীকার করতে চায়নি, ভূপতি সেন পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। সাংবাদিকদের বলেছিল, কলোনির অনেকেই অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। আনাড়ি হাতে সেগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে নিজের গায়ে গুলি লেগে গিয়েছে। পরে অবশ্য সত্যি জানাতে বাধ্য হয়।

ফণিবাবুর মৃত্যুর পর ডিসপেনসারিতে কিছুদিন বসেছিলেন বড় ছেলে ননীভূষণ। তিনি বড় ডাক্তার। হাড়ের বিশেষজ্ঞ। ননী নাম তাঁর মোটেই পছন্দ

BanglaBook.org

ছিল না। লিখতেন 'ডক্টর ভূষণ'। একসময় তিনি ভূপতি কলোনির পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। তবে বাবার ডিসপেনসারি একেবারে ত্যাগ করলেন না। রবিবার সকালে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য এসে বসতেন। একজন কম্পাউন্ডার রেখে দিয়েছিলেন। সে থাকত। বাবার স্বপ্নতে বাতি জ্বালিয়ে রাখার মতো। তবে বাতি বেশিদিন জ্বলেনি। একসময় ডিসপেনসারি বন্ধ হয়ে গেল। আবার এসে খুলেছেন ননীভূষণের মেজো পুত্র মণীন্দ্র। তিনিও ডাক্তার, তবে কোনও কিছুর বিশেষজ্ঞ নন। ফলে তেমন নামডাকও নেই। বছর খানেক হল সম্পত্তি ভাগাভাগিতে কলকাতার বাড়ি বড় ভাইকে দিয়ে ভূপতি কলোনির পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছেন। মানুষটা অন্য রকম। ডাক্তারিকে শুধু পেশা হিসেবে দেখেন না। কোথাও একটা দায় রয়েছে বলে মনে করেন। ঠাকুরদার ধাঁচ পেয়েছেন। ইচ্ছে করলে এই মান্ধাতা আমলের ডিসপেনসারি ছেড়ে ভাল কোনও চেম্বার করতে পারতেন। করেননি। সকালে এক ঘণ্টা, বিকেলে এক ঘণ্টা নিয়ম করে ডিসপেনসারিতে বসেন। তারপর হাবড়া না অশোকনগরের হাসপাতালে চলে যান সরকারি চাকরি করতে। ভূপতি কলোনিতে ডিসপেনসারি না হোক, ওষুধের দোকান বেশ কয়েকটা আছে। তার মধ্যে নামীদামি কোম্পানির দোকানও রয়েছে। ছোটখাটো ইমারজেন্সির কাজ এখন সেখানেই হয়ে যায়। এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি-র জন্য ল্যাবরেটরি, ক্লিনিক হয়েছে অনেক। এত সকালে সেসব খোলে না। বামাপদকে হাতের কাছে ফণি ডাক্তারের ডিসপেনসারিতেই নিয়ে যাওয়া হল। ঠাকুরদার আমলের বেঞ্চে শুইয়ে মণিবাবু পরীক্ষা করলেন।

"ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। তা-ও আমি লিখে দিচ্ছি, পরে কোমর আর পায়ের একটা এক্স-রে করে নেবেন।"

বামাপদ রায় আলতো কাতরে বললেন, "ডাক্তার, আবার ওসব ঝামেলার দরকার কী? দু'-চার দিন তেল মালিশেই ঠিক হয়ে যাবে। পুলিশের লাঠি-খাওয়া শরীর। বারবার যদি এক্স-রে করতে হত, তা হলে তো ফতুর হয়ে যেতাম। তা ছাড়া সে সুযোগই বা কোথায় ছিল? লুকিয়ে বেড়াতে হত।"

মণিডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, "এখন তো আর সে পরিস্থিতি নেই বামাপদবাবু। এখন আপনাদের লুকিয়ে বেড়াতে হয় না। বরং মানুষ খাতির-যত্ন করে।"

BanglaBook.org

বামাপদ রায় বললেন, "খাতির তখনও করত। মুখে বলার সাহস পেত না। আরে বাবা, চুরি-ডাকাতি তো করতাম না। যা করেছি, মানুষের মঙ্গলের জন্য করেছি।"

ডাক্তার তুলোয় ওষুধ দিয়ে হাঁটুর ক্ষত মুছতে মুছতে খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "মঙ্গল কি একটুও হয়েছিল?"

নিজের বিষয়ে ঢুকতে পেরে বামাপদ খুশি হলেন। শুয়ে শুয়েই বললেন, "আরও খানিকটা সময় পেলে হয়তো হত। সেই সময় পেলাম কই? হয় জানে মেরে দিল, নয় জেলে পচিয়ে দিল।"

ডাক্তার মুখ টিপে হেসে বললেন, "আপনারাও তো সময় নেননি। পরে যখন ছাড়া-টাড়া পেলেন তখনও তো নতুন করে ভাবতে পারতেন। তা না করে, বিপ্লবের পাততাড়ি গুটিয়ে অনেকেই বিলেত আমেরিকা ছুটলেন। যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরা নানাধরনের কম্প্রোমাইজ় করলেন। সেই কম্প্রোমাইজ়ও অনেক সময়ই নীতি, আদর্শচ্যুত।"

বামাপদ বললেন, "বাঃ, আপনার তো এসব বিষয়ে বেশ উৎসাহ আছে!"

মণিডাক্তার লজ্জা পাওয়া গলায় বললেন, "উৎসাহ কিছু নয়, পত্রপত্রিকা পড়ে যতটা হয়।"

বামাপদ ভুরু কুঁচকে বললেন, "রাজনীতি করতেন নাকি?"

"খেপেছেন? ডাক্তারিটাই ভাল করে করতে পারলাম না। তারপর আবার রাজনীতি!"

বামাপদ হেসে বললেন, "একদিন আমার এখানে আসুন না। পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করব।"

ডাক্তার ভয় পাওয়ার ভান করে বললেন, "ওরে বাবা, আপনার সঙ্গে পলিটিক্স নিয়ে তর্ক! বাপ রে, তার চেয়ে ছুরি-কাঁচি-ইনজেকশন অনেক সহজ," একটু থেমে বললেন, "যাব একদিন। তর্ক নয়, গল্প শুনতে যাব। কী হয়েছিল আজ? এই বয়সে হঠাৎ খেপে গেলেন কেন?"

বামাপদ রায় একটু থমকে গেলেন। ডাক্তার মুখে যা-ই বলুক, ভিতরে রাজনীতি আছে। সেই রাজনীতি চায়ের দোকানে বসে রাজা-উজির মারা নয়। পড়াশোনা আছে, নিজের বোধ-বিশ্বাস আছে। ভবিষ্যতে এর সঙ্গে সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। বামাপদ হাসার চেষ্টা করলেন। বললেন,

BanglaBook.org

"আজকালকার ছেলে-ছোকরারা যেমন হয় আর কী, বাপের পয়সায় মোটরবাইক কিনে ফুটানি মারে। প্রোফেসর মুনশির রিকশায় মারল ধাক্কা। হারামজাদাকে ধরতে পারলে কান ধরে ওঠবোস করাতাম।"

মণিডাক্তার এবার টেটভ্যাক ইনজেকশন দিতে দিতে বলল, "কী করবেন বলুন বামাবাবু, সময়টাই তো পাল্টে যাচ্ছে।"

বামাপদ সূচের ব্যথা সামলে চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, "তা কেন? আমাদের সময়েও কি খারাপ ছেলে ছিল না? ছিল তো বটেই। তারপরেও তো আমাদের মতো বহু ছেলেপিলে মানুষের মুক্তির জন্য ঘর-সংসার, সুখ-বিলাস সব ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পড়েনি? আসলে কী জানেন ডাক্তারবাবু, ইয়ং জেনারেশনকে সঠিক পথ দেখানোর মতো লিডারের বড্ড অভাব হয়ে গিয়েছে। ছেলেদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।"

ডাক্তার সিরিঞ্জ ফেলে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে মুচকি হেসে বলল, "আপনাদের পথ কি ঠিক ছিল?"

বামাপদ কোমরের ইনজেকশন দেওয়া জায়গা ডলতে ডলতে উঠে বসলেন। বললেন, "পথটা ঠিক ছিল না হয়তো, লক্ষ্যটা ঠিক ছিল।"

ডাক্তার হেসে বললেন, "ঠিক আছে, একদিন এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। এখন যান, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। এই ট্যাবলেট দু'টো রাখুন। কিছু খেয়ে তারপর খাবেন। ব্যথার ওষুধ। রাতে আর-একটা খাবেন, ব্যস, কাল সকাল থেকে একেবারে ফিট। কপালের ব্যান্ডেজটা বাড়ি গিয়ে খুলে ফেলবেন। কাটাটা দু'-একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। তবে ডান হাতটা দু'দিন রেস্টে রাখবেন। যদি ইচ্ছে হয়, গলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে নেবেন। আমি দেব?"

বামাপদ হাত তুলে বললেন, "ওরে বাবা, না, না। লোকে ভাববে বিরাট কিছু হয়েছে। আমি আগে বাড়ি গিয়ে কপালের ব্যান্ডেজ খুলব। আরে মশাই, আমার কি এসব সয়? জেলে ওষুধই বা কোথায় ছিল, তুলোই বা কোথায় ছিল?"

বাড়ি ফিরে কপালের ব্যান্ডেজ খোলা তো দূরের কথা, ডান হাতটাও গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়েছেন বামাপদ। তারপর বিরাট কিছু হয়েছে ধরনের ভাব নিয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝেই লোক আসছে। খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে। টেলিফোন আসছে। ভাল লাগছে। খুবই ভাল লাগছে। বামাপদ রায়

BanglaBook.org

যে ভূপতি কলোনির আর-পাঁচটা মানুষের একজন নয়, তাঁর যে আলাদা একটা ভ্যালু রয়েছে, তাঁর ব্যাপারে যে অনেকে উদ্বিগ্ন, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। সেই কারণেই ভাল লাগছে। খবর ভালই ছড়িয়েছে। খবরে রং-ও লেগেছে। লোকে বেশি বেশি করে বলছে। এটাও ভাল ব্যাপার। পাবলিকের বেলায় এটা হয় না। ফোনে একজন জিজ্ঞেস করল, "দাদা, মাথায় নাকি দুটো স্টিচ হয়েছে?"

বামাপদ 'না' বলতে গিয়ে চুপ করে গিয়েছেন। তাচ্ছিল্য করার ভঙ্গিতে বলেছেন, "আরে, ছাড়ো ওসব! একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে কাশীপুরের গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির উঁচু দেওয়াল থেকে এমন আছড়ে পড়েছিলাম যে, মাথায় ছ'টা সেলাই দিতে হল। আর সেই সময়কার সেলাই মানে তো বোঝো, মোটা সূচ আর মোটা সুতো।"

কথা শেষ করে গলা তুলে হেসে উঠলেন বামাপদ।

'ভূপতি কলোনি স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব'-এর সেক্রেটারি শিবু ফোন করেছিল। শিবু বামাপদ রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। একসময় ক্লাবের নাম ছিল 'ভূপতি কলোনি কালচারাল ক্লাব।' সরকারের কাছ থেকে খেলাধুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুদান পাওয়া যেত। সব মিলিয়ে পরিমাণটা মোটা। সরকারে পালাবদলের পর অফিসাররা বলল, সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, এখন আর নাচ-গান-নাটকের ক্লাবকে খেলাধুলোর অনুদান দেওয়া হবে না। নাচ-গান-নাটকের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে যাও। ফুটবল কেনার টাকা নিয়ে তোমাদের কী হবে? তোমাদের লাগবে হারমোনিয়াম। তার চেষ্টা করো। তোমাদের ক্লাবের নাম আমাদের লিস্ট থেকে বাদ গেল। ক্লাবের মাথায় পড়ল বাজ। সরকারি অনুদান বন্ধ হলে ক্লাব টিকিয়ে রাখা কঠিন। তারা অফিসারদের বোঝানোর চেষ্টা করল অনেক। ক্লাবের নামে 'কালচার' শব্দটা থাকলেই যে ওখানে শুধু নাচ-গান হয়, তা নয়। এই ক্লাব আসলে খেলাধুলোই করে। বিভিন্ন টুর্নামেন্টে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসে। নামের সঙ্গে ক্লাবের অ্যাক্টিভিটির যে মিল থাকতেই হবে, এমন নয়। বরং উল্টোটাই। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতো। 'আমরা সবাই স্পোর্টিং ক্লাব'-এ কি পুজো হয় না? শুধু স্পোর্টস হয়? অথবা 'শক্তি সংঘ'? সেখানে শক্তি বাড়ানোর জন্য কি কেবল শরীরচর্চাই চলে? সেখানে পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণে গানবাজনা নেই? অফিসাররা এসব কথা কিছুতেই বুঝবে না।

BanglaBook.org

আসলে ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইছিল না। রাজনৈতিক কারণ ছিল। এই ক্লাবের বেশিরভাগ সদস্যই নাকি একসময় শাসকদলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করেছে। তারাই প্যাঁচ দিয়ে টাকাপয়সা বন্ধ করেছে। শেষ পর্যন্ত শিবু গিয়ে ধরল বামাপদ রায়কে। তিনি সরকার পক্ষের দলকে ধরে অফিসারদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে দিলেন। ক্লাবের নামের সঙ্গে 'স্পোর্টস' শব্দটাও যুক্ত হল। অনেকে মনে মনে রাজি না থাকলেও বামাপদ রায়ের অনুরোধ ফেলতে পারল না। বামাপদ বলেছিলেন, "খেলাধুলোর মধ্যে এত দলাদলি এনো না। এতে জাতটারই ক্ষতি হবে।"

এখন যারা ক্ষমতায় তারা বলল, "আগে ওরা কী করেছিল?"

"ওরা ভুল করেছিল বলে তোমরাও করবে?"

"এ তো শিশুশিক্ষা হয়ে গেল। এতে রাজনীতি চলবে, বামাদা? তবে আপনি বলছেন বলে মেনে নিলাম।"

সেই থেকে শিবুরা বামাপদ রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা ঠিক করেছে, আগামী বছর দুর্গাপুজোর বাজেট থেকে টাকা বাঁচিয়ে খানিকটা বামাদার সংগঠন 'লড়াই'-কে দান করবে। শিবু খবর পেয়েই ফোন করল।

"পায়ের কোনখানে হাড় ভেঙেছে দাদা? আমি তো বাইরে, ওখান থেকে আমাকে ক্লাবের ছেলেরা ফোন করেছে।"

এখানেও খোলসা করে কিছু বললেন না বামাপদ। অল্প হেসে বললেন, "ভাঙলেই বা কী শিবু? না হয় খুঁড়িয়ে হাঁটব। গোটা দেশটা যেখানে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, সেখানে আমি খোঁড়ালে ক্ষতি কী?"

শিবুর ফোন ছেড়ে বামাপদ রায় নিজের পিঠ চাপড়ালেন। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে ছুটে গিয়েছিলেন! হুমড়ি খেয়ে যে পড়বেন সেটা জানা ছিল না ঠিকই, কিন্তু না ছুটলে তো কিছুই হত না। টাইমিংটাই জীবনে আসল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করা। এই যে সময় বুঝে বিশেষ কোনও রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে 'সর্ব ঘটে কাঁঠালি কলা' ধরনের একটা পথ নিতে পেরেছেন, এটাই বুদ্ধিমানের। এখন যদি নির্দিষ্ট কোনও দল করতেন বা ঘরে বসে যেতেন, তা হলেই সমস্যা হত। খাতির-যত্ন, শ্রদ্ধা-ভক্তিতে ভাগাভাগি হয়ে যেত। এখন বেশ 'সবে আছি, আবার কিছুতে নেই' গোছের ভঙ্গি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়। 'রাজনীতি করি, কিন্তু রাজনীতি করি না' মনোভাবটা এই সময় খুব খাচ্ছে। দল-নিরপেক্ষ রাজনীতিতে মানুষের খুব ইন্টারেস্ট। টাইমিং ব্যাপারটা

BanglaBook.org

কমবয়সে জানা ছিল না। জানা থাকলে ভয়ংকর রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসা যেত। অনেকেই গিয়েছিল। পুলিশের কাছে মুচলেকা লিখে বাবার হাত ধরে মুসৌরি-শিলং চলে গিয়েছিল। জেলের খাবার খেয়ে পেটে স্থায়িভাবে রোগের ডিপো বাঁধাতে হয়নি। যাই হোক, আগে হয়নি বলে এখনও হবে না, তার কোনও মানে নেই। আজকের লাফঝাঁপ, তেড়ে যাওয়া, কপালের ব্যান্ডেজে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে যাতে মনে হচ্ছে, প্রাক্তন বিপ্লবী বামাপদ রায় সামান্য হোঁচট খেয়ে পড়েননি, তাঁর গুরুতর কিছু ঘটেছে।

নির্মল চক্রবর্তী আর রাধানাথ মাইতিকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হলেন বামাপদ। দলের মধ্যে এরা দু'জন দুই গোষ্ঠীতে। সাধারণত একসঙ্গে কোথাও যান না। বামাপদ রায়কে দেখতে এসেছেন। এটা ভাল। তার মানে তিনি সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য।

নির্মল চক্রবর্তী হেসে বললেন, "আপনার আবার কী হল বামাদা! এই বয়সে মাথা গরম?"

রাধানাথও কৌতুক করে বললেন, "আরে, এরা হল মাথা গরমের মানুষ। একসময় মাথা গরম করে কী না করেছে! এ তো সামান্য। তাই তো বামাদা? ঠিক বলছি না?"

বামাপদ সোজা হয়ে বসে বললেন, "আহা, আপনারা আবার কাজকর্ম ফেলে ছুটে এলেন কেন? নিজের মতো করে যদি একটু বসেন... আপনাদের বসানোর মতো ভাল চেয়ার, সোফা তো আমার ঘরে নেই..."

মোড়া টেনে বসতে বসতে নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "আমাদের অত লাটসাহেব ভাববেন না। আপনার মতো জেল না খাটলেও, আমরাও মাঠে-ঘাটে ঘুরেই রাজনীতি করেছি। মিটিং করতে গিয়ে চাটাই পেতে ঘুমিয়েছি।"

খাটের একপাশে বসে রাধানাথ বললেন, "আমাকে যে কতবার খড় বিছিয়ে শুতে হয়েছে। একটা সময় পড়ে থাকতাম কেশপুরের দিকটায়। এখান থেকে লিডাররা তো পাঠিয়ে দিয়েই খালাস। কোথায় শোব, কী খাব, তার কোনও খবরও রাখত না। অবশ্য সেই সময় অত ব্যবস্থাই বা করবে কী করে? পার্টি তখন অপোজিশনে। গ্রামের লোকেরাও আমাদের থাকতে দিতে সাহস পেত না।"

BanglaBook.org

নির্মলবাবু রাধানাথের কথার মাঝখানেই বলল, "ঘটনাটা কী হয়েছিল বলুন তো?"

বামাপদ রায় সতর্ক হলেন। আর-পাঁচজনের মতো এদের কাছে ঘটনা বানিয়ে বা বাড়িয়ে বলা ঠিক হবে না। এরা সব খবর পাবে। হয়তো এতক্ষণে ফোন-টোন করে জেনেও এসেছে। ডাক্তারও হয়তো রিপোর্ট দিয়েছে, 'আঘাত তেমন কিছু নয়।' না দিলেও পরে দেখা হলে বলে দেবে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বলে কথা। রাধানাথও ভূপতি কলোনির মাতব্বর। এদের কাছে মিথ্যে বলা মানে বোকামি। এদের অন্য দিক থেকে ধরতে হবে।

"আরে বাবা, কিছুই হয়নি। আপনারা তো সব শুনেছেন।"

নির্মলবাবু বললেন, "তা-ও, আপনার মুখে শুনতে চাই।"

বামাপদবাবু সংক্ষেপে ঘটনা বললেন। তাঁকে কেউ মারধোর করেনি। মোটরবাইক রিকশায় ধাক্কা মেরে পালাচ্ছিল। তাই দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি। দোকান থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়েছিলেন। তারপর তাড়া করেন। খানিকটা গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। তাতেই লেগেছে। আঘাত বেশি নয়।

নির্মলবাবু দু'পাশে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বললেন, "ইনজুরি বেশি না কম, এটা কোনও কথা নয়, বামাদা। ভূপতি কলোনিতে এসব কী উপদ্রব শুরু হয়েছে?"

রাধানাথ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "শুরু হল বলছেন কেন? আগেও তো বহুবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। রেকলেস ড্রাইভিং নিয়ে আমরা রোজ কমপ্লেন শুনি। রাস্তাগুলো যথেষ্ট চওড়া নয়, তারপরেও যদি জোরে গাড়ি চলে, তা হলে কী অবস্থা হয়? সেদিন স্কুলবাস পর্যন্ত কাকে যেন ধাক্কা মারছিল। মিউনিসিপ্যালিটিকে বলে কোনও লাভ হয়নি।"

নির্মল চক্রবর্তী অবাক গলায় বললেন, "মিউনিসিপ্যালিটি কী করবে? সেখানে তো ট্রাফিক পুলিশ নেই।"

রাধানাথ ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, "কী করবে, সেটা মিউনিসিপ্যালিটির মাথাব্যথা। ট্রাফিক পুলিশ বসাতে না পারুক, রাস্তাগুলো চওড়া তো করতে পারে। কনজেস্টেড জায়গাগুলোতে বাম্প করতে পারে। তাতে গাড়ির স্পিড কমবে।"

BanglaBook.org

নির্মলবাবু রাধানাথের প্রস্তাব উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "ওতে কিস্যু হবে না। ভূপতি কলোনিতে কত গাড়ি বেড়ে গিয়েছে, দেখছেন না? রাস্তা চওড়া করলে এর কোনও সুরাহা হবে না।"

রাধানাথ বললেন, "গাড়ি তো বাড়বেই। সব জায়গাতেই গাড়ি বাড়ছে, এখানেও বাড়ছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এখানে একটাও গাড়ি ছিল কি না সন্দেহ। এখন সেখানে গাড়ি গুনে শেষ করা যায় না। এটাই তো হবে," একটু থেমে ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, "আপনি কী চান বলুন তো, গোটা দুনিয়া এগিয়ে যাবে, আর শহিদ ভূপতি কলোনি পঞ্চাশ বছর আগের জায়গায় পড়ে থাকবে? এখানে কি ফিটন গাড়ি আর পালকি চালাতে চান?"

নির্মল চক্রবর্তী জোর গলায় কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেলেন। কোনও একটা কারণে রাধানাথ সকাল থেকেই তাকে খোঁচাচ্ছে। বাইরের মানুষের সামনেও থামছে না। ব্যাপারটা কী? ঝগড়া চাইছে? নির্মলবাবু শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, "পালকিও একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলত। শুধু গাড়ির সংখ্যা বাড়লেই এলাকার ডেভেলপমেন্ট হয় না। ডিসিপ্লিন বিষয়টাও ডেভেলপমেন্টের মধ্যে পড়ে রাধানাথবাবু।"

রাধানাথ বললেন, "এসব তত্ত্বের কথা কে শুনবে? তাতে র‍্যাশ ড্রাইভিং কমবে?"

দু'জনের ঝগড়া খানিকটা উপভোগই করলেন বামাপদ রায়। এবার বললেন, "আমার মনে হয়, সমস্যাটা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সমস্যাটা গাড়ি, মোটরবাইক নিয়ে নয়, সমস্যাটা বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে। দিনে দিনে মানুষ অধৈর্য, বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে। সেই মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। আজ গাড়ি চালানো নিয়ে পড়েছে, কাল আচরণে পড়বে। সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। তাদের প্রতিবাদ করতে হবে।"

রাধানাথের চোখমুখই বলছিল বামাপদ রায়ের কথা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। বললেন, "প্রতিবাদটা কীভাবে হবে? গাড়ি ভাঙচুর করে? অ্যানারকি?"

বামাপদ হেসে বললেন, "তা কেন? আমি যেমনভাবে করলাম। মোটরবাইকের ছেলেটি অন্তত বুঝে গেল, ভূপতি কলোনিতে এসে বেয়াদপি করলে তাড়া খেতে হবে।"

রাধানাথ 'হো হো' আওয়াজে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন,

BanglaBook.org

"বামাদা, আপনি কোন জগতে পড়ে আছেন? আপনি কি ভেবেছেন সব বেয়াদপকে আমরা তাড়া মেরে বেড়াব?"

নির্মল চক্রবর্তী সিরিয়াস মুখে বললেন, "সত্যি তো, একটা সচেতনতা প্রয়োজন। এখন এসব আলোচনা থাক। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন বামাদা। সত্যি যদি এলাকার মানুষকে নিয়ে এ ধরনের বিষয়ের উপর সেমিনার, নাগরিক সম্মেলন-টম্মেলন ধরনের কিছু করতে চান, বলবেন। আমরা অ্যারেঞ্জ করব। আপনি এবার বিশ্রাম নিন।"

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন নির্মলবাবু। রাধানাথ বললেন, "ওসব আলোচনা-টালোচনায় কিছু হবে না। খালের ব্রিজটা হলে ভূপতি কলোনির পশ্চিমপাড়টা জাতে উঠবে। এলাকাটা ছড়াবে। লোক, গাড়ি, সব কিছুর চাপ কমবে। এটাই একমাত্র সলিউশন।"

বামাপদ প্রশংসা করার ঢঙে বললেন, "এটা আপনারা একটা ভাল কাজ করছেন। ব্রিজটা হওয়া খুব দরকার ছিল।"

নির্মলবাবু বললেন, "অনেকদিনের ডিমান্ড ছিল। আগের আমলে তো হয়ইনি, আমরাও পারছিলাম না। শেষপর্যন্ত অনেক ছোটাছুটি করে ব্যবস্থা হয়েছে। এতে ওইদিকের লোকজনের খুব সুবিধে হল। না হলে অনেকটা ঘুরপথে বাইপাসে উঠতে হয়।"

বামাপদ বললেন, "আমিও কয়েকবার গিয়ে ঝামেলায় পড়েছি। রিকশা আসতে চায় না।"

নির্মলবাবু হেসে বললেন, "এবার আর কোনও সমস্যা হবে না। রিকশা তো পারবেই, গাড়িও যাতায়াত করবে।"

রাধানাথ মুচকি হেসে বললেন, "ওদিকে এবার একটু জমি নিয়ে নিন বামাদা। এখনও দাম কম। ছোট একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলবেন। সামনে একফালি বাগান। এই দেড় কামরার ঘরে কতদিন পড়ে থাকবেন?"

বামাপদ রায়ের কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। রাধানাথ ঠাট্টা করছে! আসলে চেয়ারম্যান বেশি পাত্তা দেয় বলে হিংসে করে। নিজেকে দ্রুত সামলালেন বামাপদ। এতে অপমানিত হওয়ার কোনও মানে হয় না। এ হল নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি। রাধানাথের কথায় রাগ করাটা বোকামি। কাল যে এই লোক নির্মল চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেবে না, তা কে বলতে পারে? কেউ পারে না। হয়তো ভূপতি কলোনিতে সে-ই হবে সবচেয়ে ক্ষমতাবান।

BanglaBook.org

তখন? বামাপদ হেসে বললেন, "আমার বাড়ি কিনে কী হবে? সইবে না। জেলের ন'ফুট বাই ছ'ফুট সেলে দিনের পর-দিন থেকেছি। তা-ও আবার একা নয়, দু'জনে। একটা আস্ত বাড়ি হলে সামলাতে পারব না।"

রাধানাথ বলল, "এক সময় কষ্ট করেছেন বলে এখনও করতে হবে?"

বামাপদ হেসে বললেন, "কষ্ট কেন বলছেন? বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম, তার জন্য দাম দেব না, তা কি হয়? আমরা এটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম। বরং এক ধরনের গর্ব বোধ করতাম।"

নির্মল চক্রবর্তী এবারে বাধা দিলেন। বললেন, "এবার চলুন, রাধানাথবাবু। কাজ আছে। বামাদা, আপনি সাবধানে থাকবেন। দরকার হলে বলবেন। আর-একটা কথা..." থমকে রাধানাথের মুখের দিকে তাকালেন চেয়ারম্যান। তারপর বললেন, "আপনার ওষুধ-টষুধ যা লাগে আমরা ব্যবস্থা করব। ডাক্তার বলল, এক্স-রে করতে হবে। আপনি মিউনিসিপ্যালিটির ক্লিনিকে চলে আসবেন, আমার বলা থাকবে।"

বামাপদ হেসে বললেন, "আরে দূর বাবা, ওসব কিছু লাগবে না।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "তা-ও করিয়ে নেবেন। বয়স হয়েছে।"

দু'জনে চলে যেতে বামাপদ একটু চোখ বুজেছিলেন। কপালের কাটা জায়গায় একটা চিনচিনে ব্যথা আছে। থাকুক। দিনটা ভাল যাচ্ছে। ঘটনাটা বেশ ভালই প্রচার হয়েছে। পার্টির দু'জন এতবড় নেতার বাড়ি পর্যন্ত চলে আসা কম কথা নয়। কপালের সামান্য ব্যথা তো কিছুই নয়, বড় কোনও আঘাত হলেও হাসিমুখে মেনে নেওয়া যেত। মনটা ফুরফুরে লাগছে। বামাপদ রায় চোখ বুজে সম্মেলনের কথা ভাবতে লাগলেন। চেয়ারম্যানের প্রস্তাব সত্যি হলে মন্দ হয় না। সম্মেলন-টম্মেলন করে একটা স্থায়ী প্ল্যাটফর্মও বানিয়ে ফেলা যেতে পারে। একটা সংগঠনের মতো। বিভিন্ন ধরনের ইশ্যু নিয়ে সংগঠন কাজ করবে। রাজনীতির সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। অথচ নেতারা পিছন থেকে মদত দেবে। 'লড়াই'-এর মতো এর জন্যও কিছু-কিছু টাকা জোগাড় করা যাবে। দুটো পথে আয় হলে ক্ষতি কী? এটা নিয়ে দ্রুত চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাজার গরম থাকতে থাকতে। রাধানাথটার আড়ালেই করতে হবে। হারামজাদা বাগড়া দেবে। এই ধরনের একটা সংগঠন থাকলে পলিটিক্যাল লিডারদেরই লাভ। তারা নানাভাবে সাহায্য নিতে পারবে। যেসব ঘটনায় দলের ফ্ল্যাগ,

BanglaBook.org

ফেস্টুন নিয়ে ঢোকা যাবে না, সেখানে এই নাগরিক মঞ্চের নামে ঢুকে পড়তে পারবে। আজকাল জিনিসটা খুব চলছে। ভাবতে ভাবতে বামাপদবাবু বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। উঠে বসলেন। তখনই ঘরে ঢুকল অর্পণ। ফ্ল্যাটের দরজা ইচ্ছে করেই খোলা রাখা আছে। অর্পণের সঙ্গে তার বয়সি একটি মেয়ে। প্যান্ট-শার্ট পরা, সুন্দর দেখতে। মেয়েটির হাতে কাগজের বাক্স। বোঝাই যাচ্ছে, খাবারদাবার আছে। বামাপদ খুশি হলেন, তবু বিরক্তির ভান করে বললেন, "এসব আবার কী! এগুলো এনেছ কেন?"

অর্পণ বলল, "কিছু নয়। ঐশানি আপনার জন্য ক'টা স্যান্ডউইচ এনেছে। আজ তো আপনি বাজারও করতে পারেননি, রান্নাবান্না হয়নি নিশ্চয়ই। বাইরে গিয়েও খেতে পারবেন না।"

বামাপদ হেসে বললেন, "ঐশানি! বাঃ, সুন্দর নাম তো!"

অর্পণ হেসে বলল, "শুধু সুন্দর নাম নয়, সুন্দর ইন্টারভিউও নেয়। আপনাকে যে ওয়েব ম্যাগাজিনের কথা বলেছিলাম, সেটা ও-ই দেখে। এডিটর বলতে পারেন। সকালের ঘটনা শুনে বলল, আমি একবার দেখা করতে যাব। আমি বললাম চল, বাইকটা নিয়ে চট করে ঘুরে আসি।"

বামাপদ বললেন, "বোসো ঐশানি, নিজের মতো করে বোসো। ঘরটা অগোছালো। একা মানুষ। তোমাকে নিশ্চয়ই এই ছেলে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলেছে, আর তুমিও অতদূর থেকে ছুটে এসেছ।"

ঐশানি সুন্দর করে হাসল। বলল, "না না, বাড়িয়ে বলবে কেন? আমার অনেক দিন থেকে শখ, আপনি আমাদের ম্যাগাজিনে কিছু লিখুন, লেখার সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ। আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। একটা সুযোগ হয়ে গেল। সুযোগটা যদিও ভাল সময়ে হল না। এই স্যান্ডউইচ ক'টা খেয়ে নেবেন।" সামনের টেবিলে বাক্সটা রাখল ঐশানি।

বামাপদ ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, "আমাকে দেখার হঠাৎ শখ হল কেন? আমি তো ফিল্মস্টার নই বাপু!"

ঐশানি একটা টুল টেনে বসে পড়েছে। অর্পণ খাটের একপাশে বই-খাতা, চাদর সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। বলল, "ঐশানির কাছে স্টারের চেয়েও আপনি বেশি। ঐশানির বড়মামা আপনাদের রাজনীতি করত।"

বামাপদর ছেলেমেয়ে দু'টিকে বেশ লাগছে। একটু আগেই মণিডাক্তারকে

BanglaBook.org

এই যুগের ছেলেমেয়ে নিয়ে গালাগালি দিচ্ছিলেন। সকলেই একরকম নয়। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, "তাই নাকি!"

অর্পণ ঐশানির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে, বল না!"

ঐশানি মুখ নামিয়ে কোলের উপর রাখা ব্যাগটাকে নাড়াচাড়া করে আবার মুখ তুলল। বলল, "আমি বড়মামাকে দেখিনি। আমার জন্মের দশ বছর আগেই মারা যান। মায়ের কাছে গল্প শুনেছি।"

বামাপদ বললেন, "রাজনীতি করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।"

বামাপদ বললেন, "পুলিশের গুলি?"

ঐশানি বলল, "না, গুন্ডাদের হাতে। বরানগরের রতনবাবু রোডে। লাঠি আর ভোজালি দিয়ে মেরেছিল। পুলিশ পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। হাসপাতালে নিয়ে যেতে পর্যন্ত দেয়নি।"

বামাপদ মুখ দিয়ে চুক-চুক করে আওয়াজ করে অস্ফুটে বললেন, "তখন আমাদের লোকদের মেরে ফেলার এটাও একটা কায়দা ছিল। পুলিশ গুলি খরচ করত না। পলিটিক্যাল গুন্ডাদের নিয়ে দল তৈরি করেছিল। তাদের দিয়ে আমাদের খুন করাত।"

পরিবেশটা খানিকটা ভারী হয়ে গেল। তিনজনে খানিকটা চুপ করে থাকার পর অর্পণ হেসে পরিস্থিতি হাল্কা করল। বলল, "বামাদা, আপনি হঠাৎ খেপে গেলেন যে? এই বয়সে অমন লাফ দিয়ে ছুটে যাওয়ার কোনও মানে আছে! নিজের কথাটা তো ভাববেন। আরও বড় কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারত।"

ঐশানি মুখ ফিরিয়ে বলল, "সকলে নিজের কথা ভাবে না, অর্পণ।"

বামাপদ ঐশানির মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, "ঐশানি ঠিক বলেছে। সকলে নিজের কথা ভাবলে কীভাবে চলবে? কাউকে না-কাউকে তো প্রোটেস্ট করতে হবে। আমি যদি তেড়ে না যেতাম, স্কাউন্ড্রেলটা আরও সাহস পেয়ে যেত। শুধু একটা উচ্ছৃঙ্খল মোটরবাইক চালককে ভয় দেখানো নয়, আমি চেয়েছিলাম, আমার তাড়া করা দেখে আরও পাঁচজনের মনে সাহস আসুক। আজ না পারুক, ভবিষ্যতে যেন এরকম কোনও ঘটনা দেখলে তারাও প্রোটেস্ট করে।"

ঐশানি গদগদ মুখে বলল, "বাঃ, খুব সুন্দর বলেছেন!"

BanglaBook.org

বামাপদ বুঝতে পারলেন ঐশানি মেয়েটিকে তিনি মুগ্ধ করতে পারছেন। এই মেয়ে যদি তার একটা ইন্টারভিউ ধরনের কিছু নেয়, ভাল হবে। বললেন, "সুন্দর-অসুন্দর জানি না, যেটা মনে হয়েছে, সেটাই বললাম। আমাদের রাজনীতিটা তো তাই ছিল। প্রতিবাদের রাজনীতি। এখন সবটাই আপসের। সেদিন যখন তোমার বড়মামাকে ওরা মারছিল, একজন মানুষও প্রোটেস্ট করেনি। সাহস পায়নি। প্রোটেস্ট করলে যদি মরতে হয়! ঠিকই, সেদিন মরতে হত। কিন্তু গুন্ডারা পরের খুনটা করার আগে দু'বার ভাবত," কথাটা বলে বামাপদ হাসলেন। বললেন, "এই রে, আবার লেকচার শুরু করে দিয়েছি।"

অর্পণ বলল, "না না, আমাদের খুব ভাল লাগছে।" ঐশানি বলল, "ইশ, আমি যদি টেপ রেকর্ডারটা আনতাম! খুব আফসোস হচ্ছে।"

অর্পণ বিরক্ত গলায় বলল, "আনলি না কেন?"

ঐশানি অপরাধীর মতো বলল, "আমি কি জানতাম...? ভেবেছিলাম, একজন আহত মানুষকে দেখতে যাচ্ছি... মোবাইলে তুলব।"

বামাপদ রায় চোখ বড়-বড় করে বললেন, "অ্যাই, এখন ওসব নয়, পরে হবে। কী ভেবেছিলে, এসে দেখবে হাতে স্যালাইন, মুখে অক্সিজেনের নল?" কথাটা বলে আওয়াজ করে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "প্রেসিডেন্সি জেলের একুশ নম্বর ওয়ার্ডে কমরেডরা আমাকে পণ্ডিত বলে ডাকত। পণ্ডিতদের মতো সুযোগ পেলেই লেকচার দিতাম। কোনও সাবজেক্টই বাদ দিতাম না। জেলবন্দিদের অধিকার থেকে পার্টির খতম লাইন, সব নিয়ে বকবক করতাম।"

অর্পণ বলল, "সে তো করবেনই। দাদা, আপনি তা হলে লিখছেন তো?"

বামাপদ গলায় ঝোলানো ডান হাতটা তুলে বললেন, "লিখব কী করে? একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়েছে।"

কথাটা ঠিকমতো বলতে পেরে ভাল লাগল বামাপদর। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে নয়, ভঙ্গিটা এমন করা গিয়েছে যেন কেউ মেরেছে। ঐশানি টুল ছেড়ে উঠে সহানুভূতি-মাখা গলায় বলল, "আপনি না হয় সুস্থ হয়ে লিখবেন। সেরকম হলে আমি এসে আপনার ডিকটেশন নিয়ে যাব। সেই সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে।"

বামাপদ গম্ভীর মুখে বললেন, "একটাই কন্ডিশন।"

BanglaBook.org

ঐশানি আগ্রহ নিয়ে বলল, "কী?"

বামাপদ বললেন, "সঙ্গে স্যান্ডউইচ আনতে হবে। রাজি তো?"

তিনজনেই হেসে উঠল। ঐশানি বলল, "বামাদা, আপনার একটা ফোটো তুললে আপত্তি আছে?"

বামাপদ খুশি হলেন। কপালে ফেট্টি বাঁধা অবস্থায় একটা ফোটো থাকলে ভালই হয়। বহুদিন পর এরকম একটা মার খাওয়া ধরনের চেহারা হয়েছে। আবার কবে ফেট্টি বাঁধা হবে কে জানে। মুখে অবশ্য অন্য কথা বললেন, "কেন? আবার ফোটো কীসের?"

অর্পণ বলল, "আপনার ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে যাবে।"

বামাপদ রায় বললেন, "সে যখন ইন্টারভিউ হবে, তখন নিও।"

ঐশানি ব্যাগ থেকে একটা ছোট ক্যামেরা বের করে বলল, "তখন এই ফাইটিং লুকটা থাকবে না।"

বামাপদ ঠোঁটের কোনায় বললেন, "লুক! সেটা আবার কী?"

ঐশানি বলল, "এই যে আপনার ব্যান্ডেজ, ভাঙা হাত, এক গাল দাড়ি, এলোমেলো চুল, এটা পরে তো আর থাকবে না। মেকআপ করে তো এসব হয় না। অথচ আপনার মতো মানুষের জন্য এই চেহারাটাই সবচেয়ে মানানসই। একটা বিপ্লবী-বিপ্লবী ভাব আছে।"

বামাপদ রায় এবার খুশির সঙ্গে মুগ্ধও হলেন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কতদূর ভাবতে পারে!

অর্পণ হেসে বলল, "কিছু মনে করবেন না, বামাদা, আমাদের তো মার্কেটিংটাও দেখতে হবে। ম্যাগাজিনটা লোকে দেখবে কেন? যদি স্ট্রাইক বেশি না হয়, অ্যাড সাপোর্টও পাওয়া যাবে না। আপনার লেখা শুরুর আগে যে প্রোমোশনটা আমরা করব, সেখানে এই ফোটোটাই থাকবে। আপনার এই আহত, বিধ্বস্ত চেহারা দেখে লেখাটা সকলের পড়তে ইচ্ছে করবে।"

বামাপদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, যা তোমরা ভাল বোঝো। আমি কি উঠে দাঁড়াব?"

ঐশানি ক্যামেরাটা চোখের সামনে তুলে বলল, "না না, যেমন আধশোওয়া অবস্থায় আছেন, তেমন থাকুন।"

এদিক-ওদিক থেকে বেশ কয়েকটা ফোটো তোলার পর অর্পণ বইটা হাতে তুলে দিল।

BanglaBook.org

"এবার বইটা পড়ুন, বামাদা। 'ফল অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' লেখাটা যেন দেখা যায়।"

দুই অল্পবয়সি ছেলেমেয়ের ভাবনাচিন্তা দেখে বামাপদ রায়ের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। তিনি বাড়ি ফিরে তড়িঘড়ি আলমারি থেকে বইটা বের করে নিয়েছিলেন। আঁচ করেছিলেন, খবর ছড়িয়ে পড়লে কেউ না-কেউ তাঁকে দেখতে আসবে। এসে তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করবে বামাপদ রায় কীভাবে সময় কাটাচ্ছে। ঘুমিয়ে, না বই পড়ে। বই পড়লে কোন ধরনের বই পড়ছে। ইমেজ তৈরির জন্য এসব গুরুত্বপূর্ণ। আর-পাঁচজন যে ধরনের বই পড়বে, একজন জেলখাটা বিপ্লবী মানুষ নিশ্চয়ই সেই ধরনের বই পড়তে পারে না। আশ্চর্যের কথা, এই ছেলেমেয়ে দু'টি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। তারাও ইমেজের জন্য এই ফোটো তুলতে চায়। চমৎকার! খানিকটা ঘোরের মধ্যেই ক্যামেরার সামনে বই হাতে পোজ দিলেন বামাপদ। অর্পণ বলল, "আমার তো ইচ্ছে হচ্ছে বামাদাকে বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ছবি তুলি। পেছনে বেশ ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো ভূপতি কলোনিটাও বোঝা যাবে।"

ঐশানি উৎসাহ নিয়ে বলল, "খুব ভাল হয়। অর্পণ, তুই বলতে পারবি, কোথায় নিয়ে গেলে ছবিতে জায়গা ঠিকমতো বোঝা যাবে। এখানে কোনও গেট বা মূর্তি আছে কি? ধর, তার সামনে বামাদা দাঁড়ালেন..."

ঐশানির কথা শেষ হওয়ার আগেই বামাপদ রায় হইহই করে উঠলেন, "খেপেছ নাকি তোমরা? কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে বাইরে পোজ দিয়ে ফোটো তুলব? লোকে দেখলে তো ছি ছি করবে। ভাববে, নেতাদের মতো পাবলিসিটি নিচ্ছি।"

ঐশানি বলল, "এর মধ্যে পাবলিসিটির কী আছে? ফোটোতে আপনার সঙ্গে শহিদ ভূপতি সেন কলোনিটাও জড়িয়ে থাকত। ঘটনাটা তো এখানেই হয়েছে।"

বামাপদ একটু শক্তভাবেই বললেন, "না না, আমি এসব করব না। এখানে যা পেলে, তাই যথেষ্ট। না হলে আমাকে ছেড়ে দাও বাপু।"

অর্পণ তাড়াতাড়ি ইশারায় ঐশানিকে বারণ করল। বলল, "ঠিক আছে, এখন যা পেয়েছি, তাই অনেক। আপনাকে কোথাও বেরোতে হবে না। পরে বরং আপনি সুস্থ হলে একদিন বাইরে গিয়ে আপনার ফোটো তুলব। ঐশানির আসলে বেশি উৎসাহ। এই অবস্থায় আপনাকে টেনে বের করতে চাইছে।"

BanglaBook.org

ঐশানি অর্পণের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মাথা চুলকে অপরাধীর গলায় বলল, "সরি, আমি আসলে বামাদার সঙ্গে ভূপতি কলোনিকেও রাখতে চাইছিলাম। একটা ডকুমেন্টেশন হত আর কী!"

বামাপদ হেসে নরম গলায় বললেন, "দূর! সরি-টরির কী আছে! তোমাদের যখন এত উৎসাহ, তোমরা আলাদা করে ভূপতি কলোনি নিয়ে একটা কোনও কাজ করো না। এই জায়গার ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস সহজ নয়। লড়াইয়ের ইতিহাস। যাকে বলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। অর্পণ, তুমি তো এখানকার ছেলে, তুমি তো জানো। বরং আমি পরে এসে শুনেছি। কলকাতাকে কেন্দ্র করে একসময় এরকম কত ছোট ছোট বসতি গড়ে উঠেছিল। তাদের আলাদা-আলাদা ক্যারেক্টার ছিল। মানুষজনের আলাদা আইডেন্টিটি ছিল। বাসিন্দারাও একরকম ছিল না। ধীরে ধীরে কলকাতা সকলকে গিলে ফেলল। সকলেই নিজের পৃথক পরিচয় হারাতে বসল। ফলে সকলে হয়ে গেল কলকাতার মানুষ। মজার কথা, মানুষ তাই চায়। সে-ও চায়, বড়র গায়ে গা ঠেকাতে। আধুনিক নগরজীবন যেমন সুবিধে দেয়, তেমনই সে আলাদা অস্তিত্বকে গলা টিপে হত্যা করে। সব হারিয়ে এলাকাগুলো শুধু নিজের নামটুকু ধরে রাখে। যাদবপুর থেকে বাগুইআটি, সব এক ঘটনা। আমি যতটা জানি, ভূপতি কলোনির বেলাতেও ঘটনা তাই। সে তার ইতিহাস, তার স্বতন্ত্র পরিচয় ভুলতে বসেছে। তোমরা এই জায়গাটার উপর কাজ করো। আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।"

অর্পণ আর ঐশানি মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। যত শুনছিল, তত তাদের চোখ চকচক করে উঠছিল। অর্পণ বলল, "দারুণ হবে, বামাদা। এরকম করে এখানকার কেউ কখনও ভাবেনি। আমরা আমাদের ওয়েব পত্রিকায় একটা বড় ফিচার করব। সারা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে।"

ঐশানী খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "সেই সঙ্গে আমরা যদি একটা শর্ট ফিল্ম বানাই, কেমন হবে? আমাদের ম্যাগাজিনের ব্যানারেই না হয় হবে। সেখানে বামাদা শহিদ ভূপতি সেন কলোনির ইতিহাস বলবেন।"

বামাপদ শুনে খুশি হলেন এবং যথারীতি বললেন, "ও হো, আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন?"

অর্পণ উত্তেজিত গলায় বলল, "এক্সেলেন্ট প্রোপোজাল! কলকাতার চারপাশের এইরকম বসতিগুলো নিয়ে আমরা একটা সিরিজ করতে

BanglaBook.org

পারি। ভূপতি কলোনিকে দিয়ে শুরু করা যাক। কিন্তু ছবিটা দেখাব কোথায়?"

ঐশানি বলল, "কেন, আমাদের ম্যাগাজিনের সঙ্গে অ্যাটাচড করে দেব। সেরকম ভাবে করতে পারলে টিভি চ্যানেলগুলোর কাছে অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে। সবটাই নির্ভর করছে কাজটা কতখানি প্রফেশনাল হয়।"

অর্পণ বলল, "সে না হয় হবে। কিন্তু টাকা কোথায় পাব?"

বামাপদ নিচু গলায় বললেন, "সত্যি যদি তোমরা কাজটা করো, তা হলে আমি না হয় ভূপতি কলোনির হোমড়া-চোমড়াদের বলে কিছু টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে দেব। আমি সিওর, পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটিকে বললে ওরা খরচের একটা বড় পার্ট দিয়ে দেবে। ওদেরও তো পাবলিসিটি হবে।"

অর্পণ বলল, "তা হলে তো আরও ভাল। ভাল করে কাজটা করতে পারি। আপনি নির্মলবাবুকে বললে উনি 'না' করবেন না।"

ঐশানি প্রবল উৎসাহে বলল, "আমার একজন ডিরেক্টর চেনা আছে। বড় নয়, ছোটখাটো ডিরেক্টর। তবে কাজ খুব ভাল করে। কলকাতার রাস্তা নিয়ে ভারী সুন্দর একটা শর্ট ফিল্ম বানিয়েছিল। সেই সময় আমি ওর সঙ্গে টুকটাক কাজ করেছি। তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।"

অর্পণ বলল, "তুই আজই কথা বল। কাজটা করতে সময় লাগবে।"

বামাপদর মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল। আজ দিনটা সত্যি ভাল। কপালের কাটা, হাঁটু ছড়ে যাওয়ার বদলে অনেক প্রাপ্তি হল। ভূপতি কলোনির ইতিহাসের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে একবার ঢুকে পড়তে পারলে অনেক সুবিধে। সত্যি না মিথ্যে এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, কী রইল। একটা ফিল্ম, একটা লেখা মানে থেকে যাওয়া। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "করতে হলে সিরিয়াস ভাবে করতে হবে। তোমরা কথাবার্তা বলো। খরচের কিছুটা, দেখি আমি তুলে দিতে পারি কি না।"

অর্পণরা চলে যাওয়ার মিনিট কুড়ি পরে ডোরবেল বাজল। বামাপদবাবু দরজা বন্ধ করে, হাতের দড়ি খুলে স্যান্ডউইচ খাচ্ছিলেন। বাক্স রেখে তাড়াতাড়ি হাতটা দড়িতে ঝুলিয়ে নিলেন। তারপর দরজা খুললেন।

বিকাশ প্রধান। পরনে অন্যদিনের মতো পায়জামা, পাঞ্জাবি। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। মোটা কালো ফ্রেমের চশমার মধ্যে দিয়ে বামাপদবাবুর

BanglaBook.org

দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, "ও হো, খাচ্ছিলেন? অসময়ে এলাম তো?"

বামাপদবাবু দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আরে, আসুন, আসুন। আমার আবার খাওয়া।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিকাশ প্রধান বললেন, "কেন? বিপ্লবীদের খাওয়া কি অপরাধের মধ্যে পড়ে?"

বামাপদ হেসে বললেন, "তা একরকম পড়ে বই কী! অন্তত জেলে তো তাই দেখতাম।"

বিকাশ প্রধানের বয়স পঞ্চাশের খানিকটা বেশি। একসময় ভূপতি কলোনির সাত নম্বরের ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ছিলেন। নাটকের নেশা। রাজনীতিতে প্রবেশও নাটকের হাত ধরে। প্রথমে পার্টির কালচারাল ফ্রন্টের দায়িত্বে ছিলেন। পরে পার্টি তাঁকে মূল স্রোতে নিয়ে এসে ভোটে দাঁড় করাল। পরপর দু'বার জিতলেন। ততক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটি নির্মল চক্রবর্তীদের হাতে চলে গিয়েছে। বিকাশ প্রধানের মতো হাতে গোনা কয়েকজন বিরোধী হয়ে পড়ে রইল। তারা চেয়ারম্যানের নানা কাজে প্রশ্ন তুলত আর তুমুল হট্টগোল করত। হট্টগোলের সামনে থাকতেন বিকাশ প্রধান। তিনি মিটিং-মিছিল ছাড়াও মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে ছোট-ছোট নাটক তৈরি করেছিলেন। কোনও নাটক জঞ্জাল নিয়ে, কোনও নাটক পানীয় জল নিয়ে, কোনওটা আবার টেন্ডারের দুর্নীতি নিয়ে। সরকার বদলের পর গোটা চিত্রটাই গেল বদলে। পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে বিরোধীরা ঝিমিয়ে পড়ল। প্রতিবাদের সাহসও হারাল। এর পরই বিরোধী কাউন্সিলরের উপর শুরু হল নানা ধরনের চাপ। বড় টার্গেট হলেন বিকাশ প্রধান। একটা সময় তাঁকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হল। পদত্যাগের কারণ গোলমেলে। মহিলাঘটিত অভিযোগ। ক্ষমতায় থাকার সময় তিনি নাকি মিউনিসিপ্যালিটির কোনও প্রোজেক্টে এক মহিলাকে নিয়ম ভেঙে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মহিলা বিকাশ প্রধানের সঙ্গে নাটক করত। অভিযোগ হাতে নিয়ে শাসকদল হইচই শুরু করে দিল। পার্টি মুখে বলল, মিথ্যে অভিযোগ। কিন্তু নিজের মতো তদন্তও করল। তদন্তের পর বিকাশ প্রধানকে একদিন ডেকে বলল, "পদত্যাগ করুন। জোর করে থাকলে দলের নাম খারাপ হবে।"

বিকাশ প্রধান অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! পদত্যাগ করার অর্থ তো

BanglaBook.org

অভিযোগ মেনে নেওয়া। ওরা যে নিয়মের কথা বলছে, সেই নিয়ম তখনও স্পষ্ট করে বলা ছিল না!"

পার্টি বলল, "তা হোক। নিয়ম নিয়মই। আমরা পরিষ্কার থাকব। আপনি কাউন্সিলর পোস্ট থেকে রিজাইন করুন।"

বিকাশ প্রধান কাউন্সিলর পদ ছাড়লেন। কয়েক মাস পর সেই সাত নম্বর ওয়ার্ডে নতুন করে ভোট হয়। সহজেই শাসক দলের প্রার্থী জিতে গেল। মজার ব্যাপার হল, যে মেয়েটিকে নিয়ে এত কাণ্ড, সে বিকাশ প্রধানদের দলের বিরুদ্ধে জোর প্রচার করল। তারপর থেকে বিকাশ পার্টির কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। শহিদ ভূপতি সেন কলোনিতে তিনি একজন ডাকসাইটে বিরোধী নেতা।

বিকাশ প্রধান বললেন, "আপনার অবস্থা তো দেখছি বেশ খারাপ, বামাদা। মাথা ফেটেছে, হাত ভেঙেছে।"

বোতল নিয়ে মুখের উপর ধরে ঢক-ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বামাপদ বললেন, "সব ক্রিয়ারই কিছু না-কিছু প্রতিক্রিয়া আছে বিকাশবাবু। আমি একটা ক্রিয়া করেছি, তার প্রতিক্রিয়া তো কিছু হবেই।"

বিকাশ প্রধান বললেন, "আমি ঘটনা শুনলাম। ভূপতি কলোনির পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে না হয় আপনি জড়িয়ে গিয়েছেন বলে লোক জানাজানি হল, অন্য ইনসিডেন্টগুলো তো জানাই যায় না। চুরি, ছিনতাই, ইভটিজিং দিন দিন বাড়ছে। আগে এখানে শান্তি ছিল।"

বামাপদ বললেন, "নগর-জীবনের সংকট। আগে ভূপতি কলোনি তো এরকম ছিল না বিকাশবাবু। এত ফ্ল্যাট, গাড়ি, দোকান-বাজার, ব্যাংক ছিল আগে? দু'-দুটো ফরেন লিকারের দোকান হয়েছে। ছিল? শুনেছি, এক সময় মদ খেতে হলে লোকে খালের পাড়ে চোলাইয়ের আস্তানায় যেত।"

"তা বলে এভাবে ল অ্যান্ড অর্ডার দিন দিন খারাপ হবে? কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না?"

বামাপদ হেসে বললেন, "আপনারা মুভমেন্ট করুন। আন্দোলন। মানছি না, মানব না।"

বিকাশ প্রধান হাত বাড়িয়ে বিছানার ওপর রাখা বইটা তুললেন। নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, "এখনও সোভিয়েতের পতন পড়ছেন!"

বামাপদ হেসে বললেন, "পড়ছি না, উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। ভুলে না যাই।"

BanglaBook.org

বিকাশ প্রধান খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, "ইশ! আপনার মতো করে যদি আমাদের লিডাররা ভাবত..."

বামাপদ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আপনিও তো লিডার। আপনি ভাবছেন না কেন?"

বিকাশ প্রধান বই থেকে মুখ তুলে বললেন, "আমি কী ভাবব? এত বড় জিনিস আমি ভাবার কে? পার্টির তাত্ত্বিক নেতারা ভাববেন।"

বামাপদ বললেন, "আপনি ছোট জিনিস নিয়ে ভাবুন না। ভূপতি কলোনিকে কীভাবে এইসব গোলমাল, অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায়, সেই নিয়ে তো ভাবতে পারেন।"

বিকাশ প্রধান বললেন, "সেই জন্যই তো পলিটিক্স করছি। ক্ষমতার বদল দরকার।"

বামাপদ হেসে বললেন, "পলিটিক্স দিয়ে সব সময় ক্ষমতার বদল হয়? হয় না। অন্যভাবে ভাবতে হবে।"

বিকাশ প্রধান বললেন, "কীভাবে?"

বামাপদ খাটে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এভাবে বসে থাকার কারণ নেই। বিকাশ প্রধানের সামনে নিজেকে দুর্বল দেখানোর জন্যই ছিলেন। অভিনয়ের মতো। এবার সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, "একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম করলে কেমন হয়? নাগরিক মঞ্চ ধরনের। এখানে কোনওরকম পলিটিক্যাল ব্যানার থাকবে না। সব দলের লোক থাকবে। করা যায় না?"

বিকাশ প্রধান একটু যেন থমকে গেলেন। চোখ সরু করে বললেন, "এরকম তো আগে অনেক হয়েছে। বিভিন্ন পার্টি বাইরের লোক নিয়ে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। আমাদের দলেরও ছিল। সরাসরি দলের পতাকা ব্যবহার করা হত না। এখানেও আমরা করেছি।"

বামাপদ বললেন, "ভুল করেছিলেন। এই সব মঞ্চের সামনে না থাকলেও পিছনে যে আপনাদের পতাকা রয়েছে, সকলেই জেনে গিয়েছিল। শুধু আপনারা নন, অন্যরা যারা করছে, তাদের বেলাতেও সত্য। এতে ক্ষতি যেটা হয়েছিল, সেটা হল, পলিটিক্সের বাইরে থাকা কিছু লোকের গায়ে বিভিন্ন দলের স্ট্যাম্প পড়ে গিয়েছিল। আপনারা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে মঞ্চগুলো ভেঙে গেল। আমি যে প্ল্যাটফর্মের কথা বলছি, সেটা সত্যিই কোনও দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না।"

BanglaBook.org

"মঞ্চের কাজ কী হবে?"

বামাপদ বললেন, "যে-কোনও ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলবে। ভূপতি কলোনি যেসব বিষয় নিয়ে কনসার্নড, সেসব বিষয় নিয়ে। এই যে সাতসকালে হুলিগান টাইপের একটা ছেলে মোটরবাইকে বাইরে থেকে এসে একজন মানুষকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেল, এটা একটা সামান্য ঘটনা। কিন্তু চুপ করে মেনে নিলে তো এটাই একদিন নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে। নাগরিক মঞ্চ এর প্রতিবাদ করবে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে, তার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলবে, তোমরা বিভিন্ন রাস্তায় ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করো।"

বিকাশ প্রধান অস্ফুটে বললেন, "তার মানে প্রতিবাদ?"

বামাপদ রায় বললেন, "না, এই ভুলটা করা যাবে না। শুধু প্রতিবাদ মানে পলিটিক্স। যদি এমন কোনও ইশ্যু সামনে আসে, যাকে সমর্থন করা উচিত, তা-ও করতে হবে।"

বিকাশ প্রধান বললেন, "খারাপ কী? হোক না। আপনি উদ্যোগ নিন।"

বামাপদ এই কথাটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। নির্মল চক্রবর্তীর সাপোর্ট মোটামুটি পাওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার তাদের অপোজিশনকেও পাওয়া হয়ে গেল। তিনি দু'পাশে মাথা নেড়ে বললেন, "না না, আমি পারব না। এ অনুরোধ আমাকে করবেন না। আমার শরীরটা ভাল নেই। তার উপর খুব শিগগিরি 'লড়াই' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। নতুন কিছুতে জড়ানোর সময় কোথায়?"

"লড়াই? আপনার ওই সংগঠন?"

বামাপদ বললেন, "হ্যাঁ, পলিটিক্যাল সাফারারদের জন্য অন্তত কাজটা শুরু করে দিয়ে যাই।"

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ প্রধান বললেন, "সমস্যা কোথায়? দুটোই একসঙ্গে করবেন। নাগরিক মঞ্চের পাশে 'লড়াই'-ও থাকবে।"

বামাপদ বললেন, "বাপ রে, একটার জন্যই টাকাপয়সা জোগাড় করতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার দুটো একসঙ্গে?"

বিকাশ প্রধান বললেন, "টাকাপয়সার জন্য অত ভাববেন না। আমরা তো বহুদিন পাওয়ারে ছিলাম, কিছু যোগাযোগ তো আমাদের এখনও আছে, তাই না? আমরা আড়াল থেকে খানিকটা খরচ দিতে পারব।

BanglaBook.org

বামাপদ চোখ সরু করে বললেন, "তারপর হিসেব চাইবেন তো?"

বিকাশ প্রধান জিভ কেটে বললেন, "ছি, ছি। আপনার মতো মানুষের কাছ থেকে হিসেব! আপনি ভাবনাচিন্তা করুন, সাবধানে থাকবেন। ক'দিন বিশ্রাম নিন।"

বামাপদ রায় দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, "সত্যি যদি ভূপতি কলোনির জন্য কোনও প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি, তাকে কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। টাকাপয়সা জোগাড় করে দিয়ে তার উপর কর্তৃত্ব ফলানো যাবে না। রাজি আছেন?"

বিকাশ প্রধান বামাপদবাবুর গলায় ঝোলানো হাত ছুঁয়ে বললেন, "আমার পার্টির দিক থেকে কথা দিয়ে গেলাম। বাকিদেরটা আপনি বুঝে নেবেন। আমার মনে হয়, এখনই কিছু একটা করা প্রয়োজন। না হলে এই ধরনের ঘটনা বাড়বে। দেখেছেন তো, খালের উপর ব্রিজ হচ্ছে? এবার ভূপতি কলোনি ওদিকে ছড়াবে। শুনছি, জমি নিয়ে ফাটকাবাজি শুরু হয়ে গিয়েছে। ওখানকার ডেভেলপমেন্ট নাকি অন্যরকম ভাবে হবে। প্রাইভেট পার্টি ঘরবাড়ি, দোকান-বাজার করবে। দালালরা গোপনে জমি কিনছে। তাদের সঙ্গে রাধানাথদের আঁতাত আছে।"

বামাপদ চুপ করে রইলেন, দলাদলির রাজনীতির আলোচনায় তিনি ঢোকেন না। হাজার প্ররোচনাতেও ঢোকেন না। ঢোকেন না বলেই, সব দলের লোককে নিয়ে চলেছেন।

বিকাশ প্রধান ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনি এসব কিছু শোনেননি?"

বামাপদ রায় এবারেও কিছু বললেন না। তবে মিটিমিটি হাসলেন।

বিকাশ প্রধান ঠোঁটের কোনায় হাল্কা হেসে বললেন, "ও হো, ভুলেই গিয়েছিলাম। ওরা তো আবার আপনার বন্ধু! বন্ধুদের নামে খারাপ কিছু শুনবেন না, তাই তো?"

বামাপদ বললেন, "বন্ধু তো আপনিও। না হলে সামান্য একটা ঘটনার জন্য আমার বাড়ি পর্যন্ত ছুটে আসতেন? আমার সকলেই বন্ধু। জেলে থাকার সময় কত যে চোর-ডাকাত-খুনি আমার বন্ধু হয়েছিল! তা ছাড়া, আজকাল আমি কারও নামেই খারাপ কিছু শুনতে চাই না। আপনার নামেও নয়।"

বিকাশ প্রধান দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "ঠাট্টা করলাম। আপনি যে আমার নামে খারাপ কথা শোনেননি, তার প্রমাণ আমি অতীতে

BanglaBook.org

পেয়েছি, বামাদা। সেই সময়টা তো ভুলিনি। কীভাবে ফলস অ্যালিগেশন দিয়ে আমাকে... পরে তো প্রমাণ হয়ে গেল... মেয়েটি ওদের হয়ে ভোটে প্রচার করল... যাক, আপনি আপনার মতো থাকুন। আপনার মতো করে ভাবুন। সত্যি যদি ভূপতি কলোনির জন্য কিছু করতে চান, জানাবেন। আড়াল থেকে সাহায্য করব।"

বিকাশ প্রধান চলে গেলে বামাপদ ঘরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। সকালে বাজারে সত্য বসাক তা হলে এই জমির কথাটাই বলতে চাইছিল। সে অবশ্য সকলের কথাই বলেছে। সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ, সকলেই নাকি জড়িত। বিকাশ প্রধান নিজেদেরটা চেপে গেল। কে আর নিজের গায়ে কালি লাগায়? সে যাই হোক, এই মওকায় যদি সত্যি সত্যি নাগরিক মঞ্চ ধরনের কিছু একটা করে ফেলা যায়, তা হলে সব দিক থেকেই লাভ। যেভাবে দু'পক্ষই আগ্রহ দেখাল, তাতে অসুবিধে হওয়ার তো কথা নয়। এরকম একটা কিছুর মাথায় বসতে পারলে অনেক সুবিধে। সামনে রাজনীতি না থাকলে সঙ্গে লোকও পাওয়া যাবে। পার্টি-পলিটিক্সের বাইরের কিছুতে থাকার সুযোগ পেলে অনেকেই আগ্রহ দেখায়। বামাপদ রায় মনে মনে সকালের মোটরবাইকে চেপে আসা 'গুন্ডা' ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিলেন। ভাগ্যিস ব্যাটা এসে হইচই ফেলে দিল। না হলে তো কিছুই হত না। তারপর থেকেই মাথায় সব পরিকল্পনা আসছে। সেই সঙ্গে নতুন করে আবার লাইমলাইটেও চলে আসা গেল। যাকে ভাল বাংলায় বলে, পাদপ্রদীপের আলো। এমনকী, ফোটো, ইন্টারভিউ পর্যন্ত। আহা, আলতো ঘুম এসে গিয়েছে। বামাপদ চোখ বুজলেন। অর্পণ ছেলেটা ভাল। মেয়েটাও চমৎকার। দেখতে ভারী সুন্দর। সুন্দর করে কথা বলে। কেমন স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছে।

দুপুরের হাল্কা ঘুমে ঐশানিকে স্বপ্নে দেখলেন বামাপদ রায়। ঐশানি ঝুঁকে পড়ে তাঁর কপালে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে। রিনরিনে গলায় জিজ্ঞেস করছে, "বামাদা, ব্যথা কমেছে?"

বামাপদবাবু ঐশানির গালে হাত দিয়ে হেসে বললেন, "কমেছে।"

ঐশানি গাঢ় স্বরে বলল, "কী কাণ্ড দেখুন তো বামাদা, আপনাদের ব্যথা কমে যায়, কিন্তু আমার বড়মামার ব্যথা কমল না। বেচারি রাস্তার মধ্যেই মারা গেল। কী বিচ্ছিরি, না?"

BanglaBook.org

কথা শেষ করে আবার হাসল ঐশানি। বামাপদ রায় চমকে উঠলেন। ঐশানির দাঁতগুলো কালো! ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন বামাপদ! কী ভয়ংকর স্বপ্ন! কী ভয়ংকর!

বিকেল ফুরিয়ে গিয়েছে। মলিন আলো থম মেরে আছে আকাশে।

৮

আকাশটা ঘোলাটে। মেঘ করেছে? এই সময়টা তো মেঘ করার সময় নয়। প্রকৃতির মজাই এটা। ইচ্ছে করলে সে সময় ভেঙে, নিয়ম ভেঙে চলে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে প্রিয়ম বলল, "চলো, তোমাকে বাসে তুলে দিই।"

কৃষ্ণকলি বলল, "আমি এখন বাড়ি যাব না।"

প্রিয়ম অবাক গলায় বলল, "বাড়ি যাবে না মানে! কী করবে?"

কৃষ্ণকলি বলল, "কী করব জানি না। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। ফিরবও না। মাকে ফোন করে দিয়েছি।"

প্রিয়ম হাল্কা বিরক্তি নিয়ে বলল, "আমি কিন্তু ফিরে যাব। বাড়ি গিয়ে কাজ নিয়ে বসব।"

কৃষ্ণকলি সহজভাবে বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

প্রিয়ম আরও অবাক হয়ে বলল, "এখন আমার সঙ্গে যাবে! ফিরবে কখন? খানিক পরেই তো বাসে ভিড় শুরু হবে। অফিস ভাঙবে। তার উপর মেঘ করেছে। বৃষ্টি-ফিস্টি না হয়।"

কৃষ্ণকলি বলল, "এমনভাবে বলছ, যেন সন্ধের পর আমি কখনও বাড়ি ফিরিনি। আর এর আগে কখনও বৃষ্টি হয়নি। আজই প্রথম হবে।"

প্রিয়ম ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার যা ইচ্ছে। আমি কিন্তু ঘরে ঢুকে কাজ নিয়ে বসব।"

কৃষ্ণকলি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কে বারণ করেছে? তুমি তোমার কাজ করবে, আমি আমার কাজ করব।"

প্রিয়ম হেসে ফেলল। বলল, "কী কাজ করবে? আমার বাড়িতে বসে লেখাপড়া করবে?"

BanglaBook.org

"করতেই পারি। তোমার পচা ঘরে বসে লেখাপড়া করা বারণ নাকি? চলো, দেখতেই পাবে কী কাজ করব।" কৃষ্ণকলির খেতে ইচ্ছে করছিল না। খিদে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হওয়ারই কথা। রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই ইচ্ছে করছিল না তার। প্রিয়ম বলল, "চলো, এবার খাই।"

কৃষ্ণকলি বলল, "থাক।"

প্রিয়ম বলল, "থাকবে কেন! এই তো খানিক আগে বলছিলে খিদেতে পাগল-পাগল লাগছে। বলছিলে না?"

কৃষ্ণকলি বলল, "এখন আর বলছি না।"

প্রিয়ম কৃষ্ণকলির বাঁ-হাতের কনুই ছুঁয়ে বলল, "পাগলামি কোরো না, কলি। কে একজন সিনেমায় টাকা ঢালতে গিয়ে পিছিয়ে গেল বলে খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ করে অনশন করতে হবে নাকি? চলো, ওখানে ঢুকি। আমার খিদে পাচ্ছে।"

কৃষ্ণকলি চুপচাপ থাকলেও মশলা ধোসা খেতে খেতে টানা বকবক করছিল প্রিয়ম।

"এত আপসেট হওয়ার কিছু নেই, কলি। আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। এই কাজে এমনটা হয়েই থাকে। টাকার জন্য কত লোকের মাঝপথে কাজ আটকে যায়। এই যে এত ছবি শুরু হয়, তার শেষ হয় কতগুলো? সিনেমা ব্যাপারটাই একটা বিশাল টাকার বিষয়। তা ছাড়া সবটাই অন্যের উপর ডিপেন্ড করে থাকতে হয়। কে দয়া করে টাকা ঢালবে তার উপর। এখানে সমস্যা হতে পারে। দুনিয়ার বড়-বড় ডিরেক্টররা টাকার সমস্যায় পড়েছেন, আমি তো কোন ছাড়!"

কৃষ্ণকলি অস্ফুটে বলল, "একমাত্র বোধ হয় আমাদের দেশেই কথা দিয়েও মানুষ কথা রাখে না। যদি প্রোজেক্টটা না-ই করবে, তা হলে এত নাচানোর কী হয়েছিল?"

প্রিয়ম বলল, "অন্য দেশে কী হয় জানি না, এখানে কথাটথা বলে কিছু হয় না, কলি। ধরাধরি করলে যদি কিছু হয়। যাক, লোকটাকে একটা শিক্ষা দিয়ে এসেছি। হারামজাদা কায়দা করে চিঠি লিখতে গিয়েছিল।"

কৃষ্ণকলি বলল, "দূর! ওতে কী হবে? তুমি কি ভাবছ, ওই ছেঁড়া কাগজের খামটা সঞ্জীব নায়েকের হাতে পৌঁছবে?"

প্রিয়ম বলল, "পৌঁছবে না, কিন্তু গল্প ছড়াবে। রিসেপশনে বসা কর্মচারীরা

BanglaBook.org

তো দেখেছে। ওদের মালিককে এরকম অপমান আগে নিশ্চয়ই কেউ করেনি। যাক, এই বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। সঞ্জীব নায়েকের চ্যাপটার ক্লোজ্‌ড। আমি বরং নেক্সট স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বসে পড়ি। নতুনটা নিয়ে আবার দৌড়তে হবে। আবার কেউ ঘোরাবে। আবার কেউ ঘোরাবে, আবার ফেল করবে, আবার পরেরটা রেডি করব...”

অনেককে চমকে দিয়ে উঁচু গলায় হেসে উঠল প্রিয়ম। মন আরও খারাপ হয়ে গেল কৃষ্ণকলির। সে ঠিক করল, আজ অনেকটা সময় এই ছেলেটার সঙ্গে থাকবে। ছেলেটার মন ভাল করে দিয়ে তারপর ফিরবে।

বাড়িতে ঢুকে সত্যি খাতাটাতা নিয়ে টেবিলে বসার তোড়জোড় শুরু করল প্রিয়ম। কৃষ্ণকলি ফ্যানের তলায় মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। সকালের এই সময়টা ঠান্ডা ঠান্ডা থাকলেও দুপুরে-বিকেলে বিচ্ছিরি একটা গরম হচ্ছে। নাকি ঝড়টড় হবে বলে ভ্যাপসা হয়ে আছে?

প্রিয়ম বলল, “তুমি কী করবে?”

কৃষ্ণকলি বলল, “অনেক কাজ।”

প্রিয়ম অবাক হয়ে বলল, “অনেক কাজ মানে!”

কৃষ্ণকলি আড়মোড়া ভেঙে বলল, “অনেক কাজ মানে অনেক কাজ। প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করব। তারপর কফি বানিয়ে খাব। তারপর লম্বা একটা ঘুম দেব। তোমার বাথরুমটা কি ভদ্রস্থ?”

প্রিয়ম কৃষ্ণকলির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টেবিলে মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল, “মনে হয় ভদ্রস্থ। নিজে দেখে নাও। তবে ঘরে কফি আছে কি না বলতে পারব না।”

কৃষ্ণকলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “চিন্তা কোরো না, আমার ব্যাগে পাউচ আছে। আমি জানতাম, আজ তোমার এখানে আসব এবং এসে কফি বানিয়ে খাব। জল গরমের ব্যবস্থা আছে তো? নাকি সেটাও নেই?”

প্রিয়ম হেসে বলল, “তা আছে। কিন্তু তুমি তো আমাকে অবাক করলে কলি। তুমি এত গুছিয়ে চলতে জানো!”

“কী করব? দুটো মানুষের একজন অগোছালো হলে আর-একজনকে তো গুছিয়ে চলতেই হবে।”

প্রিয়ম বলল, “এ তো সংসারী মানুষের কথা। সিনেমার ডায়লগ।”

কৃষ্ণকলি হেসে বলল, “প্র্যাকটিস করছি। যদি তোমার ছবিতে চান্স পাই।

BanglaBook.org

তবে তার আগে স্নান করতে হবে। শুধু ভদ্রস্থ বাথরুম হলে তো চলবে না, একটা ভদ্রস্থ তোয়ালেও লাগবে। তা কি আছে?"

প্রিয়ম হেসে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি লাকি। আজ সকালে বেরনোর সময় লন্ড্রি থেকে কিছু জামাকাপড় দিয়ে গেল। তার মধ্যে সম্ভবত একটা তোয়ালেও আছে। কাচা এবং ইস্ত্রি করা। তোমার চলবে। ওয়ার্ডরোব খুললেই দেখতে পাবে।"

কৃষ্ণকলি ওয়ার্ডরোব খুলে তোয়ালে যেমন বের করল, তেমন প্রিয়মের একসেট পাঞ্জাবি-পায়জামাও বের করল। স্নানের পর নিজের পোশাকের বদলে এগুলো পরবে এবং ঘুমোবে। লম্বা সময় ধরে স্নান করল কৃষ্ণকলি। ভূপতি কলোনিতে তার বাড়ির বাথরুমগুলো বাড়াবাড়ি ধরনের না হলেও চমৎকার করে সাজানো। নিজের হাতে সাজিয়েছে। পাথরের ফুলদানিতে বাঁশের ফুল, পুতুল, দেওয়ালে ছবি। যখন সাজাচ্ছিল, মা বলেছিল, "তোর মাথাটা একেবারে গিয়েছে, কলি। বাথরুম নিয়ে এত আদিখ্যেতা করার কী আছে?"

কৃষ্ণকলি হেসে বলেছিল, "সাজানোর পর দেখো। মনে হবে, সারাদিন বাথরুমেই থাকি।"

মা বলেছিল, "রক্ষে কর। তোর বাথরুমে দশ ঘণ্টা কাটালে চলবে, আমার তো হাজারটা কাজ আছে।"

শেষপর্যন্ত অবশ্য সকলেই প্রশংসা করেছে। ছোটমাসির ফ্ল্যাট যোধপুর পার্কে। বলেছে, "কলি, আমার ফ্ল্যাটটার ইন্টিরিয়র করে দে।"

কৃষ্ণকলি বলল, "করে দেব, কিন্তু ফ্রি-তে হবে না। ফিজ লাগবে।"

ছোটমাসি বলেছে, "আচ্ছা দেব।"

মা বিরক্ত হয়ে বলল, "পাগলকে দিয়ে আর সাঁকো নাড়াসনি।"

নিজের বাড়ির তুলনায় প্রিয়মের এই ওয়ান রুম ফ্ল্যাটের বাথরুমটা ছোট। তবু কেন যেন নিজের বলে মনে হচ্ছে কৃষ্ণকলির। ইচ্ছে করছে দেওয়ালে একটা ছবি লাগিয়ে দিতে। প্রিয়মকে দেখে মনে হচ্ছে, ধাক্কা সামলে নিচ্ছে। না নিলেও, অন্তত দেখাচ্ছে না। এইসব কাজে হয়তো এমনটাই হয়। কাজ হবে ভাবলে যতটা আনন্দ-উচ্ছ্বাস হয়, না হলেও চট করে মানিয়ে নিতে হয়। ছেলেটার খুব ধৈর্য। যারা স্বপ্ন দ্যাখে তাদের ধৈর্য দরকার, না হলে স্বপ্ন এলোমেলো হয়ে যায়। কৃষ্ণকলির মনে হল, তার যদি ক্ষমতা থাকত, সে প্রিয়মের টাকা জোগাড় করে দিত।

BanglaBook.org

স্নান সেরে, কফি বানিয়ে এনে ডিভানে আরাম করে এসে বসল কৃষ্ণকলি। ইতিমধ্যে প্রিয়ম বইখাতা সরিয়ে ডিভানটা পরিষ্কার করে ফেলেছে। একটা চাদর বের করে পেতেও ফেলেছে। চাদর মাপে ছোট। প্রিয়ম হাতের কাছে যা পেয়েছে তাড়াহুড়ো করে বের করেছে। ডিভানের চাদর ছোট হলেও প্রিয়মের পায়জামা, পাঞ্জাবি কিন্তু অনেকটাই বড় হয়েছে। পায়জামা গুটিয়ে নেওয়ার পরও কৃষ্ণকলির পায়ের নীচ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। পাঞ্জাবিও কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে। তাকে দেখাচ্ছে ভারী সুন্দর। ঢলঢলে পোশাকে তাকে গোলগাল দেখাচ্ছে। ভিজে চুলগুলো ঘাড়ে, কপালে লেপটে আছে। জলের বিন্দু রয়েছে চোখের কোলে, গালে। একটা ঝলমলে, ফ্রেশ ভাব। সঞ্জীব নায়েকের জন্য চোখেমুখে যে রাগ-হতাশা ছিল, স্নান করে সেটা যেন ধুয়ে ফেলেছে।

কফির মগে চুমুক দিয়ে কৃষ্ণকলি বলল, "আমার দিকে টেরিয়ে না তাকিয়ে নিজের কাজ করো।"

প্রিয়ম হেসে বলল, "ভাবছি, চ্যাপলিনের কোন ছবির নায়িকার মতো তোমাকে লাগছে।"

কৃষ্ণকলি বলল, "যতই প্রশংসা করো, লাভ নেই। আমি ঠিক করেছি, তোমার ছবিতে নায়িকার রোল করব না। পায়ে ধরে সাধলেও করব না।"

"কেন?" ভুরু কোঁচকাল প্রিয়ম।

ডিভান ঘরের মেঝে থেকে ফুট খানেকের বেশি উঁচু নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মাটিতে গদি পাতা। আগে তাই ছিল। প্রিয়ম যখন ঘরটা নিয়েছিল, স্রেফ একটা গদি নিয়ে ঢুকেছিল। পরে ডিভানটা করিয়েছে। ডিভানের মাথার দিকটা দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো। সেখানে বালিশে হেলান দিয়ে প্রিয়ম বই পড়ে, লেখালেখি করে, ল্যাপটপ চালায়। কৃষ্ণকলি ডিভানে ভাল করে উঠে দেওয়ালে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে বসল।

"তোমার ছবিতে কাজ করে কী লাভ? টাকাপয়সা পাওয়া যাবে না।"

প্রিয়ম বলল, "তুমি কী মনে করো? ছবির জন্য পয়সা দেওয়ার আর কেউ নেই? একা সঞ্জীব নায়েকই আছে? ঠিক ক্লিক করে যাবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। মাহেন্দ্রক্ষণ আসতে দাও।"

কৃষ্ণকলি বলল, "ওই বদ লোকটা করে কী?"

ঘরের একদিকে বড়-বড় দুটো জানলা। সেখানে ভারী পরদা ঝোলানো।

BanglaBook.org

ফলে ঘরটা সব সময় অন্ধকার-অন্ধকার। রাতে তো বটেই, দিনেও প্রিয়ম টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কাজ করা পছন্দ করে। এতে নাকি তার মনঃসংযোগ বেশি হয়। এখনও জ্বালিয়ে নিয়েছে। ঘরটা আজ বেশি অন্ধকার লাগছে। বাইরে মনে হয়, ভালই মেঘ জমেছে। ঝড়টড় হবে নাকি? এই সময় ঝড়!

কফির মগে শেষ চুমুক দিয়ে প্রিয়ম বলল, "কোন বদ লোকটা?"

কৃষ্ণকলি বলল, "ওই যে সঞ্জীব নায়েক।"

"বড়লোকদের কি একটা কাজ? নানারকম ব্যাবসা আছে। এই লোক খুব বড় প্রপার্টি ডিলার।"

কৃষ্ণকলি একটু চুপ করে থেকে বলল, "সত্যি তুমি আবার নতুন স্ক্রিপ্ট করছ?"

প্রিয়ম ঠোঁটের কোণে হেসে বলল, "অবশ্যই। রিফিউজড হয়েছি বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকব নাকি! তবে ফিচার নয়, একটা অন্য ধরনের কাজ করব ভাবছি।"

"আর তোমার এই স্ক্রিপ্টটা? এটার কী হবে?"

প্রিয়ম মলিন হেসে বলল, "কী আর হবে? বগলে নিয়ে ঘুরব। প্রোডিউসারদের দোরে দোরে যাব।"

কৃষ্ণকলি আফসোসের গলায় বলল, "ইশ, গল্পটা কী ভাল ছিল!"

সত্যি গল্পটা জমিয়ে ভেবেছিল প্রিয়ম। সঞ্জীব নায়েকের এমনি এমনি পছন্দ হয়নি। আর-পাঁচটা গড়পড়তা সিনেমার মতো নয়। গল্পে প্রেম আছে, রহস্য আছে আবার মজাও রয়েছে। ছবির বাজেটও বেশি নয়। আজকালকার তুলনায় কম। আউটডোর বলতে কলকাতা আর কালিম্পং। বাকি সবই স্টুডিয়োয়। গল্পের জোরেই দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্জীব নায়েক সম্ভবত সেই কারণেই তরুণ পরিচালককে ত্যাগ করলেও গল্প হাতছাড়া করতে চায়নি।

কৃষ্ণকলি বলল, "ঠিক আছে। তুমি দোরে দোরে যেও। আমি বরং নতুন ভাবনাটার কথা শুনি। এটা কি ডকুমেন্টারি?"

প্রিয়ম খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "বলতে পারো। তবে বিষয়টা নিয়ে আমার খানিকটা ডকুমেন্টরি, খানিকটা ফিচার ফিল্মের মতো করে এগনোর ইচ্ছে।"

কৃষ্ণকলি হাত বাড়িয়ে মেঝেতে কাপ নামিয়ে রেখে বলল, "বাঃ, বেশ ভাল হবে। অনেক সময় ডকুমেন্টরি দেখতে বোর লাগে। মনে হয় জ্ঞান দিচ্ছে।"

BanglaBook.org

প্রিয়ম বলল, "রিসার্চের কাজ খানিকটা এগিয়েও ফেলেছি।"

কৃষ্ণকলি বলল, "আমি কি সেটা খানিকটা শুনতে পারি?"

প্রিয়ম আগ্রহ নিয়ে বলল, "পারবে না কেন? অবশ্যই পারো!"

প্রিয়মের এত উৎসাহ দেখে কৃষ্ণকলির মনটা ভিজে উঠল। যার এত ইচ্ছে, সে কেন কাজ করতে পারবে না? জগতের অদ্ভুত নিয়ম! শুধু রুটিন করা পথেই চলতে হবে। তার বাইরে কিছু করতে গেলেই হাজারটা বাধা।

সামনে রাখা মোটা খাতাটা কোলের উপর নিয়ে ফরফর করে পাতা উল্টে নিল প্রিয়ম। তারপর চেয়ারটা কৃষ্ণকলির দিকে ঘুরিয়ে বলল, "কী ধরনের কাজ করতে চাইছি, আন্দাজ করতে পারো?"

কৃষ্ণকলি বলল, "তোমার সাবজেক্ট আন্দাজ করা মুশকিল। মনীষী থেকে ফুটপাথ, যা কিছু নিয়ে করতে পারো। কোনও অর্ডার পেয়েছ?"

প্রিয়ম হেসে বলল, "না, আবার টাকার জন্য ছুটে বেড়াব।"

কৃষ্ণকলি বলল, "কাজটা কীসের উপর?"

"বাঁশি।"

কৃষ্ণকলি উত্তেজিত ভাবে বলল, "বাঁশি! দারুণ। আমার খুব প্রিয় ইনস্ট্রুমেন্ট।"

প্রিয়ম খাতায় মুখ নামিয়ে বলল, "আমি বাঁশির ইতিহাস থেকে শুরু করব ভেবেছি। তারপর বাঁশির বিজ্ঞান, বাঁশির সুর, বাঁশির শিল্প থেকে আমাদের বিখ্যাত বাঁশি বাজিয়েদের কথাও বলব। মজার কথা কী জানো কলি, বাঁশি আর বন্দুক দুটোতেই নল। মানুষ একটা বানাল মনের তাগিদে, প্রাণের তাগিদে। একটা দিয়ে সুর বেরল, একটা দিয়ে আগুন। একটা দিয়ে বাঁচার মূর্ছনা শোনা গেল, অন্যটায় মৃত্যুর হুঙ্কার। আমি আমার ছবিতে মাঝে মাঝে বন্দুকও দেখাব। কনট্রাস্ট আনার জন্যই দেখাব। স্টক জোগাড় করব। স্টিল, অ্যানিমেশন সবই থাকবে। এখন শুধু ইতিহাস ঘাঁটছি। এই দ্যাখো না, কত বই জোগাড় করেছি। বাঁশির পার্টটা সাজাচ্ছি। ভালই হয়েছে সঞ্জীব নায়েক তাড়িয়ে দিয়েছে। ফিচার করতে গেলে বাঁশি ডকে উঠত। তুলেও দিয়েছিলাম। আজ থেকে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

কৃষ্ণকলি নার্সারি স্কুলের দিদিমণিদের ভঙ্গিতে বলল, "এই তো গুড বয়ের মতো কথা। কী প্রাইজ চাই?"

প্রিয়ম খাতার দিকে তাকিয়ে বলল, "জানো কলি, বাঁশি হল পৃথিবীর

BanglaBook.org

প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্র। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের। দানিয়ুব নদীর ধারে প্রত্নতাত্ত্বিকরা রাজহাঁসের হাড় দিয়ে তৈরি বাঁশি পেয়েছেন। বাঁশি না বলে বাঁশির ফসিল বলাই উচিত। বাঁশিতে তিনটে ফুটো আছে। রেডিও কার্বন পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, উনিশ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা এই বাঁশির বয়স বিয়াল্লিশ হাজার থেকে তেতাল্লিশ হাজার বছর। ভাবতে পারো?"

কৃষ্ণকলি চোখ বড়-বড় করে বলল, "বাপ রে!"

প্রিয়ম পাতা উল্টে বলল, "বাপরে-র এখনই কী দেখলে? জার্মানির ফিলস কোল এলাকার একটা গুহা থেকে শকুনের হাড় দিয়ে তৈরি বাঁশির সন্ধান মিলেছে। বয়স পঁয়ত্রিশ হাজার বছরের কম নয়। সুমেরীয় সভ্যতার উর শহরের একটি সমাধিতে রুপোর বাঁশি পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার সময় বাঁশি ব্যবহৃত হত। পোড়ামাটির ছোট-ছোট বাঁশির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।"

কৃষ্ণকলি বলল, "বলো কী!"

প্রিয়ম মিটিমিটি হেসে বলল, "যে করেই হোক, এসব বাঁশির ফোটো জোগাড় করতে হবে। তবে আধুনিক পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরনো বাঁশির বয়স ছ'হাজার বছর। কিছু বেশিও হতে পারে। চিনের হেনান প্রদেশে মাটি খুঁড়ে মিলেছে। সারসের ডানার হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছিল। আটটা ফুটো। যাতে সুরচর্চা জটিল আর ইচ্ছেমতো হয়। সামনে মুখ দিয়ে বাজানো হত।"

কৃষ্ণকলি মুগ্ধ গলায় বলল, "এত ইনফরমেশন কোথা থেকে পেলে? নেট?"

প্রিয়ম বলল, "বলব কেন? সে যেখান থেকেই পাই। কেমন কাজ করছি, সেটা বলো।"

কৃষ্ণকলি বলল, "দারুণ!"

প্রিয়ম বলল, "ওসব নেট-টেট নয়, লাইব্রেরি গিয়ে বই ঘাঁটতে হয়েছে। 'দ্য হার্ভার্ড ডিকশনারি অফ মিউজিক' বইটা কাজে দিয়েছে খুব। স্টোন এজ মিউজিকের উপর জন নোবেল উইলফোর্ডের একটা বই আছে। কলকাতায় বেশি কপি পাওয়া যায় না। কয়েকটি পত্রিকাও কাজে এসেছে। ছবিটা শেষপর্যন্ত বানাতে পারলে আমি বইগুলো দেখাব। তা ছাড়া ভেবেছি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ কীভাবে বাঁশি বানাচ্ছে, কীভাবে সেই বাঁশি বাজাচ্ছে, সেই সব দৃশ্য তুলব। রিকনস্ট্রাকশন যাকে বলে। কেমন হবে?"

BanglaBook.org

কৃষ্ণকলি বলল, "খুব ভাল হবে। এরকম কাজ আগে হয়নি। আমার তো খুব থ্রিলড লাগছে।"

প্রিয়ম হেসে বলল, "তা কেন? নিশ্চয়ই হয়েছে। এর চেয়ে অনেক ভাল কাজ হয়েছে। পৃথিবীর কোথায় কী কাজ হচ্ছে, আমরা তার কতটা খবর রাখি?"

বাঁশির কথা বলতে বলতে বাইরে কখন অন্ধকার নেমে এসেছে খেয়াল হয়নি। জানালায় পরদা টানা থাকে বলে এই ঘরে আলাদা করে অন্ধকার বোঝা যায় না। প্রিয়মের টেবিলে নরম আলো জ্বলে। এখনও ওটাই জ্বলছে। চাপা গলায় মেঘ ডেকে উঠল। বৃষ্টি আসছে। শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া ভারী পরদার ফাঁক সরিয়ে ঘরে ঢুকল। শীত-শীত করছে কৃষ্ণকলির। খুব ভাল লাগছে। অসময়ের বৃষ্টির আনন্দ আলাদা। প্রিয়মের কাছে আছে বলে আনন্দ বেশি হচ্ছে। বৃষ্টিতে আগেও দু'জনে একসঙ্গে থেকেছে। তবে এভাবে প্রিয়মের ঘরে থাকেনি। কৃষ্ণকলির মনে হল, আজকের দিনটা ভীষণরকম আনপ্রেডিক্টেব্‌ল। আগে থেকে কিছুই হিসেব করা যাচ্ছে না। কখনও দিনটা দারুণ হয়ে যাচ্ছে। কখনও খুব খারাপ। কলেজে গিয়ে ওহায়ো ইউনিভার্সিটির খবর পেয়ে খুব ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এমন দিন আর হয় না। খানিক পরেই সঞ্জীব নায়েকের চিঠি হাতে এল, সব আনন্দ চুপসে গেল। দিনটার উপরেই রাগ হতে শুরু করল। খানিক আগে থেকে খারাপ হওয়া দিন আবার ভাল হতে শুরু করেছে। প্রিয়ম প্রোডিউসারের ধাক্কা ভুলে নিজের মুড ফিরে পেয়েছে। নতুন কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। ওর উৎসাহ দেখে আর কাজের কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যি, আজ একটা চমৎকার দিন। তার উপর বাইরে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামার জোগাড়যন্ত্র করে দিনটাকে আরও চমৎকার করে দিল। কৃষ্ণকলির মনে হচ্ছে কখন কী ঘটবে আগে থেকে বোঝা যায় না বলেই জীবন এত ইন্টারেস্টিং। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। বেশ জোরেই হচ্ছে।

বহুদিন পরে শোনা বৃষ্টির আর বাতাসের আওয়াজ বাজনার মতো লাগছে। কৃষ্ণকলি চোখ বুজল, কেউ যেন সেতার বাজাচ্ছে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার বাঁশি। মন কেমন করে উঠল কৃষ্ণকলির। অনেকদিনের জন্য প্রিয়মকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর মধ্যে আবার বেচারি টাকার জন্য ছুটে বেড়াবে। আবার হয়তো কেউ তাকে কথা দেবে। কথা দিয়েও শেষমুহূর্তে মুখ

BanglaBook.org

ফিরিয়ে নেবে হয়তো। একা একা পথে হাঁটবে তখন। কৃষ্ণকলি দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল। প্রিয়ম নিচু গলায় বলল, "আমার ফিচার ফিল্মে নায়িকার রোল না করো, বাঁশিতে তোমাকে পার্ট করতেই হবে কলি।"

দেওয়ালে মাথা রেখে চোখ না খুলেই কৃষ্ণকলি বলল, "কীসের পার্ট, শ্রীরাধিকা? আর তুমি কৃষ্ণ? কদমতলায় বাঁশি বাজাবে?"

প্রিয়ম হাতের খাতা সরিয়ে টেবিলে রাখল। মুচকি হেসে বলল, "না, তার জন্য আলাদা অভিনেত্রী।"

কৃষ্ণকলি চোখ খুলে বলল, "ও, রাধার বেলায় অন্য সুন্দরী অভিনেত্রী, আর আমার বেলায় ছাইপাঁশ।"

প্রিয়ম নির্বিকার মুখ করে বলল, "ছাইপাঁশ কে বলেছে? তোমার জন্য ইম্পরট্যান্ট রোল ঠিক করে রেখেছি।"

কৃষ্ণকলি চোখ কটমট করে কঠিন গলায় বলল, "সেটা কী শুনতে পারি?"

প্রিয়ম চেয়ার ছেড়ে নেমে ডিভানে বসল। হেসে বলল, "অবশ্যই পারো। তুমি হবে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের গুহামানবী। পাতার পোশাক। হাড়ের মালা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জটপাকানো চুল দিয়ে তোমার বুক ঢাকা থাকবে। তুমি পাহাড়ে বসে পাথরের বাঁশি বাজাবে। সেখান থেকে মিষ্টি সুর বেরবে।"

ধড়ফড় করে উঠে বসল কৃষ্ণকলি। কৌতুকভরা চোখে বলল, "কী! আমি গুহার মেয়ে হব? আমার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আর জটপাকানো চুল থাকবে? তবে রে! মজা দেখাচ্ছি!" বলতে বলতে কৃষ্ণকলি ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রিয়মের উপর। গলা জড়িয়ে টেনে প্রিয়মকে ফেলে দিল ডিভানে।

প্রিয়ম হাত তুলে হাসতে হাসতে বলল, "আরে, আমি খারাপটা কী বললাম? ভালই তো, তুমি বাঁশি বাজাবে..."

কৃষ্ণকলি দু'হাতে প্রিয়মের মুখ চেপে ধরে বলল, "দাঁড়াও, বাঁশি বাজাচ্ছি!"

মুখ নামিয়ে প্রিয়মের ঠোঁটে ঠোঁট রাখল কৃষ্ণকলি। গভীর ও দীর্ঘ চুমুর মাঝখানেই প্রিয়মকে নগ্ন করতে থাকল। শার্ট-প্যান্ট খুলে ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর মুখ তুলে দু'হাতে চুল সরিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এক

BanglaBook.org

মিনিট।" দ্রুত হাতে মেঝেতে ফেলে রাখা হ্যান্ডব্যাগটা টেনে নিল কৃষ্ণকলি। পাশের চেন খুলে কন্ট্রাসেপটিভের প্যাকেট বের করল।

প্রিয়ম অবাক হয়ে বলল, "এ কী! তুমি রেডি হয়ে এসেছ!"

কৃষ্ণকলি মুখ টিপে হেসে বলল, "হ্যাঁ, কফির পাউচের মতো!"

"বাপ রে!"

কৃষ্ণকলি মুখ দিয়ে প্যাকেট ছিঁড়ে বলল,"বাপরে-র কী আছে! সেবার যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! ডেট মিস করেছিলাম জানো! রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। তারপর থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা থাকলেই এটা রাখি। তা ছাড়া, ক'দিনের মধ্যে আমি খুব জরুরি একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তখন রাতের ঘুম ছুটে গেলে মুশকিল। নাও, এদিকে সরে এসো।"

প্রিয়ম কৃষ্ণকলির দিকে এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে কানে কানে বলল, "তুমি কি পাঞ্জাবিটা পরে থাকবে?"

কৃষ্ণকলি ঘাড় কাত করে প্রিয়মের গালে নাক ঘষে বলল, "ন্যাকা! উনি যেন খুলতে জানেন না। নিজেরই তো পাঞ্জাবি বাবা, কোথায় বোতাম, কোথায় কী, সবই তো জানা!"

প্রিয়ম কৃষ্ণকলির গা থেকে নিজের পাঞ্জাবি খোলার সময় বিদ্যুৎচমকে দেখতে পেল, কৃষ্ণকলি অন্তর্বাস পরেনি। তার স্তনদু'টি অন্ধকারেও উদ্ভাসিত হয়ে আছে। যেন তাদের নিজেদেরই আলো আছে। প্রিয়ম মাঝখানে মুখ রাখল। পরম যত্নে হাতও রাখল। কৃষ্ণকলি তার পিঠ খামচে গাঢ় স্বরে বলল, "কী করে তোমায় ছেড়ে থাকব! কী করে থাকব প্রিয়ম!"

মেঘের গর্জনে কৃষ্ণকলির শীৎকার ঢাকা পড়ে গেল। শোনা গেল না প্রিয়মের আশ্লেষ মেশা নিশ্বাসের শব্দ। শুধু পরম তৃপ্তিতে দুই যুবক-যুবতীর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। যেন একজন তার যাবতীয় পাওয়া অন্যজনকে উজাড় করে দিয়ে তার না পাওয়াকে ভরে দিতে চাইছে।

প্রিয়মের বুকের উপর চিবুক রেখে কথা বলছে কৃষ্ণকলি। প্রিয়ম আধশোয়া হয়ে শুয়ে আছে। বৃষ্টি থেমেছে। ঘর অন্ধকার। এখনও দু'জনের কেউই পোশাক পরেনি। গায়ের উপর আড়াআড়ি একটা চাদর টেনে নিয়েছে মাত্র।

প্রিয়ম কৃষ্ণকলির মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "দারুণ খবর! তুমি তো এটাই চেয়েছিলে কলি। বিশ্বের সেরা কোনও ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পড়াশোনা করবে। কতজন সুযোগ পায়? মনখারাপ করছ কেন?"

BanglaBook.org

"তোমাকে ছেড়ে অতদিন থাকতে পারব না।"

প্রিয়ম হেসে বলল, "দূর পাগলি! অভ্যেস হয়ে যাবে। এত লোক পড়তে যায় না?"

কৃষ্ণকলির আঙুল প্রিয়মের রোমশ বুকে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, "তুমিও চলে এসো।"

প্রিয়মেরও মনখারাপ লাগছে। কৃষ্ণকলির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে বেশি বছর নয়, কিন্তু এর মধ্যেই এক ধরনের নির্ভরতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। মেয়েটা একদম অন্যরকম। শিল্পী বলাই উচিত। বাবা রাজনীতির মানুষ, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। অনেক ক্ষমতা। সেসব মেয়েকে কখনও প্রভাবিত, বিচলিত করেনি। নিজের লেখাপড়া, ছবি, স্কাল্পচার, ঘরবাড়ি সাজানো নিয়ে মেতে থেকেছে নিজের মতো। প্রিয়মের মতো ছন্নছাড়া, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছেলেকে ভালবাসার পিছনেও তার শিল্পী মনই কাজ করেছে। গোড়ার দিকে যতবারই প্রিয়ম বলতে গিয়েছে আমার সঙ্গে মেশার অর্থ ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কৃষ্ণকলি গম্ভীর গলায় বলত, "আমার ভবিষ্যৎ আলোয় ঝলমলে করার জন্য আমি নিজেই যথেষ্ট। আমি তো তোমার কাছে আলো চাইতে আসিনি।"

প্রিয়ম কৌতুক মিশিয়ে প্রশ্ন করেছে, "তা হলে কী চাইতে এসেছ?"

"একটা দারুণ সিনেমা। সেই সিনেমা নিয়ে সকলে হইহই করবে। কাগজে তোমার কথা লেখা হবে, ছবি ছাপা হবে। তুমি পৃথিবীর বড়-বড় ফেস্টিভ্যালে ছবি নিয়ে যাবে, প্রাইজ পাবে। গর্বে আনন্দে আমার বুক ভরে যাবে।"

প্রিয়ম হেসে চোখ কপালে তুলে বলেছিল, "বাপ রে! সে তো অনেক চাওয়া!"

কৃষ্ণকলি বলল, "তোমার জন্য মোটেই অনেক চাওয়া নয়। তোমার কাছে তো আর কম্পিউটারের সফ্‌টওয়্যারের ডেভেলপমেন্ট জানতে চাইনি, সিনেমা চেয়েছি। এটুকু না পারলে তোমার মতো একটা ভূতের সঙ্গে খামোকা ভাব-ভালবাসা করতে গেলাম কেন?"

প্রিয়ম একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "ভুল করছ।"

"কোনটা ভুল? তোমার কাছে ভাল কাজ চাওয়াটা ভুল?"

প্রিয়ম বলল, "না, আমার সঙ্গে মেলামেশাটা। তুমি এত ভাল স্টুডেন্ট। ব্রাইট ফিউচার। তার উপর... তার উপর পাওয়ারফুল, ইনফ্লুয়েনশিয়াল

BanglaBook.org

ফ্যামিলির মেয়ে... আমার মতো ফিল্ম ডিরেক্টর হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ফ্যা ফ্যা গঙ্গারাম ছেলের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা, তোমার ভুল হচ্ছে।"

কৃষ্ণকলি হেসে বলেছিল, "তোমার সিনেমায় এই সব ডায়লগ থাকছে নাকি? তা হলে ছবি পুরো ফ্লপ! এখন এই সব ন্যাকা ন্যাকা কথা কে শুনবে? আমার জন্য এত না ভেবে নিজের কাজের কথা ভাবো দেখি! তোমার কাজে যদি আমাকে কোনও কম্মে লাগে, বোলো। সেটের ডিজ়াইন কিন্তু আমি করব। এখনই বলে রাখলাম।"

প্রিয়ম বলল, "সাত মন তেল পোড়ানোর আগেই তো তুমি রাধাকে নাচিয়ে দিচ্ছ! আগে ছবির ব্যাপারটা পাকা হোক, তারপর তো সেট।"

"ঠিক পাকা হবে। তুমিও আমেরিকা চলে এসো!"

পাশে থেকে এত উৎসাহ দেওয়ার মেয়েটা এত দূরে চলে যাচ্ছে জেনে মনটা প্রথমে একটু তো খারাপ হবেই। প্রিয়ম হেসে বলল, "আমি আমেরিকায় গিয়ে কী করব? আমার ওখানে কী কাজ? বাংলায় সিনেমা বানাব?"

কৃষ্ণকলি বলল, "ইয়ার্কি কোরো না। আমার ভাল লাগছে না।"

মুখ নামিয়ে কৃষ্ণকলির কপালে চুমু খেল প্রিয়ম। বলল, "আমার ভাল লাগছে। তুমি আরও পড়বে, বড় চাকরি করবে। ওখানেই কোনও কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে অ্যাবজ়র্ব হয়ে যাবে।"

কৃষ্ণকলি ফিসফিস করে বলল, "বয়ে গিয়েছে! পড়া শেষ হলেই আমি তোমার কাছে পালিয়ে আসব।"

কৃষ্ণকলির পিঠে হাতে রেখে প্রিয়ম বলল, "ওরকম সকলেই বলে। বেশির ভাগই থেকে যায়। থাকবেই বা না কেন? এদেশে ভাল ছেলেমেয়েদের জন্য কী সুযোগ আছে? তুমিও থাকবে। তারপর কোনও সম্ভাবনাময় নোবেল লরিয়েটকে বিয়ে করে পেনসিলভানিয়ার পাহাড়ে গিয়ে বাংলো কিনবে।"

কৃষ্ণকলি হাত সরিয়ে দিয়ে প্রিয়মের শরীরের উপর উঠে যায়। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, "চুপ করো! ভাল হচ্ছে না বলছি! আমি কিন্তু কামড়ে দেব!"

প্রিয়ম হেসে বলে, "কেন? বাইরে গেলে বাঙালি ছেলেরা মেমসাহেব

BanglaBook.org

বিয়ে করতে পারলে, তুমি সাহেব বিয়ে করতে পারবে না কেন? তা ছাড়া তুমি তো আর ডকুমেন্টারি তোলা হাবিজাবি কাউকে বিয়ে করছ না। এমন কাউকে করবে, যে দুম করে একদিন নোবেল প্রাইজ় পেয়ে গেলেও পেয়ে যেতে পারে।"

কৃষ্ণকলি এবার প্রিয়মের নগ্ন শরীর বেয়ে উঠে আসে তার মুখ পর্যন্ত। সত্যি সত্যি হাঁ করে কামড়াতে যায়। আর তখনই টেবিলের উপর রাখা প্রিয়মের মোবাইল বেজে ওঠে। প্রিয়ম উঠতে গেলে তার কাঁধ চেপে ধরে কৃষ্ণকলি। হিসহিসে গলায় বলে, "উঠবে না। আমাকে আরও আদর করো! আরও আদর করো!"

"আরে, দাঁড়াও, কোনও প্রোডিউসার হয়তো ফোন করছে। আমাকে পাগলের মতো খুঁজছে।"

কৃষ্ণকলি প্রিয়মের গা থেকে নেমে পড়ল। চাদরটা জড়িয়ে নিল। প্রিয়ম তার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে উঠে গিয়ে ফোন ধরল। অন্ধকার ঘরে মোবাইলের আলোটুকুই সম্বল। সেই আলোয় প্রিয়মের নগ্ন সুঠাম শরীরটা পুরো দেখা যাচ্ছে না। একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। কৃষ্ণকলির মনে হল, প্রিয়মের হাতে মোবাইল নয়, বাঁশি! নিজের মনেই হেসে ফেলল সে, তারপর চোখ বুজল।

ফোন কানে প্রিয়ম উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, "আরে ঐশানি! এত দিন পর কোথা থেকে? তুমি তো একেবারে ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছ!"

ওপাশ থেকে ঐশানি বলল, "দাদা, কেমন আছেন? অনেকদিন খবরাখবর নেওয়া হয়নি। কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে?"

"ওই চলছে। এদেশে প্রতিভাধরদের যেমন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয়, তেমন ঘুরে বেড়াচ্ছি!"

ঐশানি বলল, "ওভাবে বলবেন না। আপনার ঠিক সুযোগ এসে যাবে।"

"তুমি ওয়েব ম্যাগাজিন না কী একটা করছিলে না?"

"ভালই চলছে। তবে দাদা, আমি আপনাদের মতো লোকদের সঙ্গেও কাজ করতে চাই।"

প্রিয়ম বলল, "ভালই হল ফোন করলে, তোমার সঙ্গে ক'দিন পরে যোগাযোগ করব। একটা ছবি করার কথা ভাবছি। তোমাকে দরকার হতে পারে।"

BanglaBook.org

ঐশানি উৎসাহের সঙ্গে বলল, "খুব ভাল হবে। কীসের উপর ছবি?"

প্রিয়ম হেসে বলল, "উঁহু, এখন বলা যাবে না, সিক্রেট। তোমাদের ম্যাগাজিনে যদি লিখে দাও! বিশ্বের লোক জেনে যাবে। তোমাদের তো আবার কম্পিউটারের ম্যাগাজিন। মালদা টু মাসকাট, সকলেই পড়তে পারবে। আমার প্ল্যান চুরি হয়ে যাবে।"

ঐশানি হেসে বলল, "ঠিক আছে, কাজ শুরু হলে বলবেন। আমরা এক্সক্লুসিভ করব। কাজ কবে শুরু?"

"দেরি আছে। আরে বাবা, আগে টাকাপয়সা জোগাড় করি। এবার বলো, ফোন করেছ কেন।"

ঐশানি একটু থমকে থেকে বলল, "আমাদের একটা ছোট কাজ করে দেবেন?"

প্রিয়ম অবাক হয়ে বলল, "তোমাদের কাজ মানে?"

ঐশানি সংকুচিত গলায় বলল, "আমাদের ম্যাগাজিনের তরফে একটা শর্ট ফিল্ম করার কথা ভেবেছি। আপনি যদি ডিরেকশন দেন খুব ভাল হয়। ছোট কাজ। বাজেটও অল্প। আপনাকে রেমুনারেশন বেশি দিতে পারব না। অন্য কাউকে বললে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। আপনাকে সাহস করে বলতে পারলাম। আপনি করলে কাজটা ঠিকঠাক হবে।"

প্রিয়ম বলল, "আরে, ওসব কথা বাদ দাও। আগে বলো, কী ছবি?"

ঐশানি বলল, "একটা জায়গা নিয়ে।"

প্রিয়ম বলল, "জায়গা? কোন জায়গা?"

ঐশানি বলল, "কলকাতাতেই। তবে প্রপার কলকাতায় নয়, একদম গায়ে। আপনি হয়তো নামও শুনে থাকবেন। জায়গাটার একটা ইতিহাস আছে। এলাকায় এখনও পুরনো স্মেল আছে। মফস্‌সল টাউনের মতো। ছবিটার জন্য হয়তো ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিছু টাকাও পাওয়া যেতে পারে। এক ভদ্রলোক চেষ্টা করবেন। বাকিটাও ম্যানেজ হয়ে যাবে। আপনি রাজি হলে, বাজেট করে প্রোপোজাল জমা দেব।"

প্রিয়ম বলল, "জায়গাটার নাম কী?"

"শহিদ ভূপতি সেন কলোনি। নাম শুনেছেন?"

ফোনে কথা শেষ করে, পোশাক পরতে পরতে প্রিয়ম কৃষ্ণকলিকে বলল, "তোমার বাবা ভূপতি কলোনি নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন?"

BanglaBook.org

কৃষ্ণকলি চাদর জড়িয়ে বাথরুম যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, "তাই নাকি? আমি তো কিছু জানি না! কে বলল?"

প্রিয়ম বলল, "ঐশানি। একসময় আমার প্রোডাকশনে কাজ করেছে। এখন নিজেরা কোম্পানি খুলে নানাধরনের কাজ করে। সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ওয়েব ম্যাগাজিন। মাথায় ছবি করার ভূত চেপেছে। প্রথমটা তোমাদের ভূপতি কলোনি নিয়ে করতে চায়। নির্মল চক্রবর্তীর পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটি নাকি খরচের একটা পার্ট দিতে পারে। আমাকে ডিরেকশন দিতে বলছে।"

"তাই নাকি? আমি তো জানি না! অবশ্য বাবার কাজের ব্যাপারে আমি কখনওই কিছু জানতে চাই না। বললে শুনি।"

প্রিয়ম ঘরের আলো জ্বেলে বলল, "জেনে কাজ নেই। আমি কাজটা করব না বলে দিয়েছি। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। তোমাকে পৌঁছে দেব।"

বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে কৃষ্ণকলির মনে হল, সে আর প্রিয়ম যখন একসঙ্গে থাকবে, তাদের ফ্ল্যাট সাজাবে বাঁশি দিয়ে। পেন্টিং, স্কাল্পচার, এমনকী অরিজিন্যাল বাঁশিও থাকবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করা হবে।

ঝড়বৃষ্টির জন্য ট্যাক্সিতে বাড়ি ফেরার সময় শীত-শীত করল কৃষ্ণকলির। প্রিয়মের গা ঘেঁষে বসেছিল। চুপচাপই ছিল। একসময় বলল, "ঐশানিদের কাজটা করবে না কেন?"

প্রিয়ম একটু চুপ করে থেকে বলল, "পলিটিক্যাল লোকদের সঙ্গে এই ধরনের কাজে না যাওয়াই ভাল। নিজেদের ঢাক পেটানোর জন্য ওরা নানা ধরনের চাপ দেবে। আমি মানতে পারব না। তুমি তো জানো, নেতা-মন্ত্রীদের আমি পছন্দ করি না। বিশ্বাসও নয়।"

কৃষ্ণকলি বলল, "আমার বাবা একজন ভালমানুষ।"

প্রিয়ম কৃষ্ণকলির গালে হাত দিয়ে হেসে বলল, "হতে পারে। সেটা ব্যতিক্রম।"

BanglaBook.org

দেবকুমার মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। কলকাতার নামী দোকানের মিষ্টি। হাসিমুখে তিনি সেই মিষ্টির বাক্স নির্মল চক্রবর্তীর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। নির্মলবাবু হাত দিয়ে বাক্স ধরেননি। চোখের ইশারায় টেবিলে রাখতে বলেছেন। ইশারার মধ্যে একধরনের তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ছিল। দেবকুমার গায়ে মাখলেন না। বড় নেতার তাচ্ছিল্যে অপমান হয় না। তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে মিষ্টির বাক্স টেবিলে রাখলেন। এই মানুষটার কথা অনেক শুনেছেন, কিন্তু কখনওই মুখোমুখি সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি।

"বসুন। বলুন, কী বলবেন। আমার সময় কম।"

দেবকুমার বসতে বসতে বললেন, "জানি, স্যার। বামাদা বলেছেন। আমি বেশি সময় নেব না।"

নির্মল চক্রবর্তী টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজ তুলে চেয়ারে হেলান দিলেন। এটা তাঁর কায়দা। অনেক মানুষ আছে যাদের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, বাধ্য হয়ে শুনতে হয়। তাদের সামনে কোনও না-কোনও কাজ শুরু করে দেন। কখনও প্যাড টেনে কিছু লেখেন, কখনও ফাইল উল্টোন, কখনও বইয়ের পাতা উল্টোন। এতে এক ধরনের অবজ্ঞা দেখানো হয়। দর্শনার্থীকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, বাপু হে, তোমার কথায় পুরো মন দিতে পারছি না। হাফ মন দিচ্ছি, হাফ অন্য কাজ করছি। এতে দর্শনার্থী প্রথম থেকেই ঘাবড়ে থাকে। সময় কম নেয়। যতটা পাওয়ার আশা নিয়ে ছুটে আসে, আশার মাত্রা কমতে থাকে। তবে যতই অন্য কাজের ভান করুন, নির্মলবাবু প্রতিটা কথা শোনেন। কথার প্যাঁচ-পয়জার শোনেন। অনেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে এমন একটা জাল ফেলে যে, আসল কথাটা চট করে ধরা যায় না। তাই সব কথা না শুনলে সমস্যা, অন্য কাজের ভান করে আসল দিকে মন রাখার কাজটা জটিল। অভ্যেস করে ফেলেছেন। নেতা হতে গেলে অনেক জটিল কাজ অভ্যেস করতে হয়।

আজও তাই করলেন। মুখের উপর তোলা খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেবকুমারের কথা শুনলেন। শুনে চমকে উঠলেন। দীর্ঘ রাজনীতির জীবনে কত লোকের কত আবদার শুনতে হয়েছে। আরও হবে।

BanglaBook.org

কিন্তু এমনটা কখনও হয়নি। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, এরকম একটা কথা এত সহজে কেউ বলতে পারে!

নির্মলবাবু খবরের কাগজ নামিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। চশমা খুলে সাদা ফতুয়ার খুঁট দিয়ে কাচ মুছলেন সময় নিয়ে। ঘটনা কী? ঘটনা যাই হোক না কেন, বোঝাই যাচ্ছে তার শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো হয়েছে। কতদূর পর্যন্ত? কত টাকা রয়েছে এর মধ্যে? অনেক টাকার ব্যাপার ছাড়া এই ধরনের প্রস্তাব তার কাছ পর্যন্ত কেউ নিয়ে আসে? নির্মলবাবু আগ্রহ বোধ করলেন। শুধু আগ্রহ নয়, পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রয়োজনও বোধ করছেন। এই লোকের কাছ থেকে যতটা সম্ভব ঘটনার ডালপালা, শিকড়বাকড়ের খবর জানতে হবে। তবে সতর্কভাবে জানতে হবে।

মোছা শেষ করে চশমাটা চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করতে করতে শান্ত গলায় নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "আপনি কী বলছেন তা কি আপনি জানেন, দেবকুমারবাবু?"

"জানি স্যার। ভাবনাচিন্তা করেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি যদি কনভিন্সড হন, তা হলে কাজটা হবে।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "আমার কাছে আসার ভাবনা কি আপনার নিজের? নাকি অন্য কেউ দিয়েছে?"

দেবকুমার একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমার ম্যানেজার গৌর আমাকে বলে। বলে, একমাত্র আপনার কাছে গেলেই একটা কোনও উপায় হতে পারে।"

"আপনার কী মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে কাজটা এত সহজ যে, আমার ইচ্ছেতেই হয়ে যাবে?"

দেবকুমার একটু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, "সহজ নয়, চাইলে আপনি সহজ করে দিতে পারেন।"

নির্মলবাবু স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। এই লোক ওস্তাদ লোক। তিনি চোখ না সরিয়ে বললেন, "ওসব তো পরের কথা, আমি ভাবছি এরকম একটা উদ্ভট প্রস্তাব আপনার মাথায় কী করে এল!"

দেবকুমার মাথা চুলকে বললেন, "শুধু আমার নয়, অনেকেই চায়।"

নির্মলবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "তারা কারা? আপনার মতো বাইরের লোক?"

BanglaBook.org

বাইরের লোক কথাটা একটা খোঁচা। দেবকুমার খোঁচা গায়ে মাখলেন না। বললেন, "আমার মতো বাইরের লোক যেমন আছেন, ভূপতি কলোনির ভিতরের মানুষও আছেন। তাঁরাও চান।"

"কই, আমি তো এরকম কিছু শুনিনি!"

"স্যার, আপনাদের মতো ইম্পরট্যান্ট মানুষের কাছে আসতে অনেকে সাহস পায় না। সুযোগও হয় না। অনেক কথা আপনাদের কানেও তোলা হয় না।"

নির্মল চক্রবর্তীর মুখ সুড়সুড় করে উঠল। এবার একটা ধমকের প্রয়োজন। নিজেকে সামলালেন। রাজনীতি করলে যেমন সুবিধে আছে, তেমনই অসুবিধেও আছে। সুবিধে হল, ইচ্ছে হলে লোকজনকে ধমকধামক দেওয়া যায়। আর অসুবিধে হল, সেই ইচ্ছে বেশিরভাগ সময়ই কন্ট্রোল করতে হয়। এখন যেমন করতে হল। তার উল্টো দিকে বসা মানুষটা যে-কেউ নয় যে, হুটপাট ধমক দেওয়া যাবে। সামনে বসা মানুষটা সম্পর্কে তাঁর হোমওয়ার্ক করা হয়ে গিয়েছে। নাম, দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। জেটি, বাঁধ, রাস্তা, নর্দমা, কালভার্ট, জলের পাইপের কাজ থেকে বিস্তর টাকা করেছে। বাড়িঘর বানানোর কাজও করে। ধুরন্ধর লোক। এই লাইনের সব সফল ব্যবসায়ীই ধুরন্ধর। এই লোক একটু বেশিই ধুরন্ধর। কাজ কীভাবে পেতে হয়, এই লোক খুব ভাল করে জানে। ঘুষ দেওয়ার কায়দা আলাদা। লোকে বলে কুমার কনস্ট্রাকশন এ-ব্যাপারে কর্পোরেট স্টাইলে চলে। যেখানে কাজ করে সেখানকার পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর সঙ্গে প্যাকেজ সিস্টেমে যায়। অর্ডার পাওয়া থেকে বিল পেমেন্ট পর্যন্ত প্যাকেজ থাকে। এক-একটা পর্যায়ে এক-একরকম কমিশন। গোড়ায় খানিকটা দিয়ে দেয়, কাজ শেষ হলে বাকিটা। রেট অন্যদের চেয়ে বেশি, ফলে কাজের ঝামেলা কম। প্যাকেজে বলা থাকে, ঝামেলা হলে পার্টির লোকই সামলাবে। আরও ব্যবস্থা আছে। এই লোক এলাকার ছোট-বড়, সরকার-বিরোধী, কোনও দলকেই হাতছাড়া করে না। কমবেশি সকলকেই টাকা পাঠায়। ফলে কাজের কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। কোনও জায়গায় নতুন রাস্তা পনেরো দিনে ভেঙে গেলে বা সুয়ারেজের পাইপ লিক করলে পাবলিক ঝাঁপিয়ে পড়বে না। সব দলই চুপ করে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন বোর্ডে বিরোধীদের চেঁচামেচি কম হয়। আবার দরকার পড়লে উল্টোটাও হবে। একই রাস্তা চাপাচাপিতে

BanglaBook.org

তিনবার পিচ ঢালিয়ে দেবে। রাজনীতি করতে গেলে এই ধরনের লোককে নিয়ে চলতে হয়। দেবকুমার আঁটঘাঁট বাঁধা লোক। মনে হচ্ছে রাধানাথ, পার্থদের গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। খালের পশ্চিমপাড়ের জমি কেনাবেচার ব্যাপারে এই লোকের নিশ্চয় হাত রয়েছে। এমনকী, চেয়ারম্যানের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড়ও করেছে আঁটঘাঁট বেঁধে। একে চট করে ধমক দেওয়া যায় না।

কিন্তু লোকটা এসব কী বলছে! ভূপতি কলোনির নাম বদলাতে বলছে!

দেবকুমার শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, "স্যার, আমি তো পুরো এলাকার নাম বদলে ফেলতে বলছি না। আপনি শুধু নতুন ব্রিজের ওদিকটা ছেড়ে দিন।"

ছেড়ে দিন! কত বড় স্পর্ধা! নির্মলবাবু নিজেকে সামলালেন। ঠোঁটের কোনায় হেসে বললেন, "দেবকুমারবাবু, ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স আমি এখানে বাস করছি। একেবারে ছোটবেলা বাবার হাত ধরে এসেছিলাম। তারপর থেকে রয়ে গিয়েছি। একবার অপোনেন্টের তাড়া খেয়ে বাড়িছাড়া হয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন, টানা কতবছর আছি। রাজনীতির কারণে এলাকার মানুষের সঙ্গে আমার সর্বক্ষণের ওঠাবসা। আমি কখনও শুনিনি, শহিদ ভূপতি সেন কলোনি নামে কারও আপত্তি রয়েছে। আমি কেন, আর কেউ শুনেছে বলেও জানি না। আমি মানুষের মনের কথা জানতে পারলাম না, অথচ আপনি জেনে ফেললেন? চমৎকার!"

দেবকুমার গলাখাঁকারি দিলেন। এবার খোলসা করে বলে ফেলার সময় এসেছে। মনে হচ্ছে চেয়ারম্যানও সেরকমই চাইছেন। ঘুরপথে ঢুকছেন। এই ধরনের লোকেদের এরকমই স্বভাব। আসল কথা জানার জন্য নানারকম ফন্দিফিকির করে। এই লোক নিজে টাকাপয়সা নেয় না। ততে ঝামেলা। যদিও দেবকুমার মনে করেন, একথার কোনও মানে হয় না। নিজে ঘুষ নেয় না, এমন বহু লোকের সঙ্গে তার জীবনে দেখা হয়েছে। অলিগলি দিয়ে তাদের ম্যানেজ করতে হয়েছে। একেও ম্যানেজ করতে হবে। গৌর সঙ্গে থাকলে ভাল হত। আজকাল ওর মাথায় বদবুদ্ধি বেশি খেলছে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্টে ও নিজেই আসতে চায়নি। বলেছে, "এটা স্যার আপনার একাই যাওয়া উচিত।"

দেবকুমার বলেছিলেন, "একা কেন? তুমি আমার কোম্পানির ম্যানেজার। দু'দিন পরে আত্মীয় হতে চলেছ।"

BanglaBook.org

আত্মীয় হতে চলেছ শুনে গৌরের মাথায় রক্ত উঠল। তবু লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, "এ আলোচনা অফিশিয়াল না হয়ে পার্সোনাল হওয়াই ভাল। তাতে খোলামেলা কথা হতে পারে। আপনি একাই যান, স্যার।"

নির্মল চক্রবর্তী ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গের হাসি হেসে আবার বললেন, "কই বললেন না তো, ভূপতি কলোনি নামে কারা আপত্তি করল? আপনি কীভাবে জানলেন?"

দেবকুমার খানিকটা বোকার মতো মুখ করে বললেন,"স্যার, আমি জানিনি। সিলভার গ্রুপ জেনেছে।"

নির্মলবাবু থমকে গেলেন। বললেন, "সিলভার গ্রুপ? সে কে?"

দেবকুমার বললেন, "প্রপার্টি ডিলার। ঘরবাড়ি তৈরি করে বেচে। জমিও বেচে। কলকাতার আশপাশে অনেক কাজ করেছে, আপনি নাম শোনেননি?"

এটা একটা হাল্কা খোঁচা। খোঁচাটা গায়ে মাখলেন নির্মল চক্রবর্তী। বিরক্ত গলায় বললেন, "পাতি প্রোমোটারদের নাম শোনা আমার কাজ নয়। ভূপতি কলোনির নাম বদলানোর ব্যাপারে এদের কী ইন্টারেস্ট?"

"সিলভার গ্রুপ পাতি প্রোমোটার নয় স্যার, বড়-বড় কাজ করে। কয়েক কোটির কমে প্রোজেক্টে হাত দেয় না। এখানেও ওরা বড় কাজ করতে চাইছে। খালের পশ্চিমপাড়ে ফ্ল্যাট, স্কুল, সিনেমা হল, মার্কেট, নার্সিংহোম তৈরি করবে। আপনি তো জানেন স্যার, ব্রিজটা হয়ে গেলে ভূপতি কলোনির ওই অঞ্চলটা ভ্যালুয়েবল হয়ে উঠবে। আর আপনি এ-ও নিশ্চয় জানেন ব্রিজের কাজটা আমরা করছি।"

নির্মল চক্রবর্তী নিজের উপর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি যেমন ভেবেছিলেন তেমনটাই জানছেন। ঘটনার পিছনে জমি-বাড়ির লোক আছে। দেবকুমার দালালি করছে। আর কে আছে? "ব্রিজটা হলে ভূপতি কলোনির মানুষের বহুদিনের দাবি এবং প্রয়োজন মিটবে। কোনও সন্দেহ নেই ওদিকটা চিরকাল অবহেলিত থেকে গিয়েছে। ওখানকার মানুষের যাতায়াতের অসুবিধে ছিল। তবে আপনার কথামতো ব্রিজ হলে ওই এলাকার দাম বেড়ে যাবে, এমনটা আমার জানা নেই। এমন করে ভাবিওনি। হয়তো জমি-বাড়ির ব্যাবসা করলে ভাবতাম। আর আপনার কোম্পানি যে ব্রিজের কাজ পেয়েছে সেটাও আমার জানা নেই। অত নীচ পর্যন্ত খবর আমি রাখি না।"

BanglaBook.org

দেবকুমার মনে মনে গাল দিল। হারামজাদা। সব খবরই রাখো। টাকার ভাগ কারা পায় জানো। তুমি না নাও, তোমার ডান হাত, বাঁ হাত তো নেয়। এর আগে যারা মিউনিসিপ্যালিটিতে পাওয়ারে ছিল, তারাও নিয়েছে। এই ব্রিজের টেন্ডার বের করতে কুমার কনস্ট্রাকশনের কত খরচ হয়েছে তুমি কি জানো না? অবশ্যই জানো। উপরের নেতারা সব সময়ই ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানি না ধরনের ভাব করে বসে থাকে। দেবকুমার মুখে হেঁ হেঁ ভঙ্গি করে বললেন, "তা তো বটেই, স্যার। তা তো বটেই, স্যার। আপনি অত নিচু লেভেলের খবর কেন রাখবেন? যাই হোক, মূল কথায় ফিরে আসি। সিলভার গ্রুপ ওই এলাকায় বিজনেস শুরু করতে চায়। অনেকটা এগিয়েছে। খুব বড় স্কেলে কাজ করবে। ঘরবাড়ি বানাবে, স্কুল, নার্সিংহোম করবে। তবে বড় কোম্পানিগুলো বিজনেস শুরুর আগে নানা ফ্যাকড়া করে। এরাও করেছে। ওদের মার্কেটিং ডিভিশনকে দিয়ে আগাম সার্ভে করিয়েছে। মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে, ভূপতি কলোনি নামটা কারও পছন্দ নয়। কলোনিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে তারা রাজি নয়," একটু থমকালেন দেবকুমার। গলা নামিয়ে বললেন, "শুধু যে ক্রেতারা বলেছে তা নয়, স্যার। সিলভার গ্রুপ ভূপতি কলোনির অনেক বাসিন্দার সঙ্গেও কথা বলেছে। তারাও মনে করছে, এই নাম বদল হওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে নতুন জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা তো বটেই। আপনি যদি চান, ওদের সার্ভে রিপোর্টটা আপনাকে পাঠিয়ে দিতে বলব।"

এই পর্যন্ত শুনে নড়েচড়ে বসলেন নির্মল চক্রবর্তী। ঘটনার পিছনে কোটি টাকার গল্প রয়েছে। এই গ্রুপের সম্পর্কে তাঁর জানা আছে। বারাসতের কাছে একটা প্রোজেক্ট নিয়ে পার্টির সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল। কলকাতায় গিয়ে সেই গণ্ডগোলের খবর শুনেছিল। কিন্তু সে ছিল অন্য সমস্যা। জমি দখলদারির বিষয়। এটা তো একেবারে আলাদা। একটা এলাকার নামই বদলে দিতে চাইছে! ভয়ংকর!

"এখানে ব্রিজ হচ্ছে সেই খবর আপনার ওই গ্রুপ জানল কী করে?"

দেবকুমার সামান্য হেসে বলল, "স্যার, জমি নিয়ে যাদের কাজ, তারা এই খবর জানবে। তাদের এজেন্ট কাজ করে।"

নির্মল চক্রবর্তী দুম করে বলে বসলেন, "যেমন আপনি?"

দেবকুমার জিভ কেটে বললেন, "না না স্যার, আমি কেন দালাল হতে

BanglaBook.org

যাব! আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন, কুমার কনস্ট্রাকশনের নামে এক ছটাক জমিও কেনা হয়নি। এসব খোঁজ নিতে মিউনিসিপ্যালিটির একটুও সময় লাগবে না।''

নির্মল চক্রবর্তী চোখ সরু করে দেবকুমারের দিকে তাকালেন। গন্ধ পাচ্ছেন। রাধানাথ-পার্থরা তা হলে ওই সিলভার গ্রুপের হয়ে কাজ করছে? নাকি মাঝখানে আরও কেউ রয়েছে?

দেবকুমার বললেন, "এখানকার ব্রিজটা শেষ হতে কত সময় লাগবে জানতে ওদের লোক আমার অফিসে যোগাযোগ করেছিল। আমি বললাম, তোমাদের কেন বলব? ওরা বলল, পশ্চিমপাড়ের বেশ খানিকটা জমি তাদের কেনা রয়েছে। ব্রিজটা চালু হলে সেখানে কাজ শুরু করে দেবে। আমি বললাম, কাজ শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তাড়া দিয়েছে। সামনে ভোট, তার আগে ব্রিজ শেষ করে দিতে হবে। তারপর একদিন সিলভার গ্রুপের বড়সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ভেবেছিলাম কাজ দেবে। আমি তো ছুটে গেলাম। এটা সেটা বলার পর বললেন, ভুপতি কলোনি নামটা পাল্টানো যায় না? আমি আকাশ থেকে পড়লাম! লোকটা পাগল নাকি? এমন কথা আগে কখনও শুনিনি।"

নির্মল চক্রবর্তীর বাড়িটা ছোট। ড্রয়িংরুমও ছোটখাটো। কিন্তু সাজানো। একবছর আগেও এরকম ছিল না। এখন এই ঘরের সব ফার্নিচার বাঁশ আর বেতের। সোফা, টেবিল, বুক র‍্যাক, আলোর শেড, দেওয়ালে টাঙানো মুখোশ, সব। এমনকী, সেরকম অতিথিরা এলে তাদের যে কাপে চা দেওয়া হয়, তার হাতলও বেতের। এসব কৃষ্ণকলির পরিকল্পনা। সে রাজনীতি পছন্দ করে না, কিন্তু বাবার যুক্তি পছন্দ করে। তার মতে, রাজনীতি করে মানুষ নিজের যুক্তি-বুদ্ধির অপচয় করে। বাবাও করছে। একসময়ে এই বিষয়ে সে তার বাবার সঙ্গে কিছু কিছু কথা বলেছে। খুব যে গভীর কথা এমন নয়, তবে সেটা তার বয়সে যতটা বলা যায় তার চেয়ে খানিকটা বেশি গভীর। জন্ম থেকে যে মেয়ে রাজনীতির মানুষ দেখে বড় হয়েছে, সে যে আর পাঁচজনের চেয়ে এই বিষয়ে বেশি পরিণত হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মতো কথাও বলে। ছেলেমানুষি কথার সমস্যা হল, কথার রাখঢাক থাকে না। জবাব দিতে গিয়ে নির্মলবাবুকে মেয়ের কাছে

BanglaBook.org

থমকাতেও হয়েছে। ক'দিন আগে খাওয়ার টেবিলে দুম করে বলে বসল, "বাবা, তুমি পলিটিক্স ছেড়ে দাও।"

নির্মলবাবু কপালে চোখ তুলে বললেন, "বলিস কী রে! এত বছর যার সঙ্গে রইলাম, তাকে ছেড়ে দেব?"

কৃষ্ণকলি বলল, "হ্যাঁ ছেড়ে দেবে। পলিটিক্স খারাপ হয়ে গিয়েছে। সকলে নিন্দে করছে।"

নির্মলবাবু গম্ভীর হতে গিয়েও জোর করে হাসলেন। মেয়ের কথা সিরিয়াস ভাবে নেওয়ার কারণ নেই। আবার এড়িয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। বললেন, "পলিটিক্স খারাপ হয়নি। যারা করে তাদের অনেকে খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর তাই ভালমানুষদের বেশি বেশি করে রাজনীতিতে আসা উচিত।"

কৃষ্ণকলি বলল, "তোমার পলিটিক্স করার কী প্রয়োজন?"

নির্মলবাবু হেসে বললেন, "মানুষ কি নিজের দরকারে পলিটিক্স করে? নিজের অভাব মেটাতে?"

কৃষ্ণকলি বলেছিল, "সকলে তো সেরকমই বলে।"

"দূর পাগলি! আমার মেয়ে হয়ে তুই এই বুঝেছিস? লোকে শুনলে কী বলবে! যে যা খুশি বলুক, তুই কেন বলবি? অন্যের অভাব, দুঃখ, দুর্দশা কীভাবে মেটানো যায়, সেই পথ খুঁজে বের করাটাই পলিটিক্স। অসহায়, দরিদ্র মানুষ যাতে খেতে-পরতে পারে, মাথা গোঁজার আশ্রয় পায়, ন্যায্য অধিকারটুকু পায়, তার উপর যাতে অন্যায় অবিচার জুলুম না হয়, তার জন্যই রাজনীতি। পলিটিশিয়ানরা নিজের কথা ভাবে না, অন্যের জন্য নিজের জীবন স্যাক্রিফাইস করে।"

কৃষ্ণকলি সহজভাবে বলল, "একটা সময় পর্যন্ত আমিও সেরকম জানতাম। কিন্তু এখন গুলিয়ে গিয়েছে। এখন দেখছি পলিটিক্স মানে শুধু নিজেরটা গোছানো। পলিটিক্সের জন্যই এত করাপশন, এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারপিট। সবটাই ব্যক্তিগত স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভ।"

নির্মলবাবু মেয়ের এই কথায় মনে মনে বিরক্ত হলেও নিজেকে শান্ত করেন। লেখাপড়ার কারণে কলি যে জগতে থাকে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তারা এরকমই ভাবে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তার উপর, ঘটনা তো অনেকাংশে সত্যিও। শুধু ছেলেমেয়েদের উপর রাগ করলে চলবে

BanglaBook.org

কেন? নির্মলবাবু একটু ভেবে বললেন, "কথাটা পুরো সত্যি নয়। আবার পুরো মিথ্যেও নয়। আজকাল রাজনীতিতে যেমন খারাপ লোক অসংখ্য, তেমনই যারা রাজনীতি করে, তারা সকলেই খারাপ নয়। অসৎও আছে, সৎও আছে। শুধু রাজনীতি নয়, সব কিছুতেই। তোমার বাবা তো রাজনীতি করে, সে কি একজন খারাপ মানুষ? লোকে কী বলে?"

নির্মলবাবু মেয়ের জবাব শুনতে চাইলেন। তাকে নিয়ে বাইরে কী কথা হয়? কৃষ্ণকলি একটু চুপ থেকে বলল, "একটা কথা বলব? রাগ করবে না?"

নির্মলবাবু মেয়ের চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কী বলতে পারে আঁচ করতে চাইলেন। রাগের প্রশ্ন আসছে কেন? কলি কি অন্য কিছু বলতে চায়? খারাপ কিছু? সন্তানের মুখে খারাপ কিছু শুনতে ভাল লাগবে না। একটু ভেবে বললেন, "না, রাগ করব না। তবে কিছু কথা আছে লোকে না জেনেশুনে বলে, সেসব কথায় কান দিতে নেই। সেসব নিয়ে আলোচনাও অর্থহীন। এবার বলো, কী বলবে।"

কৃষ্ণকলি বাবার ইঙ্গিত ধরতে পারল। মুখ নামিয়ে বলল, "থাক। আমার লাস্ট প্রশ্ন।"

নির্মলবাবু ভুরু তুলে হেসে বললেন, "এরই মধ্যে লাস্ট? আচ্ছা, বলো।"

কৃষ্ণকলি খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলে বলল, "আমি যদি পলিটিক্স করি তুমি খুশি হবে?"

বুদ্ধিমতী মেয়ের এই প্রশ্নে নির্মলবাবু খানিকটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আগে লেখাপড়া শেষ করো। আমার খুশি-অখুশির কারণে নয়, তখন যদি তোমার মনে হয় পলিটিক্স করা দরকার অবশ্যই করবে।"

কৃষ্ণকলি একটু চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে, আমি না হয় এখন রাজনীতি করব না, কিন্তু তোমরা তবে সেদিন ভূপতি নগর বয়েজ স্কুলের ছেলেদের মিছিলে নিয়ে গেলে কেন? তারাও তো লেখাপড়া করে।"

নির্মলবাবু মাথা নামিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "রাজনীতিতে অনেক কিছু করতে হয়। ঠিক না হলেও করতে হয়।"

কৃষ্ণকলি রাজনীতির ধারেকাছে যায়নি। মন দিয়ে লেখাপড়া করছে। ড্রয়িংরুমের বাঁশশিল্প সে গতবছর করেছে। নির্মলবাবু খুশি হয়েছেন। নেতার

BanglaBook.org

ঘরবাড়ি অগোছালো থাকার যুগ শেষ। ঘরের মেঝেতে মাদুর পড়ে থাকবে, সিগারেট-বিড়ির টুকরো ছড়ানো থাকবে, চেয়ারে বোঝাই থাকবে বই, কোনায় বান্ডিল করা পোস্টার—এসব আর চলে না। এখন নেতার ঘর হবে ছিমছাম সাজানো। কৃষ্ণকলি বুদ্ধিমতী। সে ভেবেচিন্তেই ড্রয়িংরুম সাজিয়েছে। আড়ম্বর নেই, রুচি রয়েছে। তার উপর হ্যান্ডিক্রাফ্‌টস ব্যবহার আলাদা মাত্রা পেয়েছে। গ্রামগঞ্জের মানুষের হাতে করা শিল্পসামগ্রীর প্রতি প্রেম দেখাতে পারলে রাজনীতির লোকদের কদর বাড়ে। কলি এটা না বুঝে করছে এমনটা মনে করেন না নির্মলবাবু। রাজনীতির বিষয়ে যতই অনীহা থাকুক, বাবার ইমেজে দাগ পড়ুক সে চায় না, বরং বাড়াতে চায়।

মেয়ের সাজিয়ে দেওয়া ঘরে বসে থাকলে নির্মলবাবুর মনটা খুশি খুশি থাকে। আজ বেশি খুশি লাগছে। কাল রাতে মেয়ের ভাল খবর পেয়েছেন। তখন প্রায় ন'টা বাজে, পার্টি-অফিসে মিটিং চলছিল। কাল সকালে ভূপতি কলোনিতে একটা ঝামেলা হয়েছে। আপাতভাবে ঘটনা খুব বড় নয়। কিন্তু রাজনীতির খেলা শুরু হয়েছে। দু'পক্ষ খেলছে। নির্মল চক্রবর্তীর পাল্টা গোষ্ঠী আর বিরোধীরা। প্রথমে বিরোধীদের কথাটা মাথায় আসেনি। পরে বোঝা গেল। ঘটনাটা প্রাথমিক ভাবে ছোট, কিন্তু বড় হতে কতক্ষণ? বিশেষ করে ভোটের আগে নির্মল চক্রবর্তীকে কোণঠাসা করার জন্য এখন থেকেই অনেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে। সেই কারণে মাথা ঠান্ডা রেখে কাল ঝামেলা সামলানোর চেষ্টা করেছেন। পুরোটা পারেননি।

ভূপতি সেনের দূরসম্পর্কের ভাইপো না বোনপো কিংশুককে পাড়ার ছেলেরা বেধড়ক মার দিয়েছে। ছোকরা আগের রাতে বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছিল। অন্ধকারে টাল সামলাতে না পেরে কোনও এক মহিলার গায়ের উপর গিয়ে পড়ে। মাতালের অতর্কিত হামলায় রাস্তার পাশে নর্দমায় মহিলা পড়ে যান। আজ সকালে এলাকার ছেলেরা ভূপতি সেনের বাড়িতে যায়। কিংশুককে বাইরে ডাকে এবং আচ্ছামতো ধোলাই দেয়। এলাকার কাউন্সিলর মালবিকা চৌধুরী নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং মারধোর ঠিক মতো হচ্ছিল কি না তার উপর কড়া নজর রাখছিল। কিংশুকের বউ থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। সেই অভিযোগের একটি কপি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকেও পাঠিয়েছে। কাউন্সিলর জড়িত বলেই পাঠিয়েছে। সে জানিয়েছে, কিংশুক রাতে বাড়ি ফিরছিল। বাড়ির কাছাকাছি

BanglaBook.org

এসে রিকশার চাকা গর্তে পড়ে। ঝাঁকুনিতে সিট থেকে পড়ে যায় কিংশুক। সেই সময় দু'জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কিংশুক তাদের গায়ের উপর গিয়ে পড়ে। ইচ্ছাকৃতভাবে পড়েনি। যার গায়ে পড়ে সে পুরুষ না মহিলা এ-বিষয়েও কিংশুকের কোনও ধারণা নেই। একথা সত্যি যে, কিংশুক তখন অল্পবিস্তর মদ খেয়ে ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয়, সে মাতাল ছিল। রিকশা থেকে ছিটকে পড়ার কারণ মদ নয়, গর্ত। আর মহিলার গায়ে গিয়ে পড়ার জন্য দায়ী রাস্তার আলো। রাস্তার ওই জায়গায় বহুদিন ধরে আলো নেই। অন্ধকারে পুরুষ-মহিলা ভেদাভেদ করা অসম্ভব। তার উপর ওখানকার নর্দমারও ঠিকমতো সংস্কার হয়নি। সুতরাং সব দিক থেকেই এই ঘটনার জন্য দায়ী স্থানীয় কাউন্সিলর। তিনি যদি রাস্তা মেরামত করা এবং আলো জ্বালানোর দায়িত্ব নিতেন, তা হলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। নিদেনপক্ষে খোলা নর্দমা ঢাকার ব্যবস্থা করলেও মহিলা এতটা আহত হতেন না। কোনও কাজই মালবিকা করেনি। অথচ তারাই সকালে দল বেঁধে এসে মারধোর করে গেল। এদিকে মালবিকা চৌধুরীর দলবল ভূপতি সেনের বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছে, 'ভূপতি কলোনিতে দুষ্কৃতীদের ঠাঁই নেই। মন্দ লোকদের পাড়া ছাড়তে হবে। শহিদ ভূপতি সেনের নাম ভাঙিয়ে পাড়ায় নোংরামি করা যাবে না।'

মালবিকা আগে উল্টো শিবিরে থাকলেও এখন পার্টির লোক। নির্মল চক্রবর্তীর কাছে খবর, ঘটনার একটা অংশ মালবিকার তৈরি করা। তার চেয়ে বলা ভাল, ঘটনার সুযোগ নিয়েছে। তাকে সরিয়ে ভূপতি সেনের আত্মীয়কে ভোটে দাঁড় করানোর কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছে। তাই আগেই কফিনে পেরেক মেরে দিতে চাইছে। পার্টির ভিতর থেকেও মদত রয়েছে। মালবিকা পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে, বিষয়টা নিয়ে সে খুব শিগগিরই আন্দোলনে নামতে চায়। তার ওয়ার্ডে এই সব নোংরামি বরদাস্ত করা যাবে না। মিটিংয়ে রাধানাথ সরাসরি মালবিকার পক্ষ নিলেন।

"আমাদের উচিত মুভমেন্টের জন্য মালবিকাকে পারমিশন দেওয়া। ভোটের আগে এই সব ইশ্যু ছাড়ার কোনও মানে হয় না।"

নির্মল চক্রবর্তী বুঝতে পারলেন, ভূপতি সেনের বাড়ির ব্যাপারে তিনি আগ্রহ দেখিয়েছেন বলেই রাধানাথরা তার বিরোধিতা করছে। মালবিকাকেও তাতিয়েছে।

BanglaBook.org

পার্থ বলল, "বোঝাই যাচ্ছে কিংশুকের চিঠির বয়ান বিরোধীদের লিখে দেওয়া। সম্ভবত বিকাশ প্রধান লিখেছে। নিজে একসময় মিউনিসিপ্যালিটির কাজ করেছে বলে ঘাঁতঘোঁত জানে। চিঠিতে যা অভিযোগ, সবই তো কাউন্সিলরের কাজকর্মের বিরুদ্ধে।"

নির্মল চক্রবর্তীর মনে হল পার্থর যুক্তি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কিংশুক নামে ওই ছোকরার বউ নিশ্চয় ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ওরাও ভোটের মুখে রাস্তা, আলো, নর্দমার বিষয়গুলো সামনে তুলে এনেছে। তিনি বললেন, "এখনই বিষয়টা নিয়ে বেশি হইচই না করাই ভাল।"

রাধানাথ ঝাঁজিয়ে উঠে বললেন, "কেন, ওই কিংশুক লোকটা কী এমন মাতব্বর যে, অন্যায় করে আমাদের নামেই থানায় নালিশ করবে, আর আমাদের চুপ করে থাকতে হবে?"

নির্মল চক্রবর্তী শান্তভাবে বললেন, "মাতব্বর নয়, কিন্তু ভূপতি সেনের একরকম আত্মীয় তো বটে। তার বিরুদ্ধে হইচই করে কিছু করতে গেলে মানুষের মধ্যে একটা অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন হতে পারে।"

পার্থ অবাক হয়ে বলল, "কী বলছেন, নির্মলদা! ভূপতি সেনের আত্মীয় বলে কাউকে এখানকার মানুষ চেনে না, তা ছাড়া চিনলেই বা কী? সে এখানকার মেয়েদের সঙ্গে নোংরামি করবে, আর আমাদের মেনে নিতে হবে! হারামির হাত ভেঙে দেওয়া উচিত।"

নির্মল চক্রবর্তী একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বেশি কিছু করতে গেলে অপোজ়িশন চান্স নেবে। দেখছ তো, আমি বলেছিলাম, আমার কাছে খবর এসেছে ওরা ভূপতি সেনের ফ্যামিলির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। আজ প্রমাণিত হল।"

রাধানাথ অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, "যোগাযোগ করুক, যত খুশি করুক। ওই ছোকরাকে ভোটে দাঁড় করিয়ে দেখুক না কী হয়। জামানত জব্দ হয়ে ফিরবে। আর আপনাকে তো বলছি, এখানকার মানুষ ওসব পুরনো সেন্টিমেন্ট ভুলে গিয়েছে। তাদের কাছে ভূপতি সেনের আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই, তো তার ভাইপো-বোনপো! একথা তো আমি আপনাকে আগেও বলেছি।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "আমার মনে হয় এখনই আন্দোলন-টান্দোলন কিছু করা ঠিক হবে না। মালবিকাকে কয়েকদিন শান্ত থাকতে বলুন।"

BanglaBook.org

রাধানাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "আমি পারব না। আপনি ওকে দলে এনেছেন, আপনি বলুন।"

সন্তোষ চেয়ারম্যানের পক্ষের লোক। তবে স্বভাবে চুপচাপ। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পরে মুখ খুলল, "এটা কেমন কথা রাধানাথবাবু? কে কাকে দলে এনেছে বলে আমরা দায়িত্ব নেব না? একবার যদি সিদ্ধান্ত হয় ব্যাপারাটা নিয়ে আর নাড়াঘাঁটা হবে না, তা হলে আমাদের সকলকেই সেটা মানতে হবে।"

রাধানাথ সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন, দুম করে কথাটা বলা ভুল হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বললেন, "আমি তো না মানার কথা বলিনি। বলছিলাম, মালবিকা চৌধুরীকে আমাদের চেয়ে উনি অনেক ভাল বোঝাবেন। মেয়েটির মাথা গরম হয়ে আছে। তার উপর ভূপতি সেনের পরিবারে লোককে ইলেকশনে টিকিট দেওয়ার কথা শুনে খানিকটা নার্ভাস। ঠিক আছে, আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপাতত কিছু করতে হবে না। এটা আর এমন কী ব্যাপার! সত্যি তো, চেয়ারম্যানকে সব বিষয়ে নাক গলাতে হবে কেন!"

কথা শেষ করে বানিয়ে হাসলেন রাধানাথ। আর তখনই কৃষ্ণকলির ফোন আসে। বাড়ির কেউ সাধারণত এই সময় ফোন করে না। মোবাইলের স্ক্রিনে 'কলি' লেখা দেখে ভুরু কোঁচকালেন নির্মলবাবু। কী হল?

"বাবা, ব্যস্ত আছ?"

নির্মলবাবু নিচু গলায় বললেন, "কী হয়েছে? কোনও প্রবলেম?"

কৃষ্ণকলি হেসে বলল, "না বাবা, কোনও প্রবলেম নয়। একটা গুড নিউজ আছে। মনে হচ্ছে আমি ওহায়োতে চান্স পেতে চলেছি।"

নির্মলবাবুর ভুরু আরও কুঁচকে গেল। বললেন, "ওহায়ো? সেটা কী?"

"কৃষ্ণকলি বলল, "আমেরিকার খুব নামী একটা ইউনিভার্সিটি। আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম। ওরা কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।"

খবরটা শুনে ধাতস্থ হতে নির্মলবাবুর একটু সময় লাগল। কলি আমেরিকায় পড়তে যাবে! আনন্দে বুক ভরে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা লেখাপড়ায় অত্যধিক ভাল। স্কুল পাশ করার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিল, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার মধ্যে সে নেই। এই ব্যাপারে তাকে কেউ চাপ দেয় না, দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। এই যে বিদেশে গিয়ে ভাল ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, এ-ও তো তার নিজের ইচ্ছে।

BanglaBook.org

"মাকে বলেছিস?"

কৃষ্ণকলি বলল, "মাকে ফোন করার পরই তো তোমাকে ধরলাম।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "বাড়ি ফিরিসনি?"

একটু চুপ করে কৃষ্ণকলি বলল, "না, বাবা। ঝড়বৃষ্টির সময় এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম। এখন ফিরছি। ট্যাক্সিতে আছি। তুমি কাজ করো।"

নির্মলবাবু বললেন, "ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ফিরব।"

কৃষ্ণকলি হেসে বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে না, তুমি তোমার সময়মতো এসো। আমি কালই আমেরিকা যাচ্ছি না।"

ফোন রেখেই নির্মলবাবু বুঝতে পারলেন সকলে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। নির্মলবাবু লজ্জা পাওয়া মুখে বললেন, "সরি, মেয়ের ফোন। আমেরিকার খুব বড় ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে কলি।"

রাধানাথ টেবিল চাপড়ে বললেন, "দারুণ! দারুণ খবর! কলি আমাদের ভূপতি কলোনির গর্ব। আমি জানতাম ও অনেক বড় হবে।"

সন্তোষ একগাল হেসে বলল, "খাওয়াতে হবে, দাদা।"

পার্থ বলল, "আমার দুটো খাওয়া। একটা নির্মলদার কাছ থেকে আর একটা কলির কাছ থেকে।"

রাধানাথ বলল "তোমরাই শুধু খাবে? মেয়েটা যে এত পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করল সে কিছু পাবে না? আমাদেরই উচিত তাকে খাওয়ানো।"

নির্মলবাবু বললেন, "না না, আমিই খাওয়াব। অঞ্জলি ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তার আগে দেখি মেয়ের জন্য কত টাকা লাগে। বেশি লাগলে আবার..."

রাধানাথ বললেন, "আমরা কী করতে আছি? আমরা থাকতে কলির বিদেশে পড়তে যাওয়ার কোনও সমস্যা হবে না।"

সন্তোষ বলল, "ঠিক কথা। ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না। "

পার্থ বলল, "প্লেনে বসিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমাদের দায়িত্ব।"

নির্মলবাবু এই উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "ধন্যবাদ!"

রাধানাথ বলল,"এরকম একটা খুশির দিনে আর বাজে টপিক নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগছে না, আজ মিটিং শেষ। আপনি বাড়ি যান, মেয়ে অপেক্ষা করছে।"

BanglaBook.org

তারপরও আরও খানিকক্ষণ কাজ করার পরে বাড়ি ফিরেছিলেন নির্মলবাবু। রাতে খাওয়ার পর মেয়ের সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে বসলেন। অন্ধকার। বৃষ্টির পর ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কলকাতা থেকে খানিকটা দূরে বলে এদিকটায় এখনও গাছপালা আছে। বিশেষ করে খালের পশ্চিমপাড়ে। ওদিকটায় কয়েকটা পুরনো বাগানবাড়ি, বড় খেলার মাঠও রয়েছে। আকাশ এখন ঝকঝকে। মনে হচ্ছে ভুল করে হঠাৎ খানিকটা মেঘ ঢুকে পড়েছিল। এখন পালিয়েছে। কৃষ্ণকলি একটা চাদর এনে বাবার গায়ে জড়িয়ে দিল।

নির্মলবাবু নিচু গলায় বলল, "আমি খুব খুশি হয়েছি, মা। রাজনীতি করতে গিয়ে ইচ্ছে থাকলেও বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারিনি। তুই সেই ইচ্ছে পূরণ করছিস।"

কৃষ্ণকলি বাবার পাশে চেয়ার টেনে বসে বলল, "তুমি খুশি হয়েছ, কিন্তু মা তো হয়নি। খুশি হয়নি বলব না, খুব খুশির সঙ্গে খুব দুঃখও পেয়েছে। খবরটা শোনার পর থেকে যেমন হাসছে, তেমন কাঁদছেও।"

নির্মলবাবু হেসে বললেন, "তুইও তো কাঁদছিস। চোখ ভিজে।"

কৃষ্ণকলি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে হেসে বলল, "দূর, আমি কেন কাঁদব! আমি তো তোমাদের সঙ্গে রোজ কথা বলব। বাবা, আমি মনে ইচ্ছে পুরো স্কলারশিপটাই পাব। ওরা আমাকে কাজও দেবে নিশ্চয়।"

নির্মলবাবু বললেন, "খুব ভাল।"

কৃষ্ণকলি বলল, "বাবা, তুমি সত্যিই খুশি হয়েছ?"

নির্মলবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "না, হইনি। বাইরে পড়তে না গিয়ে তুই যদি ওই ইন্টিরিয়র ডেকরেশন নিয়ে থাকতিস, তা হলে বেশি খুশি হতাম।"

দু'জনেই হেসে উঠল। কৃষ্ণকলি বলল, "সে তোমরা যাই বলো, আলটিমেটলি আমি একজন ডিজাইনার-ই হব। ওখানে গিয়ে কোথাও ভর্তি হয়ে যাব। যদিও আমাদের ঘর আর ওদের ঘর সাজানোর প্যাটার্ন এক হবে না, তবে জিওমেট্রি, সেন্স, ব্যালান্স এগুলো তো তৈরি হবে। ঘর হল মানুষের মনের মতো। মন যেমন সুন্দর করে রাখতে হয়, ঘরও তেমন মনের মতো করে সাজাতে হয়।"

"আচ্ছা, শিখিস। তোর যেটা ভাল মনে হয় তাই করিস। আমি জানি, তুই কোনও ভুল করবি না।"

BanglaBook.org

কৃষ্ণকলি মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল, "বাবা, একটা জিনিস চাইব?"

নির্মলবাবু গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন, "অবশ্যই চাইবি। আমারই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। বল, কী চাই? শুধু আমাকে পলিটিক্স ছাড়তে বলবি না। তা ছাড়া যা চাইবি তাই দেব।"

কৃষ্ণকলি একটু হাসল। বলল, "আমার এক বন্ধু ফিল্মের কাজ করে। ছোটখাটো ডকুমেন্টরি, টেলিফিল্ম, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বানায়। তার স্বপ্ন একটা আস্ত ছবি করবে। ফিচার ফিল্ম। টাকার জন্য বহু ছোটাছুটি করেছে। প্রোডিউসাররা খালি ঘোরায়। টাকা দেব বলেও শেষমুহূর্তে সরে যায়। তোমার তো অনেক চেনাজানা, দ্যাখো না, কেউ যদি ছবিতে ইনভেস্ট করতে রাজি হয়। আজকাল তো অনেকে ছবি বানাচ্ছে... তবে যদি কাউকে পাও, তা হলে কিন্তু তোমার কথা গোপন রাখতে হবে। টাকা জোগাড়ের ব্যাপারে আমাদের কোনও হাত আছে জানতে পারলে প্রিয়ম খুব রেগে যাবে। ও কাউকে ধরে কিছু করে না। নিজের যোগ্যতায় যেটুকু হবে... বোকা একটা। আজকালকার দিনে এসব হয়?"

নির্মলবাবু বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কলি কখনওই কিছু চায় না। বাবার রাজনৈতিক প্রতিপত্তিতে তো একেবারেই নয়। ভূপতি কলোনির কেউ বলতে পারবে না, নেতার মেয়ে কখনও কোনও প্রভাব খাটিয়েছে। আর-পাঁচজনের মতোই সাধারণভাবে থাকে। চিরকালই বাইরে মেলামেশা কম করেছে। বাড়িতে লেখাপড়া, ছবি আঁকা নিয়ে থেকেছে। তবে যেটুকু মিশেছে স্বাভাবিকভাবেই মিশেছে। ক্ষমতাশালীর পুত্র-কন্যা সম্পর্কে মানুষের যা ধারণা, ভূপতি কলোনির বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তা মিলবে না। সেই মেয়ে যখন বাবার প্রভাব, চেনাজানার শরণাপন্ন হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে বিষয়টা সিরিয়াস। তার আবদারটাও একেবারে অন্যরকম। সিনেমা বানানোর জন্য টাকা খরচ করতে পারে, এমন কোনও লোককে নির্মলবাবু চেনেন না।

কৃষ্ণকলি নিচু গলায় বলল, "বাবা, ছেলেটিকে তোমরা দেখেছ। প্রিয়ম। সেদিন অনেক রাতে বাড়িতে এসেছিল। একজন প্রোডিউসার তার সিনেমার জন্য টাকা খরচ করবে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে আনন্দে অত রাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি সেদিন তোমাদের অত কিছু বলিনি। যেমন,

BanglaBook.org

আমি ওহায়ো ইউনিভার্সিটি থেকে খুশির খবর পেয়েছি, প্রিয়ম পেয়েছে খারাপ খবর। সেই প্রোডিউসার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। লাস্ট মোমেন্টে নাকি তারা ঠিক করেছে, নতুন কোনও ডিরেক্টরকে দিয়ে কাজ করাবে না," কৃষ্ণকলি একটু চুপ করে থাকল। মাথা নামিয়ে বলল, "আমার মনটা খারাপ হয়ে আছে।"

নির্মলবাবু হাল্কা চমকে উঠলেন। সেদিনই অঞ্জলি সন্দেহ করেছিল। রাতে শোওয়ার পর বলছিল, "ওই ছেলে নিশ্চয়ই কলির স্পেশ্যাল বন্ধু। না হলে এত রাতে আসবে কেন?"

নির্মলবাবু সন্দেহ উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "খামোকা এসব ভেবো না তো! শুনলে না, এখানে কোন বন্ধুর কাছে এসেছিল, ফেরার সময় দেখা করে গেল।"

অঞ্জলি বলেছিল, "একটা মেয়ের সঙ্গে অত রাতে কোনও ছেলে দেখা করে? কলির চোখমুখ কেমন ঝলমল করছিল। তুমি একবার জিজ্ঞেস করলে না কেন, কার কাছে এসেছিল। তা হলেই ধরা পড়ে যেত।"

নির্মলবাবু বললেন, "ছি, ছি! তুমি কি মেয়ের উপর আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে বলছ? কলি যেন একদম এসব কথা না শোনে। ও যা ইমোশন্যাল মেয়ে, তোমার এসব হাবিজাবি কথা শুনলে ঝামেলা পাকাবে।"

অঞ্জলি পাশ ফিরতে ফিরতে বলেছিল, "এখন করব না, ক'টা দিন যাক, ঠিক সুযোগ বুঝে জেনে নেব।"

সেই সুযোগ অঞ্জলির হয়েছিল কি না জানা হয়নি। ঘটনাটাই ভুলে গিয়েছিলেন নির্মলবাবু। আজ বুঝতে পারছেন। স্ত্রীর সন্দেহই সম্ভবত ঠিক। এই ছেলে নিশ্চয়ই কলির বিশেষ বন্ধু।

কৃষ্ণকলি হাত বাড়িয়ে বাবার হাত ধরল। হেসে বলল, "চিন্তায় পড়ে গেলে? দূর, মজা করছিলাম। সিনেমার ব্যাপারে তুমি কী করবে? এ কি ভাঙা রাস্তা সারাই, না পানীয় জল? লোকে বলে নেতারা সব পারে, তাই মজা করছিলাম। আর ওসব অনেক টাকার ব্যাপার। প্রিয়মের ছবির বাজেটই প্রায় সাত লাখ টাকা। বাড়তেও পারে। এসব বিজনেসের জন্য আলাদা লোক আছে। কথাটা সিরিয়াসলি নিও না। এই অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি, চিন্তায় তোমার ভুরু কুঁচকে গিয়েছে," কথা শেষ করে কলি জোরে হেসে উঠেছিল।

BanglaBook.org

আজ সকালে এই দেবকুমার লোকটার সঙ্গে বসে গতকালের আনন্দটাই ফিকে হয়ে যাচ্ছে নির্মলবাবুর। এই লোকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছিল। নির্মলবাবু দিচ্ছিলেন না। এই স্তরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর কথা বলা মানায় না। এর জন্য পার্টিতে আলাদা লোক আছে। আগে পার্টিগুলোতে টাকাওয়ালা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার রীতি ছিল না। কোনও দলেরই ছিল না। বলা হত, রাজনীতির লোক বড়লোকদের সঙ্গে দহরম-মহরমে যাবে কেন? টাকা থেকে সে থাকবে শত হাত দূরে। ধারণা বদলে গিয়েছে। এখন সব পার্টিরই এজেন্ডা, ধনী মানুষদের সঙ্গে চাই। টাকা এলে তবেই ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্প, তবেই উন্নয়ন। শুধু স্লোগান, লেকচারের দিন ফুরোচ্ছে। মানুষের ভরসা পেতে গেলে টাকার ঝুলি দেখাতে হবে। তবে এ-ব্যাপারে পার্টিতে স্তর ভাগ করা থাকে। কোন টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষের সঙ্গে কোন শ্রেণির নেতা-কর্মী মিশবে, সে ব্যাপারে অলিখিত ভাগাভাগি হয়। যার-তার সঙ্গে যে-কেউ মিশতে পারে না। বদনাম হয়। এই কারণেই দেবকুমারকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে চাননি নির্মল। একথা ঠিকই, ভূপতি কলোনিতে দলের শেষ কথা তিনি। নির্মলবাবু একবার হ্যাঁ বললে সব হবে এমনটা নয়, কিন্তু তিনি যতক্ষণ না হ্যাঁ বলছেন, বড় কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া কঠিন। রাজ্যস্তরের নেতা-নেত্রী ভূপতি কলোনি বলতে নির্মল চক্রবর্তীকেই বোঝে। তাঁর বিরুদ্ধে কমপ্লেনও শুনতে চায় না। বিরোধী গোষ্ঠীর এটাই সমস্যা। রাধানাথরা অনেক চেষ্টাতেও কবজা করতে পারছে না। এরকম একজন মানুষ রাস্তা, নর্দমা বানানো একজন কনট্রাক্টরের সঙ্গে আলাদা বসে যেতে পারেন না। এদের সঙ্গে অনেক সময় ক্রিমিন্যালদেরও যোগসাজস থাকে। কিন্তু এর পরও তাকে সময় দিতে হয়েছে। সময় দিতে হয়েছে বামাপদ রায়ের অনুরোধে। বামাপদ পার্টির কেউ নন, তবু তাঁর কথা ফেলা যায় না। অন্য দলের লোকরাও কমবেশি শোনে। কাল সন্ধেবেলা ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই নির্মলবাবু ফোন করেছিলেন।

"কী হল? শরীর ভাল? ব্যথা কমেছে?"

বামাপদ বললেন, "অনেকটা ভাল। আপনাকে চট করে দুটো কথা বলে নিই। ফেলতে পারবেন না।"

নির্মলবাবু বললেন, "বলুন।"

"কতগুলো ছোট ছেলেমেয়ে ভূপতি কলোনি নিয়ে একটা ফিল্ম তুলবে।

BanglaBook.org

তাতে এখানকার ইতিহাস, আন্দোলন, উন্নয়ন সব থাকবে। ভূপতি কলোনি তো আর-পাঁচটা জায়গার মতো সাধারণ নয়, এর আলাদা ফ্লেভার আছে। কী বলেন? আপনার মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে কিছু টাকাপয়সার হেল্প চাইবে, অল্প টাকা। আপনাদের অনেক রকম ফান্ড আছে, একটা থেকে এই টাকা ম্যানেজ করে দেবেন।"

নির্মলবাবু বললেন, "কম টাকা হলে সমস্যা হবে না। একটা চিঠি নিয়ে আমার কাছে আসতে বলবেন। তবে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির পাবলিসিটি চাই কিন্তু। ভোটের আগে করতে পারলে, আমার এখানেই দেখাব।"

বামাপদ হেসে বললেন, "তাই হবে। এবার পরের অনুরোধটা শুনুন। দেবকুমার নামে একজন আপনার সঙ্গে একটু আলাদা করে দেখা করতে চায়। কালই বসতে চাইছে। আজ আমাকে দেখতে এসে খুব বায়না করে গেল। আমি কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছি, দশ মিনিট সময় করে দেব।"

নির্মলবাবু অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, "কী নাম বললেন?"

একটু থমকে বামাপদ বললেন, "দেবকুমার। কনট্রাক্টর। ভূপতি কলোনির কাজটাজ করে।"

নির্মলবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো বামাদা? এই লোক আপনার চেনাজানা কেউ?"

টেলিফোনের এপাশে বামাপদ হাসতে হাসতে বললেন, "আরে, না রে বাপু, আমার কেউ নয়। আমার আর বড়লোক চেনাজানা হবে কী করে! বড়লোক এখন সব আপনাদের চেনা। আপনারা যারা পার্টি-পলিটিক্স করেন। আমার তো সে বালাই নেই।"

নির্মলবাবু বললেন, "তা হলে আপনার এত উৎসাহ কীসের? যতদূর জানি, লোক সুবিধের নয়।"

বামাপদ বললেন, "তা হলে খুলেই বলি। এই লোকটির ভাই পিন্টু একসময় জেল খেটেছিল। সরাসরি ভাই নয়, লতায়-পাতায় ভাই। প্রেসিডেন্সি জেলের একুশ নম্বর ওয়ার্ডে কিছুদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি। পিন্টু অবশ্য রাজনৈতিকভাবে আমাদের অপোজিট মেরুর লোক ছিল। সে যাই হোক, সহবন্দি তো। সেই সূত্রেই দেবকুমার আমার কাছে আসে। এটা-সেটা অনুরোধ করে।"

নির্মলবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কী চাইছে? কাজ?"

BanglaBook.org

বামাপদ তাড়াতাড়ি বললেন, "না না, কাজটাজ নয়। সে আমি আগেই বলে রেখেছি, ওই সব আমি করতে পারব না। আমি কোনওরকম ধরাধরির মধ্যে নেই। লোকটা একটা অদ্ভুত কথা বলছে।"

নির্মলবাবু মনে মনে হাসলেন। বামাপদ রায় বিভিন্ন লোকের হয়ে মাঝে-মাঝেই ধরাধরি করেন। টেন্ডার, জমি, পারিবারিক ঝামেলা, স্কুলে ভর্তি, মিউনিসিপ্যালিটিতে পার্টটাইম চাকরির কেস পাঠান। তার মধ্যে কিছু থাকে গরিবের উপকার, কিছু থাকে নিজের কমিশন। সকলেই জানে। ওপেন সিক্রেট। কেউ মুখে কিছু বলে না। না জানার ভান করে থাকে। সম্ভব হলে বামাপদ সেনের রেকমেন্ডেশনে আসা কাজ করে দিতে চেষ্টা করে। মানুষটার দু'-পয়সা রোজগার হলে হোক। না হলে বেচারির চলবে কী করে? শুধু একটা দল নয়, অন্যদলের কাছেও লোক পাঠান। সকলেরই কিছু না-কিছু চেনাজানা থাকে। আরও একটা ব্যাপার আছে। তেমন পার্টি পাঠাতে পারলে, দলেরও লাভ। দল চালাতেও তো টাকাপয়সা লাগে। দেবকুমারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের পিছনেও নিশ্চয়ই কোনও স্বার্থ আছে।

নির্মলবাবু বললেন, "অদ্ভুত কথা! কী সেটা?"

"আপনি শুনবেন? মজা পাবেন। কঠিন কাজের মাঝখানে মাঝে মাঝে মজা ভাল।"

নির্মলবাবু গলা নামিয়ে বললেন, "বামাদা, প্রশান্ত বা সন্তোষের সঙ্গে বসলে হবে না? পার্টির তরফ থেকে এলাকার ডেভেলপমেন্টের কাজ তো ওরাই দ্যাখে। আমি তো জানেনেই কনট্রাক্টরদের সঙ্গে আলাদা করে বসি না।"

বামাপদ একটু থেমে থেকে বললেন, "ওই ধরনের কাজ নয়। একেবারে অন্যরকম। এটা ঠিক আপনাদের প্রশান্তদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়বে না। আপনি একবার শুনলে বোধ হয় ভাল হত। আর যদি না চান বাদ দিন। সময় না থাকলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন না। সামান্য বিষয় নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমি বরং আর-একটা কথা সেরে ফেলি। বুধবার একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করব বলে ঠিক করেছি। একটু গান, একটু আবৃত্তি। তারপর হয়তো আমি একটু কিছু বললাম। লড়াই আন্দোলনের দিনগুলোর কথা।"

নির্মল চক্রবর্তী বললেন, "উপলক্ষ কী?"

ফোনের ওপাশে লাজুক হেসে বামাপদ বললেন, "তেমন কিছু নয়।

BanglaBook.org

বাহাত্তর সালের ওই দিনে আমি অ্যারেস্ট হয়েছিলাম। লোকে জন্মদিন পালন করে, আমি গ্রেপ্তারের দিন পালন করব।"

নির্মলবাবু একটু থতমত খেয়ে বলেন, "বলেন কী! এ তো অদ্ভুত আইডিয়া!"

"চিন্তা করবেন না, আপনাকে আসতে বলে বিব্রত করব না। আমার রাজনীতি আপনাদের চেয়ে একেবারে আলাদা ছিল," আবার হেসে উঠলেন বামাপদ।

নির্মলবাবু বললেন, "বিব্রত করার কী আছে? আপনি আপনার রাজনীতির কথা বলবেন, তাতে সমস্যা কোথায়?"

বামাপদ বললেন, "রাজনীতি! খেপেছেন নাকি? ওসব থেকে আমি অনেকদিন দূরে চলে গিয়েছি।"

নির্মলবাবু বললেন, "তাই তো জানতাম। জানতাম, আপনি আর ওসবের মধ্যে নেই।"

বামাপদ রায় গলা নামিয়ে বললেন, "এখন নেই, কিন্তু এককালে যে ওসবের মধ্যে ছিলাম, সেটাও তো মানুষকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতে হবে। না হলে বিপ্লবীকে মানুষ মনে রাখবে কী করে? এখনই লোকে ফিরে তাকায় না। আমার তো আর প্রচারের অন্য কোনও উপায় নেই। আমাদের সময়কার কত লিডারকে এখন টিভিতে মুখ দেখাতে দেখি। কাগজে লেখে। আমি কী করব? নিজের ঢাক নিজেই পেটাই।"

নির্মলবাবু বললেন, "এরকম করে কেন বলছেন, বামাদা? আপনি অনুষ্ঠান করবেন, এ তো খুব ভাল কথা। সত্যি তো এখনকার জেনারেশন লড়াই, আন্দোলনের কথা ভুলতে বসেছে। আপনার মতো মানুষের মুখ থেকে মাঝে মাঝে সেসব কথা শোনারও প্রয়োজন। অতীতে আপনার রাজনীতি যাই থাকুক না কেন, এখন আপনি আমাদের সকলের। আপনি নিশ্চিন্তে অনুষ্ঠান করুন। আমাকে কী করতে হবে বলুন।"

বামাপদ বললেন, "কিছুই নয়, কুড়ি-পঁচিশ জন মানুষ যাতে বসতে পারে, এমন একটা জায়গা জোগাড় করে দিলেই হবে।"

নির্মলবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "এটা কোনও কথা হল? আমাদের টাউন হলটাই করে দেব। শুধু হল কেন? চেয়ার-টেয়ার যা লাগবে সব হবে। ঠিক আছে, চা-বিস্কুটের দায়িত্বও নিলাম," কথাটা বলে হেসে উঠলেন।

BanglaBook.org

বামাপদ বললেন, "আরে না, না, অত কিছু লাগবে না। খানকয়েক শতরঞ্চি পেলেই হয়ে যাবে।"

নির্মলবাবু চাপা গলায় বললেন, "না, হবে না। বামাদা, আপনি যে রাজনীতি করতেন, আমরা তার ভিন্নমতের মানুষ। তা বলে আপনাকে তো আর ছোট করে দেখতে পারব না। আমরা কি দেখি?"

বামাপদ খানিকটা গদগদ গলায় বললেন, "একেবারেই নয়। আপনারাই তো দেখছেন। নানা জায়গায় ডাকছেন। মঞ্চে বসাচ্ছেন। না হলে এতদিনে হারিয়ে যেতাম।"

নির্মলবাবু বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। পারলে সেদিন আমি নিজে একবার ঘুরে আসব। ভেবেছেন জব্বর। গ্রেপ্তার দিবস উদ্‌যাপন! এমনটাও হয়!"

ফোন ছাড়ার আগে নির্মলবাবু গলা নামিয়ে বললেন, "আপনার ওই লোককে কাল সকালে আসতে বলুন। ঠিক দশ মিনিট কিন্তু। আপনার কথা তো ফেলতে পারি না।"

বামাপদ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "কোথায় যেতে বলব? অফিসে?"

"না, অফিসে আমি কোনও কনট্রাক্টরের সঙ্গে বসব না। চারটে লোক দেখবে। খুব সকালে বাড়িতে আসতে বলুন। বাড়িতে কেউ এলে তো তাড়িয়ে দিতে পারি না।"

ইঙ্গিতটা বুঝে আবার ধন্যবাদ দিলেন বামাপদ রায়। দেবকুমারকে এমন ভান করতে হবে যেন হুট করে চলে গিয়েছে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে বামাপদ রায়ের এতটা চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। সব কথা বলার পর দেবকুমার তাঁকে জানিয়েছে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে যদি কথা হয় সে ফের তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। খালের পশ্চিমপাড়ে 'লড়াই'-এর সংগঠনের জন্য একফালি জমির যাতে বন্দোবস্ত করা যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা করবে। জমি হবে বামাপদ রায়ের নামে।

নির্মল চক্রবর্তী চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে বললেন, "এবার উঠতে হবে। আমার কাজ আছে। দশ মিনিট বলে অনেকটা সময় চলে গেল, আপনার পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব। আমি কোনওভাবে হেল্প করতে পারব না।"

দেবকুমার শেষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরল, "স্যার, প্রস্তাবটা ঠান্ডা মাথায়

BanglaBook.org

ভেবে দেখবেন। ওরা তো পুরোটা চাইছে না। শুধু ব্রিজের পাশটা। এদিকটা না হয় শহিদই থাকল। সামনে আপনাদের ভোট। অনেক খরচের ব্যাপার আছে। এই কোম্পানি খুব বড়। নানা ধরনের বিজনেস। প্রপার্টি তো আছেই, হেলথ, এডুকেশনেও ঢুকবে ঢুকবে করছে। এদের স্যার এন্টারটেনমেন্ট বিজনেস আছে। সিনেমা, টিভিতেও টাকা লগ্নি করছে। যদি প্রয়োজন হয়, আপনার মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে কোনও-কোনও প্রোজেক্টে জয়েন্ট ভেঞ্চারে যেতে পারে। আপনি স্যার ডাইরেক্ট কথা বলে নিন না। এই যে সঞ্জীব নায়েকের কার্ড।"

নির্মল চক্রবর্তী চেয়ার ছেড়ে উঠেও থমকে গেলেন। দেবকুমার কী বলল? এরা সিনেমাতে টাকা ঢালে!

বেরিয়ে পড়ল দেবকুমার। সত্যি এই লোক টেটিয়া। হতাশ দেবকুমার কথা দিলেও বামাপদ রায়ের কাছে যাওয়ার কথা ভুলেও গেলেন।

১০

আলপনা কাঁপা গলায় বলল, "আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারবেন?"

গৌর দাস একটু চুপ করে থেকে বলল, "মনে হয় না পারব। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন?"

আলপনা টেলিফোন ধরে খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, "আমার অন্য কোনও উপায় নেই।"

গৌর বলল, "ভাল কথা। আপনি আসুন। আপনি কী বলতে চাইছেন শুনব। কোনও কোনও সময় আমাদের এমন কিছু কাজ করতে হয়, যেটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে। আপনি কোথায় আসতে চান?"

আলপনা আমতা আমতা করে বলল, "এমন কোথাও... উনি জানতে পারবেন না।"

গৌর বলল, "আমি আপনাকে পার্ক সার্কাসের একটা ঠিকানা বলছি। এটা আমার একটা আলাদা ছোট অফিস। যখন সাপ্লায়ারের কাজ করতাম, এই ঘরটা নেওয়া ছিল। স্যার এই ঘরের খবর জানেন না," গৌর ইচ্ছে করেই 'স্যার' শব্দটা ব্যবহার করল।

BanglaBook.org

"কখন আসব?"

গৌর আবার একটু চুপ করে ভাবল। বলল, "কাল সকালে হলে ভাল হয়। ন'টায় পারবেন? ঠিক আছে, সাড়ে ন'টায় করুন। তারপর আমায় কিন্তু বেরিয়ে যেতে হবে।"

ফোন নামিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল গৌর। আলপনা মেয়েটা কোথা থেকে তার ফোন নম্বর পেল সেটা কোনও কথা নয়, কুমার কনস্ট্রাকশনের ম্যানেজারের ফোন নম্বর জোগাড় করা কঠিন কাজ নয়। তার উপর আবার যার সঙ্গে বিয়ের কথা শুরু হয়েছে, সে লোকের ফোন নম্বর পাওয়া তো আরও সহজ। হয়তো ওর দিদিই দিয়েছে। কথা হল, তাকে কেন ফোন করেছিল। কী বলতে চায়? যাই বলুক, সেকথা যে দেবকুমারের বিরুদ্ধেই হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাবভাব তাই বলছে। একটাই চিন্তা, এটা কোনও ধরনের ট্র্যাপ কি না। দেবকুমার তাকে পাঠাচ্ছে না তো? এই ঝুঁকিটা নিতে হবে। এটা এমন কোনও ঝুঁকি নয়। দু'-চার মিনিট কথা বললেই বোঝা যাবে। ঝুঁকির দিন আসছে সামনে, খুব বড় ঝুঁকি। ছোট ঝুঁকি নিয়ে হাত পাকাতে ক্ষতি কী?

সকাল ন'টার কয়েক মিনিট আগেই আলপনা চলে এল। এখান থেকে সে অফিসে যাবে।

অল্প হলেও দু'জন দু'জনের পরিচিত। দেবকুমারের বিয়ের পর দু'-একবার দেবকুমারের অফিসে তাদের দেখা হয়েছে। তাই প্রাথমিক আলাপের কোনও প্রয়োজন হল না।

গৌর বলল, "চা খাবেন?"

আলপনার চোখমুখে চাপা এক ধরনের ভয়ের ছাপ রয়েছে। সে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, "না, শুধু জল।"

গৌর এই অফিসে কোনও কর্মচারী অ্যালাও করে না। এক ঘরের অফিস। একটা মাত্র টেবিল, চেয়ার। একটা আলমারি। একপাশে জলের ফিল্টার, গ্লাস। গৌর নিজে উঠে জল নিয়ে এল। লম্বা চুমুকে পুরো জল শেষ করল আলপনা।

"নিন, এবার বলুন।"

আলপনা রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। গৌরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি আমাকে সাহায্য করুন, গৌরবাবু।"

BanglaBook.org

"কী সাহায্য?"

আলপনা কোনওরকম ভণিতা ছাড়াই বলল, "আপনার মালিককে বলুন আপনি আমাকে বিয়ে করতে রাজি নন।"

গৌর হেসে ফেলল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "আলপনাদেবী, আমি যে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি, এমন কথা তো আমি কখনও বলিনি। রাজি নই, এ প্রসঙ্গ আসছে কেন?"

আলপনা খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। দিদি এমনভাবে বলছিল, যাতে মনে হয়েছে গৌর দাসের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। আলপনা বিড়বিড় করে বলল, "সে কী! আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি!"

গৌর একইরকম মুচকি হেসে বলল, "কথা হলেই যে আমি রাজি হয়েছি, এমন ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই।"

আলপনা মাথা নামিয়ে বলল, "ও, আমি জানতাম, আমি জানতাম আপনি..." আলপনা মাঝপথে চুপ করল।

গৌর বলল, "আপনি কী জানতেন? আমিই আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছি? আচ্ছা, যদি চেয়েই থাকি সমস্যা কোথায়? আমি কি পাত্র হিসেবে খুব খারাপ? নাকি একজন ইট, বালি, লোহা-লক্কড় সাপ্লায়ারকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি?"

আলপনা বলল, "এভাবে বলবেন না।"

গৌর একটু চুপ করে রইল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই মোটামুটি বোঝা হয়ে গিয়েছে। এই মেয়ে যদি ফাঁদ পাততে আসে, তা হলে বুঝতে হবে খুব বড় অভিনেত্রী। অতটা ভাবা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

আলপনা মুখ নামিয়ে বলল, "আমার অবস্থা জানলে আপনি নিজেই এই বিয়েতে পিছিয়ে যাবেন। আমিও আপনার ক্ষতি করতে চাই না।"

গৌর দুম করে বলল, "আপনার কী অবস্থা?"

আলপনা মুখ তুলে ফের নামিয়ে নিল। অস্ফুটে বলল, "বলতে পারব না। ও প্রসঙ্গ থাক। শুধু এইটুকু অনুরোধ, আপনি যে করে হোক বিয়েটা বাতিল করুন। না হলে... না হলে.."

আলপনা থেমে গেলে গৌর জিজ্ঞেস করল, "না হলে কী?"

"আমাকে হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে।"

BanglaBook.org

গৌর নিশ্চিত হল। আর যাই হোক, আলপনা দেবকুমারের চর হয়ে এখানে আসেনি।

"আপনার কী এমন অবস্থা যে, বিয়ে করলে আত্মহত্যা করতে হবে?"

আলপনা বিড়বিড় করে বলল, "আমি বলতে পারব না..."

হলুদ রঙের একটা সুতির শাড়ি পরেছে আলপনা। সকালবেলা এক কাপ চা খেয়ে, স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে। বেরনোর সময় বাবার মুখোমুখি হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জনবাবু মুখ ঘুরিয়ে নেন। কাল রাতে মেয়ের সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছে, তাতে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আলপনাকে বসার ঘরে ডেকেছিলেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

"একবার শুনে যাস, জরুরি কথা আছে।"

আলপনা ভেবেছিল যাবে না। মানুষটাকে সে মনে মনে অপছন্দ করে। সে মনে করে, তাদের কদর্য অবস্থার জন্য এই মানুষটাই দায়ী। তাকে নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে এই মানুষটার জন্যই। দেবকুমারের দয়া মানুষটার মেরুদণ্ড উপড়ে দিয়েছে। মানুষটা যদি সাহস করে ঘুরে দাঁড়াত, তাদের দু'বোনকে এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হত না।

হ্যাঁ, দুই বোনই। যে দিদি শুরুতে বিয়ের জন্য চাপাচাপি করছিল, লোভ দেখাচ্ছিল, ধমক দিচ্ছিল, এমনকী চোখের জল পর্যন্ত ফেলল, সে-ই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় বোনকে আড়ালে ডেকে জড়িয়ে ধরল। আতঙ্কিত গলায় বলল, "আলপনা, তুই যদি ওর কথা মতো বিয়েতে রাজি না হোস, লোকটা আমাকে শেষ করে ফেলবে। তুই জানিস না, তোর জামাইবাবু আধখানা মানুষ, আধখানা শয়তান।"

শয়তান! আলপনা অবাক হয়েছিল। দিদি কী বলছে! সে তো জানত, স্বামীর বাড়ি, গাড়ি, গয়নাগাঁটিতে বোকাসোকা, সহজ-সরল মেয়েটা গদগদ হয়ে আছে। এসব কী বলছে?

আলপনা কল্পনার কাঁধ ধরে বলল, "কী হয়েছে দিদি?"

কল্পনা বলল, "লোকটাকে কখনও দয়ামায়ায় ভরা মানুষের মতো লাগে, কখনও মনে হয় বিকৃত, নোংরা পশু। গাড়ি, শাড়ি, গয়নাগাঁটি দিয়ে কখনও স্ত্রীকে সুখী রাখে, কখনও মনে হয় পৃথিবীর কোনও স্বামী বোধ হয় তার স্ত্রীর সঙ্গে এত কুশ্রী আচরণ করে না।"

আলপনা থমথমে গলায় বলে, "মারধোর করে?"

BanglaBook.org

"তার চেয়েও খারাপ। ছোট বোনকে মুখে বলা যায় না। যখন এরকম করে তখন ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিই। তাতে না হয় আমার রেহাই মিলবে, কিন্তু তোদের? তোর চাকরি, মা-ভাইয়ের চিকিৎসা? তার কী হবে?"

স্তম্ভিত হয়ে যায় আলপনা। এতদিন জানত দেবকুমারের লালসা, বিকৃতির সে-ই শিকার। নিজের মানসম্মান খুইয়ে পরিবারের বাকিদের রক্ষা করছে সে। এখন দেখা যাচ্ছে, তা নয়। তার বোকাসোকা সহজ-সরল দিদিটাকেও অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে! কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল আলপনার।

"আগে বলিসনি কেন?"

কল্পনা শুকনো হেসে বলল, "কী বলব? কাকে বলব? এক-একজন এক-একরকম ভেবে মেনে নিয়েছি। মেনে না নেওয়া ছাড়া কী উপায়?" তারপর বোনের হাত চেপে ধরে বলল, "প্লিজ, বাবা-মাকে এসব বলিস না। ওরা ভয় পেয়ে যাবে।"

আলপনা চাপা গলায় বলল, "দিদি, আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি না? লোকটার ইচ্ছেমতো আমাদের সারাজীবন চলতে হবে?"

কল্পনা চমকে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, "না, পারি না। তার কারণ শুধু তোর জামাইবাবু নয়, আমাদের বাড়ির ইচ্ছেও তো তাই। আমাদের ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া যখন ওর মধ্যে পশুটা মাথা চাড়া দেয় না, তখন তো ভালই থাকে।"

আলপনার খুব ইচ্ছে করছিল, এবার নিজের কথাটা দিদিকে বলে ফেলতে। কীভাবে দেবকুমার তাকে ব্যবহার করেছে। তা হলে অর্ধেক ভাল ভাবার ভুল ধারণাটা ভাঙবে। বলতে গিয়েও থমকে গেল। বোনের সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের কথা শোনার পর দিদি চরম ধাক্কা খাবে। সেই ধাক্কায় দু'রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হয় খুব রাগ, নয়তো পুরোপুরি ভেঙে পড়া। ভুলও বুঝতে পারে। ভাবতে পারে, বোন কেন রাজি হল? যতই হোক, স্বামী। বোকা মেয়ে শাড়ি, গয়না দেওয়ার মধ্যেও ভালমানুষী খুঁজে পায়। এত কঠিন ঘটনা জানার মতো মনের জোর এই মেয়ের নেই। তবে জানতে হবে। আজ না হয় কাল, একদিন তো জানতেই হবে। খানিকটা চুপ করে থেকে আলপনা বলল, "ওই গৌর দাস লোকটার ফোন নম্বরটা দিতে পারবি দিদি? তোর মোবাইলে আছে না?"

BanglaBook.org

কল্পনা বলল, "তা আছে, ওর ম্যানেজারের নম্বর হিসেবে আছে। একসময় দেরি করলে বা বাড়িতে না ফিরলে ওই লোককে ফোন করেছি। এখন করি না। বাড়ি না ফেরাটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তুই নম্বর নিয়ে কী করবি?"

আলপনা জোর করে হেসে বলল, "এত করে যখন মেনে নিতে বলছিস, একবার কথা বলে দেখি।"

কল্পনা উজ্জ্বল মুখে বলল, "সত্যি দেখবি?"

"হ্যাঁ দেখব, জিজ্ঞেস করব, বিয়ের পর আমাকে কাজ করতে দেবে কি না।"

কল্পনা অবাক গলায় বলল, "ও মা! বিয়ের পর চাকরি করবি কেন?"

আলপনা মুচকি হেসে বলল, "শুধু অফিসের চাকরি নয়, অন্য কাজও তো থাকে। তাতে রাজি হবে তো? নম্বরটা বল।"

রাতে ফোন করল আলপনা। লোকটা এমনভাবে কথা বলল, যেন সে জানত ফোনটা আসবে।

রাতে বাবার কাছে গিয়ে আলপনা বিরক্ত গলায় বলল, "কী বলবে?"

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, "বোস, বলছি।"

আলপনা বলল, "দাঁড়িয়েই শুনছি। তুমি বলো।"

"একটু বসলে কী হয়েছে? কথাটা সিরিয়াস।"

আলপনা আরও বিরক্ত হয়ে বলল, "দাঁড়িয়েও সিরিয়াস কথা শোনা যায়, বাবা। তুমি বলো। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে।"

চিত্তরঞ্জনবাবু গজগজ করে বললেন, "বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সহবত শিখলি না।"

"কী করে শিখব বলো। বাবার দেনা মেটাতেই তো সময় চলে যাচ্ছে, সহবত শিক্ষার সময় কোথায় পাচ্ছি?"

চিত্তরঞ্জনবাবু রাগী গলায় বললেন, "আজকাল তুই বড্ড মুখে মুখে কথা শিখেছিস। বাপের কোন দেনাটা তোদের মেটাতে হচ্ছে শুনি?"

আলপনা ঠোঁটের কোনায় মুচকি হেসে বলল, "এত রাতে এই সব প্রসঙ্গ বাদ দিলে হয় না? কীভাবে তোমার দেনা আমাদের মেটাতে হচ্ছে শুনলে তোমাকে সমস্যায় পড়তে হবে।"

"তোর সঙ্গে বেশি কথা বলাটাই বিড়ম্বনা।"

আলপনা বলল, "তা হলে আমি যাই?"

BanglaBook.org

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, "তুই নাকি বিয়েতে রাজি হচ্ছিস না?"

আলপনা একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, "মনে হচ্ছে এবার হয়েছি।"

চিত্তরঞ্জনবাবু খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "সে কী! তোর দিদি যে বলল..."

"আমাদের শেষ আলোচনার কথাটা বলেনি।"

চিত্তরঞ্জনবাবু বোকা বোকা মুখ করে হাসলেন। বললেন, "বাঃ, দুই বোনে তা হলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়েছিস?"

আলপনা হাই তুলে বলল, "পুরোটা হয়নি, খানিকটা হয়েছে।"

চিত্তরঞ্জনবাবু প্রবল উৎসাহে বললেন, "সে তো হবেই। বিয়ে কি আর এককথায় হয়? লাখ কথা লাগে। চিন্তা করিস না, দেবকুমার সব ম্যানেজ করে দেবে। তোর এই জামাইবাবুটি হল ম্যানেজমাস্টার। সব ঝামেলা সামলাতে পারে। তোর বিয়েও সে সামলে দেবে।"

আলপনা দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলাল। বলল, "বাবা, শুতে যাই। সকালে বেরতে হবে।"

চিত্তরঞ্জনবাবু আবার মেজাজ হারিয়ে বললেন, "কী এমন কাজ করিস বল তো। সকাল-রাত কিছু ঠিক নেই। একটা সিরিয়াস কথা বলছি, তার মধ্যে খালি শুতে যাই আর শুতে যাই।"

আলপনা কঠিন চোখে বাবার দিকে তাকাল। তার খুব ইচ্ছে করল বলে, কী কাজ করি জানো না? যদি না জানো, তা হলে কান খুলে শুনে রাখো। তোমাদের সুখে-স্বস্তিতে রাখতে বেশ্যাবৃত্তি করি। বেশ্যাবৃত্তি বোঝো? পুরুষমানুষের সঙ্গে শুই। সেই পুরুষমানুষকে তুমি ভাল করেই চেনো। তোমার আদরের জামাই। আমার সঙ্গে শুয়ে তিনি তোমাকে করুণা দেখান। নিজেকে আবারও কষ্ট করে সামলাল আলপনা। এই বুড়ো মানুষটাকে সে মনে মনে যেমন ঘেন্না করে, তেমন মায়াও হয়। মানুষটার আর কী-ই বা করার ছিল? শুধু দারিদ্র্য নয়, দুই অবিবাহিত মেয়ে, উন্মাদ ছেলে, অসুস্থ বউকে নিয়ে সে আর কী-ই বা করতে পারত?

আলপনা হেসে বলল, "কিছু করি না, বাবা। বসে বসে শুধু তোমার কপালকে হিংসে করি। ভাবি, ইশ, তোমার মতো যদি কপাল পেতাম, তা হলে কেমন চমৎকার ভিক্ষে করে বাঁচতে পারতাম।"

BanglaBook.org

"ভিক্ষে! আমি কি ভিক্ষে করে বেঁচে আছি? কী বলতে চাইছিস?" এতক্ষণ বসে কথা বলছিলেন, এবার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

আলপনা বলল, "ভুল বলেছি। মাপ করো। ভিক্ষের চেয়ে বেশিই করতে হয় তোমাকে।"

চিত্তরঞ্জনবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কী করি? বল, কী করি? বলতেই হবে তোকে। বাপকে ভিখিরি বলা... এইসব মেয়েকে চড়িয়ে..."

আলপনা শান্তভাবে বলল, "আমাকে চড় মারতেই পারো, কিন্তু তুমি জামাইয়ের কাছ থেকে যেভাবে হাত পেতে টাকাপয়সা নাও, সেটা ভিক্ষে ছাড়া আর কী? একবারও মনে হয় না, নিজে কিছু করার চেষ্টা করি? ইচ্ছে করে না?"

"নিজের লোক নিজের লোকের জন্য দিলে সেটা ভিক্ষে! এইসব ছোটলোকের মতো কথা তোকে কে শিখিয়েছে?"

আলপনা বলল, "চিৎকার কোরো না, বাবা। প্রেশার বেড়ে যাবে। আজকাল ভিক্ষের সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে। ভিক্ষে নিলেও এখন অনেক কিছু দিতে হয়। কোনও কিছুই বিনামূল্যে হয় না।"

চিত্তরঞ্জনবাবু গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করে বললেন, "কী দিই? দেবকুমার এত যে আমাদের জন্য করে, তার বদলে কী নিয়েছে সে? এখানে এসে যে সোফার উপরে বসে সেটাও তার নিজের কেনা।"

আলপনা বলল, "এসবের বদলে তিনি কী নেন তাঁকেই বরং জিজ্ঞেস কোরো। আমি বললে তোমার সহ্য করা মুশকিল হবে। তবে তোমার চিন্তা করতে হবে না। ভিক্ষের অ্যামাউন্ট যাতে বাড়ে, তার জন্য তুমি খুব দ্রুত দ্বিতীয় জামাই পেয়ে যাবে। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোও।"

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, "শাট আপ!"

ঘুম আসছিল না। জ্বর-জ্বর লাগছিল। সেই অবস্থাতেই বাথরুমে গিয়ে গায়ে জল ঢেলে এল। যা করতে হবে একাই করতে হবে এবং সেটা এখনই করতে হবে। দেবকুমারের সাহস আর লালসা অনেক আগেই সীমা ছাড়িয়েছে। আরও বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। এবার নিজের কর্মচারীর ঘরে তুলে দিয়ে চিরকালের মতো বেঁধে ফেলতে চাইছে। ভবিষ্যতে সাধ্য থাকলেও যাতে ছিটকে না যায়। নাকি আরও কোনও ভয়ংকর উদ্দেশ্য আছে? থাকতে পারে। যাই থাক, আগে বিয়েটা আটকাতে হবে।

BanglaBook.org

গৌর একটু হেসে বলল, "আপনার কী অবস্থা, আপনাকে নিজের মুখে বলতে হবে না। আমি সব জানি।"

আলপনা মুখ তুলে অবাক হয়ে বলল, "সব জানেন!"

গৌর একটু থমকাল। মেয়েটিকে আর-একটু বাজিয়ে নিতে হবে। দেবকুমারের বিরুদ্ধে কথা বলে রিঅ্যাকশন বুঝতে হবে। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "সব বলি কী করে? তবে অনেকটাই জানি। যেমন ধরুন, স্যার কীভাবে আপনাদের ফ্যামিলিকে চাপের মধ্যে রেখেছেন, আপনাকে নৈহাটির ফ্ল্যাটে যেতে বাধ্য করেছেন, আপনাদের বাড়ি-জমি হাতিয়ে নিজের করে নিতে চাইছেন, এই সব। এটাই কি অনেকটা নয়?

আলপনা বিড়বিড় করে বলল, "উনি আপনাকে বলেছেন?"

গৌর সহজভাবে বলল, "পুরোটা নয়, কিছু কিছু। বাকিটা আমার নিজের সংগ্রহ। আলপনাদেবী, আমার যা পেশা তাতে অন্যের খবর সংগ্রহে রাখতে হয়। কনস্ট্রাকশন ফার্মে চাকরি করলেও আমার কাজ দালালি। খবর না থাকলে দালালদের এক পা-ও চলার উপায় নেই। যাই হোক, মূল কথায় আসি। সমস্যা হল, আমার মালিক আর আপনার জামাইবাবু একটু গুলিয়ে ফেলেছেন। আমাকেও মনে করেছেন, আপনাদের মতো অসহায়, দুর্বল। ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি, কখন দয়া করবেন। ঘটনা তো তা নয়, আলপনাদেবী। তাই না?"

কথা শেষ করে সামান্য হাসল গৌর। দেবকুমার নিধনের ছক মোটামুটি তার মাথার মধ্যে আবছাভাবে আসতে শুরু করেছে। এই মেয়েকে কাজে লাগাতে হবে। এমনভাবে লাগাতে হবে, যাতে গোটা সন্দেহটা এর উপর পড়ে। তার আগে একে কনফিডেন্সে আনতে হবে।

"আমি কি খুব ভুল বললাম?"

আলপনা দু'হাতে মুখ ঢাকল। গৌর একটা কাগজ টেনে পাশে পড়ে থাকা পেন দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল। ধৈর্য ধরতে হবে। যদিও হাতে সময় বিশেষ নেই। এখান থেকে বেরিয়ে নিউ মার্কেটের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় যেতে হবে। ভূপতি কলোনি থেকে যে দু'জন কথা বলতে আসবেন, তাঁরা এই জায়গাটাই বেছেছেন। দু'জনেই কলকাতায় নিজেদের কাজে আসছেন। কথা বলার জন্য এই ছোটখাটো রেস্তোরাঁই নাকি তাঁদের কাছে নিরাপদ। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনীতির মানুষের নিরাপদ জায়গা এক হয় শুনে

BanglaBook.org

একসময় অবাক হয়েছিল গৌর। আজ হয় না। মনে হয়, সেদিন আর খুব দূরে নয়, যখন এক জায়গা তো কোন ছাড়, দু'জনে পাশাপাশি বসে কাজের কমিশন নেবে। কোনও ব্যাপার নয় ভঙ্গিতে খাম পকেটে পুরে ফের রাজনীতি নিয়ে তর্ক শুরু করবে। দু'জন অবশ্য আলাদা আলাদা সময় দিয়েছে।

গৌর আড়চোখে দেখল, আলপনা নামের পাতলা চেহারার মেয়েটার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। গৌর কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। কেঁদে নিক। বস এই মেয়ের শরীরে কী এমন মধু পেয়েছে? আহামরি তো কিছু মনে হচ্ছে না। ও ভাবনা থাক। নাক গলিয়ে লাভ নেই। কে কীসে খুশি হয় কে বলতে পারে?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট খানেকের মধ্যেই মুখ তুলল আলপনা। লজ্জা পেল। বাইরের লোকের কাছে নিজেদের অপমানের কথা শুনে সামলাতে পারেনি। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, "সরি, কিছু মনে করবেন না। ওই শয়তানটা যে কীভাবে আমাদের গলা টিপে ধরেছে... মনে হয় এই অপমানের জীবন থেকে কোনওদিন বেরতে পারব না।"

জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে গৌর শান্ত ভঙ্গিতে বলল, "বেরবার জন্য চেষ্টা করছেন?"

আলপনা ব্যাকুলভাবে বলল, "কীভাবে করব? কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? এ যুগে যে এমন নির্মম ঘটনা ঘটতে পারে, সেটাই মানতে চাইবে না। ভাববে গল্প। পুলিশের কাছে গিয়ে কী বলব? ওর তো কোনওটাই জোর করে করা নয়। আর যদিও বা পুলিশকে বলি, তারপর? আমাদের পরিবারের কী হবে? কীভাবে চলবে?"

গৌর একটু চুপ করে থেকে আলপনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যদি পথ বলে দিই?"

আলপনা চমকে উঠে বলল, "কী পথ?"

"সেটা পরের কথা। আগে বলুন, মানবেন?"

আলপনা একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি কেন বলবেন? উনি আপনার মালিক।"

গৌর ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, "সেই জন্যই তো বলব। আমি দেবকুমারকে শিক্ষা দিতে চাই। আপনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে লোকটা আমার

BanglaBook.org

উপর পার্মানেন্ট নজরদারি বসাতে চাইছে। ওর মতলব ধরে ফেলেছি। ও আমার খবরাখবরের জন্য আপনার উপর চাপ দিত। আমার টাকাপয়সা, সম্পত্তি আপনার সঙ্গে গেঁথে দিয়ে আমাকে পুরোপুরি কবজা করত। একসময় দেখতাম আমার অবস্থাও আপনার মতো হয়ে গিয়েছে। হারামজাদার করুণার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি।"

আলপনা বলল, "আপনি আমাকে এতটাই নীচ মনে করছেন... অবশ্য করবেন না-ই বা কেন? নীচে নামতে আমি আর কী বাকি রেখেছি..."

গৌর আলপনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখুন আলপনাদেবী, আমি কোনওরকম সেন্টিমেন্ট নিয়ে চলি না। আমার কাজের মধ্যে ওই জিনিসের জন্য কোনও জায়গা ছাড়া নেই। যেটা ঘটনা সেটাই বললাম। যাক, ওসব বাদ দিন। আপনি রাজি কি না, বলুন। না হলে এখানেই কথা শেষ করা যাক।"

আলপনা নিচু গলায় বলল, "আমি তো সব সময়ই চাইছি লোকটার কবল থেকে মুক্তি পেতে... আমার পরিবারের কোনও ক্ষতি হবে না তো? দিদির? আমার যা খুশি হোক।"

গৌর খানিকটা সময় চুপ করে থেকে বলল, "আমি যে পথের কথা বলব, তাতে ক্ষতি হবে না, লাভ হবে। শুধু আপনার মনের জোর দরকার। এতদিন আপনাদের যেমন দাবিয়ে রেখেছিল, এবার আপনি ওই হারামজাদাকে পায়ের তলায় রাখবেন।"

"পায়ের তলায়!" চোখ বড় হয়ে যায় আলপনার। বলে, "আপনি কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।"

গৌর আবার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। গলা নামিয়ে বলল, "বুঝতে পারবেন। এখন যে গল্পটা বলব, সেটা মন দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

বেশ খানিকটা সময় নিয়ে গৌর দাস শান্ত ভঙ্গিতে গল্প বলল, "আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে জয়শঙ্কর নামে এক যুবকের সঙ্গে এক বিধবা মহিলার যোগাযোগ হয়। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। মহিলার ন'বছরের একটি পুত্র ছিল। মহিলার চেহারায় ছিল এক ধরনের উগ্র চটক। একে বালক পুত্র নিয়ে একা থাকা বিধবা, তার উপর চেহারায় চটক, খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার কাছে বহু পুরুষের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল। মহিলা কাউকেই

BanglaBook.org

খুব বেশিদূর পর্যন্ত ঘেঁষতে দেয়নি, আবার তাড়িয়েও দেয়নি। যার কাছ থেকে যতটা পেরেছে, টাকাপয়সা, সেবাযত্ন আদায় করেছে। দোকান-বাজার থেকে শুরু করে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত কাজ করিয়ে নিয়েছে হাসিমুখে। মহিলা কমবেশি তাদের অনেককে ভবিষ্যতে বিয়ে করার ইঙ্গিতও দিয়েছে। মিথ্যে ইঙ্গিত। এর মধ্যে জয়শঙ্করের প্রেম ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। সেই সুযোগ নিয়ে মহিলা তার কাছ থেকে টাকাপয়সা ভালই আদায় করতে থাকে। বেশ চলছিল। মহিলার একদিন দুম করে আনন্যাচারাল ডেথ হল। অস্বাভাবিক মৃত্যু। পোস্টমর্টেমে পেটে বিষ পাওয়া গেল। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করল। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ঘটনার ক'দিন আগে জয়শঙ্কর নামে লোকটির সঙ্গে নাকি মহিলার বিচ্ছিরি ধরনের গোলমাল হয়েছে। জয়শঙ্কর বিয়ে করতে চায়, অথচ মহিলা রাজি হয় না। রাজি হওয়ার কারণও ছিল না। তখন জয়শঙ্করের রোজগারপাতি প্রায় কিছুই ছিল না। বাকিদের ত্যাগ করে খামোকা তার সঙ্গে মহিলা বাঁধা পড়বে কোন দুঃখে? গোলমালের সময় মহিলা জয়শঙ্করকে চড় মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এসব জেনে পুলিশ জয়শঙ্করের খোঁজ শুরু করে। জয়শঙ্কর ততক্ষণে কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে মুম্বই। কিছুদিন রুটিন খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ হাল ছেড়ে দিল। বহুবছর পর জয়শঙ্কর মুম্বই থেকে ফিরে আসে। ততক্ষণে বিধবা মহিলার কেস ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। পুলিশ আর এগোল না। তাদের তাগাদা দেওয়ার মতোও কেউ ছিল না। বিধবার বালক পুত্র তখন কলকাতার ভাড়াবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে বর্ধমানে এক গ্রামে দূরসম্পর্কের আত্মীয়-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সেই আত্মীয়রা চরিত্রহীন মহিলার মৃত্যুরহস্য সমাধানে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। বালক সকালবেলা স্কুলে লেখাপড়া করত, বাকি সময়টা আত্মীয়দের চালকলে খাটত। থাকা-খাওয়ার মূল্য দিত।"

এই পর্যন্ত বলে গৌর দাস একটু থামল। উঠে গিয়ে জল নিয়ে এসে খেল। তারপর আবার শুরু করল।

"জয়শঙ্কর বেশ কয়েক বছর পর মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরে এল। আসতে বাধ্য হল বলা ভাল। সেখানে যে মহিলাকে সে বিয়ে করেছিল, সেই মহিলা তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় জয়শঙ্করের কাজকর্মও লাটে তুলে দেয়। অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে কাজ করার

BanglaBook.org

মতো পয়সা বা যোগ্যতা জয়শঙ্করের তখন ছিল না। কলকাতায় এসে সে যেটুকু যা টাকাপয়সা ছিল তাই দিয়ে ব্যাবসা শুরু করল। কনট্রাক্টরির ব্যাবসা। সেই ব্যাবসা করতে গিয়ে এক সাপ্লায়ারের সঙ্গে তার পরিচয়। সাপ্লায়ার নিজে থেকেই জয়শঙ্করের ঘনিষ্ঠ হয়। তাকে ব্যাবসার নানারকম কূটকৌশল বলে দেয়। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। লোকটিকে নিজের অফিসে কাজ দেয় জয়শঙ্কর। এই জয়শঙ্কর কে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আলপনাদেবী?"

আলপনা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। গৌর মুচকি হেসে বলে, "ঠিকই ভেবেছেন। দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা ছাড়ার সময় সে নিজের নাম, পরিচয় দুটোই বদলে নিয়েছিল। আর সেই সাপ্লায়ার? সে কে?"

আলপনা অস্ফুটে বলল, "আপনি..."

"ভাল ধরেছেন। গল্প শুনলে এটাও খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। তাই তো? যাক, এবার আপনাকে কী করতে হবে। মন দিয়ে শুনুন। আপনি দেবকুমারকে জানিয়ে দেবেন, তার আসল পরিচয় আপনার জানা হয়ে গিয়েছে। রত্না দাস কার হাতে খুন হয়েছিল আপনার কাছে অজানা নয়। হাতে প্রমাণও আছে। খুনের মামলা তামাদি হয় না। নতুন করে ওঠে। এবার থেকে যদি সে আপনার কথামতো না চলে, তা হলে সব প্রমাণ পুলিশের হাতে চলে যাবে।"

আলপনা বলল, "রত্না দাস কে?"

গৌর একটু চুপ করে মাথা নামিয়ে বলল, "সেই বিধবা মহিলা। যাকে খাবারে বিষ দিয়ে দেবকুমার খুন করেছিল। গোলমালের পরদিন রাতে মহিলার কাছে ক্ষমা চাইতে যায় জয়শঙ্কর। সেই ফাঁকে খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে আসে। কীভাবে কোন খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয় আমি জানি না। মা যখন জয়শঙ্করের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে বসে কথা বলছিল, আমি শুয়ে পড়েছিলাম।"

আলপনা বিস্ফারিত চোখে বলে, "আপনি!"

গৌর দাস সহজভাবে বলে, "হ্যাঁ, আমি। আমার মা-ই রত্না দাস। গভীর রাতে মায়ের গোঙানিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসি। দেখি, ঘরে আলো জ্বলছে। মা এক হাতে গলা চেপে ধরে বসে আছে

BanglaBook.org

মেঝেতে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। লম্বা করে শ্বাস নিতে চাইছে আর বলছে, মরে যাচ্ছি... বুক জ্বলে যাচ্ছে... গলা জ্বলে যাচ্ছে... জয়শঙ্কর আমাকে বিষ দিয়েছে... খোকা কাউকে ডাক... আমাকে বাঁচা...” কথা থামিয়ে গৌর দাস আলপনার মুখের দিকে তাকাল। হেসে বলল, “নাটকের মতো লাগছে? কাউকে বিষ খেয়ে কখনও চোখের সামনে মরতে দেখেছেন? দেখেননি তো? দেখলে মনে হবে, নাটকই দেখছি। চড়া দাগের নাটক। অথচ কী নির্মম সত্যি! যাই হোক, আত্মীয়দের এই কথা আমি কয়েকবার বলার চেষ্টা করেছিলাম। আমার কাছে প্রমাণ ছিল, তারা পাত্তা দেয়নি। বাড়িতে বেশি রাতে পুরুষমানুষ আসত, খাওয়াদাওয়া হত এটাই কেউ শুনতে চায়নি। এই নোংরা ঘটনার সঙ্গে তারা আর কেউ জড়াতে চায়নি। থানা-পুলিশ করা তো দূরের কথা। আমার বয়স বা অবস্থা তখন এমন ছিল না যে, পুলিশের কাছে গিয়ে বলি, মরার আগে আমার মা আমাকে জয়শঙ্করের নাম বলেছিল। আমার কাছে প্রমাণও আছে। আমি যে নিজে খুব একটা বুঝতে পেরেছিলাম এমনটাও নয়। আমি ঘটনা ভুলে যেতে শুরু করলাম এবং একসময়ে ভুলেও গেলাম,” একটু থেমে গৌর বলল, “আবার মনে পড়ল কলকাতায় দেবকুমারকে দেখে। জয়শঙ্করকে আমি চিনতে পারলাম। ও পারল না। পারার কথাও নয়। দশ বছরের বালকের চেহারায় অনেক বদল হয়েছে। আমার মধ্যে প্রতিশোধের ইচ্ছে জেগে উঠল। শুধু মাকে খুন করা নয়, লোকটা আমার জীবনটাকেও তছনছ করে দিয়েছে। পরের অনুগ্রহে বাল্য-কৈশোর কাটানো যে কতটা ভয়াবহ, আমি টের পেয়েছিলাম। ইচ্ছে করল লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে খুন করি। পরে মাথা ঠান্ডা হতে ভেবে দেখলাম, তাতে লাভ কী? মরে গেলে তো ফুরিয়েই গেল। বাকি জীবনটা আমাকে জেলে পচতে হবে। তার চেয়ে বরং লোকটাকে নিংড়ে নিলে কেমন হয়? সেটাই ভাল। লোকটাকে বন্ধু সেজে ঠকাব। টাকাপয়সা, বিষয় সম্পত্তি করব। আমি সেই কাজ অনেকটাই করে ফেলেছি। বাকিটা আমিই করতাম। জয়শঙ্কর ওরফে দেবকুমারকে নিজের পরিচয় দিয়ে ব্ল্যাকমেল করতাম, কিন্তু সে ধৈর্য বা সময় আমার নেই। তা ছাড়া মাঝে মাঝে ভয় করে। দুম করে যদি মাথাখারাপ হয়ে যায়? দেবকুমারকে মেরে দিই যদি? তার চেয়ে লোকটার কাছ থেকে সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা তুলে দেবকুমার ভালই করল। আপনি আমার কাছে এলেন। মা আর

BanglaBook.org

জয়শঙ্করের পাশাপাশি বসা একটা ফোটোর কপি আপনাকে দিচ্ছি। দেবকুমারকে চেনা যাবে। এই ফোটো প্রমাণ করে না, জয়শঙ্কর মাকে খুন করেছে, কিন্তু হঠাৎ নাম বদলাল কেন সেই প্রশ্ন তো উঠবে। আমার মা মাঝে মাঝে ডায়েরি লিখত। একে ঠিক ডায়েরি বলা যায় কি না জানি না। তার কয়েকটা পাতা আমার কাছে আছে। লেখাপড়ার বইখাতার মধ্যে ছিল। একটা কাগজে তারিখ দিয়ে লেখা আছে, জয়শঙ্কর আমাকে বিয়ে করার জন্য পাগলামি করছে। এমনকী, খুন করার হুমকি পর্যন্ত দিচ্ছে। মায়ের হাতের লেখা পুলিশ সহজেই প্রমাণ করতে পারবে," গৌর থামল। কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল।

আলপনা বলল, "কী ভয়ংকর!"

গৌর বলল, "এই পাতার একটা জেরক্স কপিও আপনাকে দিয়ে দেব। আপনি ফোটো আর এই পাতাটা দেবকুমারকে দেখাবেন। দেখবেন, জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো মানুষটা এইটুকু হয়ে যাবে। বলবেন, ট্যাঁ ফোঁ করলে সব কিছু পুলিশের কাছে চলে যাবে। হারামজাদা আপনার পায়ে পড়বে। কী? পারবেন না?"

আলপনা জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "পারব।"

গৌর বলল, "গুড। ও অনেক চেষ্টা করবে এককালীন টাকা দিয়ে অরিজিন্যাল ফোটো আর ডায়েরির পাতা হাতিয়ে নিতে। মনে রাখবেন, যতক্ষণ ওই জিনিস আপনার হাতে থাকবে, ওই লোকের প্রাণভোমরাও আপনার হাতে আছে। নিয়মিত টাকা দিয়ে যাবে। অরিজিন্যাল হাতে না পেলে সে আপনার কোনও ক্ষতিও করতে পারবে না। আপনাকে ঘাঁটাবে না। আপনাকে শুধু মন শক্ত করে থাকতে হবে। খুব বেশি সময় পাবেন না। একটা সময়ের পর ও পালাতে চাইবে। তার ব্যবস্থা আমি করব। পারবেন?"

আলপনা মাথা নামিয়ে বলল, "অবশ্যই পারব। অপমানের দিনরাতগুলো মনে করলেই পারব।"

গৌর বলল, "বিয়ের প্রস্তাব আমি নাকচ করে দিচ্ছি। প্রথম চোটে রাগবে, আমার কিছু করতে পারবে না। দেবকুমার ভাল করেই জানে আমাকে ছাড়া তার কুমার কনস্ট্রাকশন চলবে না। ক'দিন পর আপনার ব্ল্যাকমেলের চাপে পড়ে আমার কাছে ছুটে আসবে। কী করে বাঁচা যাবে তার

BanglaBook.org

উপায় জানতে হবে না? তখন পরের প্যাঁচটা মারব," কথাটা বলে মুচকি হাসল গৌর।

আলপনা উত্তেজনা বোধ করছে। বলল, "জিনিসগুলো কবে দেবেন?"

গৌর একটু চুপ করে থেকে বলল, "এখন নয়। যেদিন নৈহাটি যাবেন সেদিন। আমাকে আগে একটা ফোন করবেন। জিনিস ঠিক পৌঁছে যাবে। ফুর্তির আগের মুহূর্তে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। বেশ নাটকীয় হবে। জোরে ধাক্কার জন্য নাটকের প্রয়োজন। চলুন, উঠি। মনে রাখবেন আলপনাদেবী, আপনার সামনে এই পথটাই একমাত্র খোলা। চিন্তা নেই। আমি তো রইলাম। সব আমার কাছে থাকবে। কোন সময় থামতে হবে, তা-ও বলে দেব। ব্যাটার হাত-পা ভেঙে পঙ্গু করে তবে ছাড়ব। আশা করি তার মধ্যে আপনি আপনার দিদিকে হারামজাদার খপ্পর থেকে বের করে আনতে পারবেন।"

আলপনা নিজের মনে বলল, "পারতেই হবে। দরকার হলে দিদিকে সব বলেই দিতে হবে।"

গৌর স্থির চোখে আলপনার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, "নিন, উঠুন। আমার সময় হয়ে গিয়েছে। আপনি আগে বেরোন। আমি মিনিট দশ পরে বেরোচ্ছি।"

'হ্যাপি ফুড' রেস্তোরাঁয় আধঘণ্টার ফারাকে রাধানাথ মাইতি এবং বিকাশ প্রধান দেখা করলেন। দু'জনেই কাজ শুনে অবাক। এর আগে তাঁরা গৌরের মতো ঠিকেদার, প্রোমোটারদের বহু বায়নাক্কা শুনেছেন। কিন্তু এরকম কথা কখনও শোনেননি। টেন্ডার পাশ নয়, জমি দখল নয়, মামলা মোকদ্দমায় ফাঁসা সম্পত্তির দখলদারি নয়, রাস্তা খারাপ হলে অবরোধ, আন্দোলন করা নয়। এ আবার কেমন আবদার! যদিও দু'জনের কাছে আবদার হল ঠিক দু'রকম।

আগে এলেন বিকাশ প্রধান। ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর খানিকটা ভিতু প্রকৃতির হয়ে গিয়েছেন। তার উপর আবার গোলমালে জড়াতে হয়েছে। ভাল করে চারপাশ দেখে গৌর দাসের বলে দেওয়া কেবিনে টুক করে ঢুকে পড়লেন। ভয় থাকলেও গৌর ডাকলে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। কুমার কনস্ট্রাকশন খুব অল্প কয়েকটি সংস্থার একজন, যারা আজও গোপনে তাঁদের 'দেখভাল' করে।

BanglaBook.org

বিকাশ প্রধান গৌরের কথা শুনে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে রইলেন।

"সত্যি এরকম কিছু হতে চলেছে নাকি?"

গৌর বিনয়ের সঙ্গে বলল, "আমার কাছে খবর আছে, দাদা। সরকারি-বেসরকারি কাজ করি, আর এই খবরটুকু থাকবে না? মিউনিসিপ্যালিটির সামনের বোর্ড-মিটিংয়ে নাকি প্রস্তাব আসছে। খালের পশ্চিম দিকটার নাম আর ভূপতি কলোনি থাকবে না।"

বিকাশ প্রধান বললেন, "কী নাম হবে?"

গৌর বলল, "সে তো জানি না, দাদা। যেটুকু শুনেছি আপনাকে খবর দিলাম।"

বিকাশ প্রধান বললেন, "কেন এরকম ভাবনাচিন্তা হচ্ছে বলতে পারেন? খবর আছে কোনও?"

"পুরো খবর নেই। শুনেছি, নির্মল চক্রবর্তীর পার্টির কিছু লোক নাকি আর ওসব পুরনো দিনের নামটাম পছন্দ করছে না। নতুন কিছু চাইছে। মডার্ন কিছু।"

বিকাশ প্রধান সিরিয়াস মুখ করে বললেন, "ছিঃ, ছিঃ! একটা জায়গার নামের সঙ্গে তার ইতিহাস, তার চরিত্র জড়িয়ে থাকে। সেটাই এরা বদলে ফেলতে চাইছে!"

গৌর মুচকি হেসে বলল, "এসব বড় কথা আমরা বুঝি না, দাদা। কে চাইছে তা-ও বলতে পারব না। কে কোথায় কলকাঠি নাড়ছে কে জানে। আপনাকে অনেকদিন ধরে চিনি, তাই খবরটা দিলাম।"

বিকাশ প্রধান নড়েচড়ে বসলেন। শুধু খবর দিতে যে গৌর কলকাতা পর্যন্ত তাঁকে ডাকেনি, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এই লোকের বড় গুণ হল, ক্ষমতা চলে গেলেও তালিকা থেকে তাঁদের যেমন বাদ দেয়নি, তেমনই মাথা খাটিয়ে কাজেও লাগায়। আজ কী কাজ চায়?

গৌর বলল, "দাদা, একটা প্রতিবাদ করতে হবে।"

বিকাশ প্রধান বললেন, "অবশ্যই। কিন্তু কে শুনবে? আমাদের প্রতিবাদের দাম কী? ওরা যদি মনে করে, তা হলে করবেই। কে ঠেকাবে?"

"বড় কিছু চাই না দাদা, ছোটখাটো কিছু করলেই হবে। বাজারের কাছে মাইক লাগিয়ে একটা মিটিং করেন যদি। কিছু লিফলেট বিলি করলেন। ক'টা

BanglaBook.org

ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন। বিশ-তিরিশজন লোক জোগাড় করতে পারবেন না? দাদা, খরচ নিয়ে ভাববেন না। যা লাগে আমরা দেব। তার চেয়ে বেশিই দেব। যেমন দিই।"

বিকাশ প্রধান অবাক হয়ে বললেন, "আপনাদের কী স্বার্থ! নাম-টাম যাই থাক, আপনারা যেটুকু কাজের বরাত পাওয়ার তা তো পাবেনই।"

গৌর পকেট থেকে খাম বের করে এগিয়ে ধরল। হেসে বলল, "কার কী কাজে লাগে কে বলতে পারে, দাদা। এই যে এখন আপনাদের খারাপ সময় চলছে, তা-ও কি আমরা আপনাদের ছেড়ে পালিয়েছি? নাকি কোনওদিন পালাব? আপনি দাদা, যত তাড়াতাড়ি পারেন একটা ছোটখাটো মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে ফেলুন। সামনের মঙ্গলবার হলে সবচেয়ে ভাল হয়। আসলে বহুদিন ভূপতি কলোনিতে কাজ করছি, মায়া পড়ে গিয়েছে। এবার বলুন, কী খাবেন। অতদূর থেকে এসেছেন। মোগলাই পরোটা বলি?"

বিকাশ প্রধান খাম পকেটে পুরতে পুরতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বাইরের লোকের কাছ থেকে পাওয়া খবর নিয়ে পার্টির সভা? অবশ্য তাতে সমস্যা কী? খবর কোথাও না কোথাও থেকে তো আসবেই। এখন আর আগের দিন নেই। হাতের কাছে ইশ্যু এলেই ধরতে হবে। কিন্তু এ অসম্ভব।

বিকাশ প্রধান চলে যাওয়ার একটু পরেই এলেন রাধানাথ মাইতি। তিনি গৌরের কথা প্রথমেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "দূর, এটা কখনও হয়? জায়গার নাম বদলে ফেলা যায় কখনও?"

গৌর বিনয়ের সঙ্গে বলল, "কেন হবে না, স্যার? রাস্তা, পার্ক, রেল স্টেশনের নাম যদি বদলাতে পারে, জায়গার নাম বদলাবে না কেন? সে কী অন্যায় করেছে?"

"শুধু আমি বললে কি হবে? বাকিরা রাজি হবে?"

গৌর বলল, "বাকিদের কথা পরে হবে। আপনি শুধু আপনার অংশটা করে দিন। সকলে নিজের নিজের কাজ করলে আমাদের সকলেরই ভাল।"

রাধানাথের ইচ্ছে করল, হাত বাড়িয়ে লোকটার কান মলে দিতে। এই লোকটার সাহস বেড়েছে। জ্ঞান দেয়। কান ভাল করে মলে দিলে সাহস কমে যাবে। কিন্তু নিয়মিত যে টাকা দেয় এবং মোটা অঙ্কের টাকা দেয়, ইচ্ছে করলেও তার কান মলা যায় না। রাধানাথ ভুরু কুঁচকে বললেন, "আমার অংশটা কী?"

BanglaBook.org

গৌর বলল, "বুধবার মিউনিসিপ্যালিটির বোর্ড মিটিংয়ে প্রোপোজ়ালটা তোলা এবং সেটাকে রেকর্ড করানো।"

রাধানাথ বললেন, "প্রোপোজ়ালটা কী? ভূপতি কলোনির নাম বদলে দাও?"

গৌর জিভ কেটে বলল, "না না, স্যার, গোটা ভূপতি কলোনির নাম বদলাতে চাইলে লোকে উন্মাদ বলবে। আপনি বলবেন, খালের পশ্চিমপাড়টার একটা নতুন নাম হোক। নতুন ব্রিজ হচ্ছে, নতুন নাম হতে অসুবিধে কী? ভূপতি কলোনিও থাকল, আবার নতুন নামও থাকল। ভাল নামের পাশে ডাকনাম যেমন হয়," কথা শেষ করে সুন্দর করে হাসল গৌর।

রাধানাথ বলল, "কারণ জানতে পারি?"

"নিশ্চয়ই পারেন। আপনাকে তো কোনও কথা লুকোই না। জায়গার নামে শহিদ, কলোনি, এসব আজকাল আর পাবলিক নিচ্ছে না। জমি-বাড়ির বিজ়নেস মার খেয়ে যাচ্ছে।"

রাধানাথ মাইতি চোখ সরু করে বলল, "বড় পার্টির কাজ?"

গৌর হেঁ হেঁ ধরনের হেসে বলল, "অনেকটাই ধরেছেন। পাকা কথা হলেই আপনাকে বলব। তখন নতুন করে পেমেন্ট হবে। আপাতত আমাদের শুধু একটা সাইনবোর্ড চাই। ব্রিজ টপকালেই দেখা যাবে। আপনি শুধু মিটিংয়ে প্রোপোজ়ালটা তুলবেন।"

কথা বলতে বলতে খাম এগিয়ে দিল গৌর।

রাধানাথ খাম হাতে নেড়েচেড়ে দেখলেন। বললেন, "কাজ গোলমেলে। আরও লাগবে।"

গৌর বলল, "আমি জানি, স্যার। আপনি কাজটা করুন, আবার হবে। আর-একটা কথা, স্যার। শুনলাম, ভূপতি কলোনিতে অপোজ়িশন পার্টি বিষয়টা নিয়ে নাকি নাড়াচড়া শুরু করেছে।"

রাধানাথ অবাক হয়ে বললেন, "মানে! ওরা এসব কী করে জানবে? এখনও তো কিছুই হয়নি।"

গৌর ঠোঁট উল্টে নিস্পৃহ গলায় বলল, "হাওয়া-বাতাসে কীভাবে কী ছড়িয়েছে কে জানে! শুনলাম, ওরা ইলেকশনের আগে বিষয়টা ইশ্যু করতে পারে। আমি ভুলও শুনতে পারি।"

BanglaBook.org

রাধানাথ মাইতি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, "ওরা কে? ভূপতি কলোনিতে আমরা যা বলব, সেটাই ফাইনাল। আমরা যা বলব তাই হবে।"

গৌর বলল, "আমি তো সেরকমই জানতাম, স্যার," এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করল সে। তারপর নিচু গলায় বলল, "কয়েকদিনের জন্য ভুজুং-ভাজুং দিয়ে একটা সাইনবোর্ডের ব্যবস্থা করে দিন, স্যার। বাকিটা আমি দেখব।"

রাধানাথ চলে যেতে গৌর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল। ইচ্ছে করেই গাড়ি নিয়ে সে বেরোয়নি। যেদিন এই ধরনের 'খাম' দেওয়ার ব্যাপার থাকে, সেদিন গাড়ি নেয় না। সঞ্জীব নায়েকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। রিসেপশনে বলতেই তাকে ঘরে নিয়ে গেল। কথা হল সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত না হওয়ার কারণ নেই। পরশু যখন সঞ্জীব নায়েক গৌরকে ফোন করেছিলেন, তখনই যা কথা বলার, বলা হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জীব সরাসরি কথা বলেছিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলে টু দ্য পয়েন্ট।

"গৌরবাবু, মার্কেটিং ডিভিশনের সঙ্গে আমি আবার কথা বলেছি। ভূপতি কলোনির বিজনেস আমরা ছাড়তে চাই না। আমার মনে হয়েছে, ইউ আর মোর এফিশিয়েন্ট দ্যান ইয়োর বস। আমি আপনার সঙ্গে সরাসরি ডিল করতে চাই। রাজি?"

গৌর চমকে উঠেও নিজেকে সামলে নেয়। বলে, "কী কথা হল?"

"আপনি ভূপতি কলোনির নামের ব্যাপারে একটা অফিশিয়াল প্রোপোজাল করিয়ে দিন। সঙ্গে খানিকটা হইচই। আমার ক্রেতারা জানবে, নাম বদলের প্রসেস শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার মার্কেটিং ডিভিশন সেই প্রোপোজাল হাতে নিয়েই কাজ শুরু করে দেবে। বাকিটা পরে দেখা যাবে। আমি কাজটা ফেলে রাখতে চাই না। আমার সন্দেহ, মিস্টার দেবকুমার হয়তো অন্য কারও সঙ্গে চলে যেতে পারেন।"

গৌর একটু চুপ করে থেকে বলল, "কাজটা আমার জন্য ঝুঁকির হয়ে যাচ্ছে না? মালিককে এড়িয়ে..."

সঞ্জীব নায়েক হেসে বললেন, "আপনাকে দেখে মনে হয়েছে, আপনি ঝুঁকি নিতে ভালবাসেন। আর ঝুঁকিরই বা কী আছে? ভূপতি কলোনির ব্রিজের কাজ শেষ হলেই আপনি সিলভার গ্রুপের স্টাফ হয়ে যান। আপনার কাছে অফার রইল। আমাদের নতুন প্রোজেক্টের দায়িত্ব নিন। আপনার মতো লোক আমাদের জন্য ভাল। আপনারও ভাল। এবার রাজি?"

BanglaBook.org

গৌর একটু ভেবে বলল, "সে তো ভবিষ্যতের কথা। আমি আদৌ আর চাকরি করব কি না সন্দেহ। বাইরে কোথাও চলে যেতে পারি। ভবিষ্যতের কথা পরে। আপাতত কী পাব বলুন।"

সঞ্জীব নায়েক একটা টাকার পরিমাণ বলতে এক মুহূর্ত সময় নিলেন না। যেন তাঁর ভাবাই ছিল।

গৌর বলল, "না, এতে হবে না। আমার নামে যে জমি আছে সেটা এখনই বেচে দিতে চাই। জমি আপনার হাতে থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। দেবকুমার মত বদলালেও কিছু যাবে-আসবে না। আপনি কাগজপত্র আর টাকা রেডি রাখবেন, কাল সই করব।"

সঞ্জীব নায়েক বললেন, "সে তো অনেক টাকা!"

"প্রোজেক্ট হলে আমার নামে জমির টাকা তো আপনাকে দিতেই হত। আজ না হয় কাল হত।"

সঞ্জীব সন্দিহান গলায় বললেন, "যদি নাম বদলের প্রসেস শুরু করতে না পারেন?"

গৌর বলল, "সেই কারণেই তো আমি এখন পুরো দাম নেব না। টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছেড়ে দিচ্ছি। কাজ না হলে ওই টাকা কখনওই দেবেন না। এতটা ছাড়ের কারণে আপনাদের প্রফিট মার্জিন এক লাফে কতটা বেড়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিস্টার নায়েক। নাম বদল না হলেও আপনাদের ক্ষতি নেই। তবে আমি প্রসেস শুরু করে দেব।"

টেলিফোনের ওপাশে সঞ্জীব নায়েক মুহূর্ত খানেক চুপ করে থেকে বললেন, "ওই ছাড়টা থার্টি পার্সেন্ট করুন। আমারও অনেকটা রিস্ক হয়ে যাচ্ছে।"

গৌর বলল, "আচ্ছা তাই হবে। তবে আর-একটি কন্ডিশন আছে। আগামী ক'দিন ভূপতি কলোনির ব্যাপারে দেবকুমারবাবুর সঙ্গে কোনও কথা বলবেন না।"

সঞ্জীব নায়েক বললেন, "ওর সঙ্গে আমাদের কোনও কথাই নেই, আপনার জমি, আপনি সিলভার গ্রুপকে বেচে দিয়েছেন। ব্যস, ডিল কমপ্লিট। আপনি কাল বিকেলের পর আসুন। সব রেডি থাকবে।"

সব তৈরিই ছিল।

গৌর বলল, "আপনি যেমন বলেছিলেন তেমনভাবেই সব অ্যারেঞ্জ করা

BanglaBook.org

হয়েছে। ভূপতি কলোনির নাম বদল নিয়ে খুব শিগগিরই একটা হইচই হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রোপোজ্জালও জমা পড়বে।"

সঞ্জীব নায়েক বললেন, "গুড। আপনি কবে আশা করছেন?"

"মিউনিসিপ্যালিটির বোর্ড-মিটিং বুধবার। হয়তো সেদিনই হবে।"

সঞ্জীব নায়েক বললেন, "আপনি সিওর?"

গৌর হেসে বলল, "অ্যাডভান্স দেওয়া কাজ খুব একটা ফেল হয়নি। আপনার ব্যাবসার কাছে আমরা চুনোপুঁটি ঠিকই, কিন্তু চুনোপুঁটিকেও বাঁচতে হয়। তাকে অনেক বেশি সাবধানে থাকতে হয়। বড়-বড় জালে রাঘব বোয়ালরা আটকে যান, চুনোপুঁটি গলে পালায়।"

সঞ্জীব নায়েক খুশি হলেন। বললেন, "আমার ম্যানেজাররা আপনার জন্য কাগজপত্র, টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছে। আপনি ওদের কাছে যান।"

সঞ্জীব নায়েক ইন্টারকম তুললেন।

এর দশ মিনিটের মধ্যে অপারেটর তাকে জানায়, এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।

সঞ্জীব নায়েক বিরক্ত হয়ে বলেন, "কে?"

অপারেটর মেয়েটি বলে, "পূর্বদিগন্ত নামে এক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। স্যার, উনি ভূপতি কলোনি নিয়ে কিছু বলতে চাইছেন। আমি কি লাইনটা দেব?"

BanglaBook.org

১১

কুমার কনস্ট্রাকশনের অফিসে ঢুকতেই গৌর দেখল বস মুখ থমথমে করে বসে আছে।

দেবকুমার বিরক্ত গলায় বললেন, "সারাদিন যোগাযোগ করোনি কেন?"

গৌর চেয়ার টেনে বসে শুকনো গলায় বলে, "সরি, স্যার। হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে খবর পেয়েছি, মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি ডাক্তারদের কাছে ছোটাছুটি করছিলাম।"

দেবকুমার থমকে গিয়ে বললেন, "ও হো! কী হয়েছে?"

গৌর ভাঙা গলায় বলল, "বয়স স্যার। মনে হচ্ছে না কিছু করা যাবে।"

দেবকুমার ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না না, অত চিন্তা কোরো না। নিশ্চয়ই কিছু করা যাবে। উনি কোথায় আছেন?"

গৌর অসহায় গলায় বলল, "দেশের বাড়িতে। ছোটবোনের কাছে আছেন। ওখানকার ডাক্তাররা জবাব দিয়ে দিয়েছেন।"

গৌরের ভেঙে পড়া ভঙ্গিতে দেবকুমার এতটাই বিভ্রান্ত হলেন যে, একবারও তাঁর মনে হল না, গৌর আগে কখনও তার দেশের বাড়ি, ছোটবোন, মায়ের কথা বলেনি। বিচলিতভাবে বললেন, "ওঁকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করো। বড় কোনও নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা করলে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন । আজকাল বয়স্ক মানুষের জন্য অনেক রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।"

গৌর মনে মনে বলল, "হারামজাদা, চিকিৎসা তোমার পিছন দিয়ে ঢোকাব," মুখে বলল, "বলছেন, স্যার? নিয়ে আসব?"

"অবশ্যই বলছি। তুমি আজই ওঁকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। তুমি নিজে যাও।"

গৌর অবাক গলায় বলল, "এই সময় কলকাতা ছেড়ে যাব কী করে! ভূপতি কলোনির ব্রিজ, সিলভার গ্রুপের সঙ্গে প্রোজেক্ট না স্যার, তা হয় না।"

দেবকুমার একটু থেমে বললেন, "ওসব তোমায় ভাবতে হবে না। ব্রিজের কাজ আমি নিজে দেখব। আর সিলভার গ্রুপের সঙ্গে প্রোজেক্টটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যালো। ওটা মনে হচ্ছে হবে না। নাম বদল বিষয়টা অসম্ভব। বামাপদকে ধরে চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম। উনি অনেকটা সময় ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব শুনলেন। তারপর মুখের উপর না বলে দিলেন। হারামজাদা, না বলবি তো এত সময় নষ্ট করলি কেন? বামাপদ এর মধ্যে নিজের এনজিও-র নামে একটা জমি হাতানোর ফন্দি করছিল। বিপ্লবীর জমির শখ হয়েছে। আমি ফোন ধরছি না।" একটু থেমে দেবকুমার বললেন, "ভালই হয়েছে, আমরা নিজেরাই কাজ করব। যাদের শহিদ ভূপতিতে সমস্যা নেই, প্রেস্টিজে লাগবে না, তাদের কাছে ফ্ল্যাট বেচব। তাতে দু'পয়সা কম হলে হবে। না হলে অন্য কাউকে জমি ধরে বেচে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলব।"

BanglaBook.org

গৌর মিনমিন করে বলল, "স্যার, এতটা এগিয়ে-পিছিয়ে যাবেন? সঞ্জীব নায়েক কিন্তু ইন্টারেস্টেড। তা ছাড়া অনেক বেশি দাম..."

দেবকুমার ধমকের গলায় বললেন, "রাখো তোমার সঞ্জীব নায়েক। জমি-বাড়ির বিজনেসে হাজার ফ্যাকড়ার কথা শুনেছি। জায়গার নাম বদলে ফেলার কথা শুনিনি। এর পর তো বলবে বাপের নাম বদলে কাজ করতে হবে।"

গৌর ঠোঁটের কোণে মুচকি হেসে নিচু গলায় বলল, "দরকার পড়লে মানুষ নিজের নামই বদলে ফেলে।"

দেবকুমার কথাটা স্পষ্ট শুনতে পাননি, বললেন, "কিছু বললে?"

"বলছিলাম, তা হলে কি সঞ্জীব নায়েকের সঙ্গে আপনি একবার কথা বলে নেবেন?"

দেবকুমার বললেন, "আমি ওই ত্যাঁদড় লোকের সঙ্গে আর কথায় নেই। তুমি বলে দেবে, আমরা আপনার সঙ্গে নেই। এসব ফালতু বায়নাক্কা করতে গিয়ে ওখানকার পাওয়ারফুল লোকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে। যাক, এখন এসব বাদ দিয়ে আগে তোমার মাকে নিয়ে এসো।"

গৌর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি আমার মাথার উপর আছেন বলেই... স্যার, আর-একটা কথা, আমি কি ক্যাশ থেকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিতে পারি... হাত একদম ফাঁকা..."

দেবকুমার বললেন, "অবশ্যই।"

কুমার কনস্ট্রাকশনের অফিস থেকে বেরোনোর সময় একবার পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে তাকাল গৌর। অস্ফুটে বলল, "গুডবাই।"

ট্যাক্সি দাঁড় করানোই ছিল। গৌর সেই ট্যাক্সিতে উঠে সোজা ব্যাঙ্কে। সিলভার গ্রুপের ড্রাফট জমা দিল সে। কাল দুপুরের মধ্যে ভাঙানো হয়ে যাবে। তারপর বড় অ্যামাউন্টের নগদ টাকা তুলল। পরিচিত অফিসার বললেন, "কী ব্যাপার, হঠাৎ এত টাকা!"

গৌর হেসে বলল, "বড় কাজ পেতে চলেছি, দাদা। ইয়েটাও খুব বড়। সে তো আর চেকে হবে না। নিজের থেকেই তুলছি। আমাদের দেশে দাদা সেভিংস, কারেন্টের মতো ঘুষের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকা দরকার," কথাটা বলে খিক-খিক আওয়াজ করে হাসল গৌর।

নির্জন গলির ভিতরে ঢুকে এক পান-সিগারেটের দোকান থেকে ভবানীকে

BanglaBook.org

ফোনে ধরল গৌর। এখান থেকে ফোন করা সুবিধে। দোকানের একদিকে আড়াল মতো আছে। লম্বা তারের রিসিভার নিয়ে সরে যাওয়া যায়। কেউ শুনতে পায় না।

ভবানীর কাজ গোছানো। অনেকরকম আঁটঘাট বাঁধা থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হল, সে হাবিজাবি গুন্ডা-মস্তানকে নেয় না। খরচ বেশি হলেও, পেশাদার লোক ডাকে। তারা সাহসী এবং বুদ্ধিমান হয়। এইসব কাজে এই দুটো জিনিসের দরকার সবচেয়ে বেশি। এলাকায় ঢোকা থেকে বেরনো পর্যন্ত হিসেব করে অ্যাকশনে নামতে হয়। শুধু খুন কেন, কিডন্যাপ বা পাচারের জন্যও বুদ্ধি লাগে। কোনও কারণে পরিকল্পনা ফেল করলে কী করতে হবে সেই পথ আগে থেকে জানা দরকার। ভবানীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের বায়না আসে। রাজনীতির মানুষ থেকে বিজনেসম্যান সকলেই কাজ দেয়। শোনা যায়, পুলিশেও নাকি তার যোগাযোগ আছে। আগে কাছাকাছি জায়গা থেকে লোক নিত ভবানী। কলকাতার কাজ করতে লোক আসত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে। হুগলির কাজ করে যেত বাঁকুড়ার টিম। এখন বাইরের রাজ্য থেকেও লোক নেয়। বড় চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। হাই প্রোফাইল কেস হলে নতুন লোককে দিয়ে কাজ করায়। নতুন লোক দিয়ে কাজ করানোর সুবিধে আছে। পুলিশ চট করে আইডেনটিফাই করতে পারে না। পুরনোদের ধরে পেটালেও লাভ হয় না। তারা নাম বলতে পারে না। তবে সব সময় পুরোটা নতুনদের হাতে ছাড়া যায় না। সঙ্গে পুরনো একজনকে দিতে হয়। গৌরকে বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমার কাজ কখনও ভুল হয়?"

গৌর বলেছিল, "ভুল হয় না বলেই তো তোমাকে চাইছি। কাজ কে করবে?"

ভবানী মানুষটা বিনয়ী স্বভাবের। কথাবার্তার ধরনধারণও মার্জিত। গোপনীয়তা রাখার ব্যাপারে কোনও ভুল করে না।

"ও আপনাকে ভাবতে হবে না, দাদা। আপনি পাখির নাম বলুন।"

গৌর নিচু গলায় নাম বলল। ভবানী সম্ভবত হাল্কা চমকে উঠল। না হলে চুপ করে যাবে কেন? তবে একটু সময়ের জন্য। কাজের সময় ওর কাছে রামও যা শ্যামও তাই। পয়সা ঠিকমতো পাচ্ছে কি না সেটাই আসল কথা। ভবানী সহজ গলায় বলল, "কাজ কোথায় হবে?"

BanglaBook.org

"কলকাতার বাইরে। নৈহাটিতে।"

"কখন?"

গৌর বলল, "সময়ও পরে বলব। তবে বলার পর হাতে বেশি সময় পাওয়া যাবে না। লোক আগে থেকে ঠিক করে রাখতে হবে কিন্তু।"

ভবানী বিড়বিড় করে বলল, "ঝামেলা আছে। কাজ কোথায় হবে? রাস্তায়?"

গৌর বলল, "না না, ফ্ল্যাটে। ডোরবেল বাজানোর পর দরজা খুললেই... ঠিকানা পরে বলব।"

ভবানী বলল, "দু'জনকে পাঠাতে হবে। আপনি জায়গাটা বলে দেবেন, রেকি করে আসতে হবে।"

গৌর বলল, "সে না হয় বলব, কিন্তু দু'জন কেন ভবানী? একটা বুড়োমানুষের জন্য দু'জন লাগবে? গায়ের জোরের তো ব্যাপার নেই। যত বেশি লোক তত বেশি ঝামেলা। দানু পালের ঘটনাটা তো একজনকে দিয়ে করেছিলে।"

ভবানী ফোনের ওপাশে হাল্কা হেসে বলল, "দানু আর এই লোক এক হল? দানু একজন ইট-বালি সাপ্লায়ার ছিল। তার উপর মাতাল। গাড়ির ধাক্কায় পুকুরে ফেলে ল্যাঠা চুকে গিয়েছিল। এই লোক তা নয়। আমার বিশ্বাস সঙ্গে লোডেড মাল রাখে। আত্মরক্ষা। এবার একজন নতুন ছেলে পাঠাচ্ছি।"

গৌর চিন্তিত গলায় বলে, "নতুন ছেলে!"

ভবানী বলল, "হ্যাঁ, এখানে নতুন। মুম্বই-পুণেতে কাজ করত। আমি খবর নিয়েছি, হাত ভাল। ঠান্ডা মাথা। উল্টো দিক থেকে অ্যাটাক এলে সামলাতে পারবে।"

ভবানী যতই সার্টিফিকেট দিক, গৌর নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। বলল, "বাইরের ছেলে পারবে তো? এসব জায়গা চেনে?"

"অ্যাকশনের এলাকা না চিনলেও কলকাতা চেনে। শুনেছি, ওর বাবা এখানে থাকে।"

গৌর বলল, "কোথায় থাকে?"

ভবানী হেসে ফেলল। বলল, "দাদা, আপনি তো পুলিশের মতো পুছতাছ করছেন। এই লাইনে এত কথা হয়? আমিও কি ওই ছেলের হিস্ট্রি জানতে চেয়েছি? চাইলেও সত্যি কথা বলবে? বাপের নাম-ঠিকানা বানাবে। তা ছাড়া

BanglaBook.org

ওসবে আমাদের দরকার কী? ওর বাপ তো কাজ করবে না। ও করবে। তাই না?"

গৌর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, "সরি। ভবানী, দেখবে কোনও গোলমাল যেন না হয়।"

ভবানী গলা নামিয়ে বলল, "চিন্তা নেই। সঙ্গে পুরনো লোক থাকবে। এলাকা চিনিয়ে দেবে। ফ্ল্যাটবাড়ির নীচে থাকবে। ডাইরেক্ট অ্যাকশন করবে নতুন ছেলে। মাঝে মাঝে নতুন হলে ভাল। আমার-আপনার সকলের জন্যই ভাল। কোনও কারণে ধরা পড়ে গেলে সমস্যা নেই, হাজার পেটালেও কিছু বলতে পারবে না।"

গৌর আবার বলল, "গোলমাল না হয়।"

"বলছি তো হবে না। পেমেন্ট কিন্তু ডবল।"

গৌর আঁতকে উঠল, "সে কী! একেবারে ডবল?"

"আপনার এই লোক সাধারণ নয়। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে ঝামেলা হবে।"

গৌর বলল, "ঝামেলা হবে কেন? এই তো বললে সব ঠিক আছে।"

ভবানী হাল্কা বিরক্তি নিয়ে বলল, "সেন্ট পার্সেন্ট হলফ করে বলা যায়? কোনও কাজেই বলা যায় না। পাখি চেনা হলে পুলিশ বেশি হুজ্জতি করে। সেই হুজ্জতি সামলাতে খরচ লাগে।"

গৌর ভবানীর বিরক্তি বুঝতে পারল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তৈরি থাকো।"

ভবানী বলল, "আমি তৈরি আছি। আপনি সিগন্যাল দিলেই কাজ হবে। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। পেমেন্টটা পাঠিয়ে দিন। মনে রাখবেন ডবল।"

গৌর বলল, "তুমিও মনে রাখবে। কোনও গোলমাল যেন না হয়। খবর হলে আমাকে ফোন করবে। নিজের ফোন থেকে নয়, অন্য ফোন থেকে।"

BanglaBook.org

বুধবার

বুধবার চারটে ঘটনা ঘটল। না চার নয়, পাঁচ। এই পাঁচটি ঘটনার মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলা কঠিন। হয়তো কোনওটাই নয়, হয়তো সবকটাই। আবার এমনটাও হতে পারে, এক-একজন মানুষের কাছে এক-একটা ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনা এক

সকালে কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় ছোট একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্টাফ রিপোর্টারের লেখা সেই সংবাদ এরকম— 'কলকাতার অনতিদূরে শহিদ ভূপতি সেন কলোনিতে গতকাল সন্ধেবেলা একটি পথসভায় গোলমাল হয়েছে। এলাকার এক অংশের নাম বদল করা হচ্ছে, এই অভিযোগে একটি রাজনৈতিক দলের জনাকয়েক কর্মী সভার আয়োজন করেছিলেন। সভা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই একই দলের কিছু কর্মী-সমর্থক এসে হই-হট্টগোল শুরু করেন এবং সভা বন্ধ করতে বলেন। এই নিয়ে প্রথমে বচসা, পরে হাতাহাতি হয়। মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। যারা সভা বানচাল করেছে, তাদের মতে, দলের অনুমোদন ছাড়াই এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাই গোলমাল।'

কোনও-কোনও সংবাদপত্রে, এই খবরের সঙ্গে ফোটোও ছাপা হয়েছে। একটি ফোটোতে দেখা যাচ্ছে, ভাঙা চেয়ার-টেবিলের সঙ্গে ফেস্টুন ছিঁড়ে পড়ে আছে। তাতে লেখা 'শহিদ ভূপতি সেন তোমায় ভুলছি না!'

ঘটনা দুই

বুধবার পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটির বোর্ড-মিটিংয়ে কোনওরকম গোলমাল ছাড়াই খালের পশ্চিমপাড়ের জন্য নতুন নামকরণের একটি প্রস্তাব নেওয়া হল। প্রস্তাব তোলেন খোদ চেয়ারম্যান নির্মল চক্রবর্তী। চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে প্রথম দফায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও পরে তড়িঘড়ি উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করেন রাধানাথ মাইতি।

BanglaBook.org

চেয়ারম্যান প্রস্তাব এনে বলেন, "পুরো ভূপতি কলোনির নাম বদল হচ্ছে না। হচ্ছে শুধু একটা অংশের। এটা করা হল এলাকার উন্নয়নের জন্য। ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল থেকে শুরু করে রাস্তা, পার্ক, আলোর জন্য বেসরকারি লগ্নি দরকার। শহিদ, কলোনি শব্দগুলি সম্পর্কে অনেকের আপত্তি আছে। এই বিষয়ে গোঁ ধরে থেকে আমাদের প্রিয় ভূপতি কলোনির একটা অংশকে পিছিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। আমরা ব্রিজ থেকে খালের পশ্চিমপাড়কে যেমন সুগম করেছি, এবার জায়গাটিকে নতুন করে গড়ে তোলা হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই সিদ্ধান্ত ভূপতি কলোনির মানুষ সাদরে মেনে নেবে। সরকারি গেজেটে নোটিফিকেশন পরে হবে,

আমরা আজই খালের ওই পাশে একটি সাইনবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করেছি। আপাতত ওখানকার নতুন নাম হচ্ছে 'গ্রিন ইস্ট'।"

রাধানাথ মাইতি গলায় ঝাঁজ এনে বললেন, "এতদিন ভূপতি কলোনির জন্য একটা কাজের কাজ হল। পচা সেন্টিমেন্টকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা শুধু ভুল নয়, অপরাধ। ভূপতি সেন এমন কে ইয়ে ছিলেন যে, উঠতে-বসতে তাঁর নাম করতে হবে? আমার মতে গোটা এলাকার নামই বদলে ফেলা উচিত। আশা করি ভবিষ্যতে তা হবেও।"

তখন একই দলের সন্তোষ পাইন এবং গোরা চৌধুরী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তাঁদের মত হল, এর ফলে একটি জায়গা তার স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং শিকড় হারাল। শহরের চারপাশ জুড়ে এই শিকড় ছেঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। পুরনো বসতির সঙ্গে পুরনো পরিচয়ও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভোটের মুখে এই ধরনের সিদ্ধান্তে মানুষের মনে খারাপ মনোভাব তৈরি হবে।

দু'জনের বক্তব্য খুব সহজেই খারিজ হয়ে যায়।

ঘটনা তিন

বারান্দায় বসে আছেন দেবকুমার। আজ একটু গরম লাগছে। কোনও কারণে গঙ্গা থেকে আসা বাতাস থমকে আছে। ঘণ্টা খানেক আগে সন্ধে নেমেছে। আলপনাকে খবর দিতে দেরি হয়েছে। আসলে এখানে আসার সিদ্ধান্ত আজ দেবকুমার হঠাৎ নিয়েছেন। আলপনা অফিস থেকে আসছে। খানিক আগে ফোন করেছিল, ট্রেনের গোলমালে পথে আটকে গিয়েছে। দেবকুমার ফোন করার পরই আলপনা গৌরকে ফোন করে। সেই খবর অবশ্য দেবকুমারের জানার কথা নয়। গৌর জানতে চায়, "হাতে কতটা সময় আছে?"

"ঘণ্টা দুয়েক। ও আগে পৌঁছবে। আমি অফিস করে যাচ্ছি।"

"লোকটা একটা খাম নিয়ে যাবে। আপনি সময়মতো সেটা খুলবেন। বুঝতে পেরেছেন? আগেও না, পরেও না।"

"পেরেছি।"

"আপনি কি নার্ভাস ফিল করছেন আলপনাদেবী?"

আলপনা ঢোঁক গিলে বলল, "একটু।"

BanglaBook.org

গৌর চাপা গলায় বলল, "ওটা কাটাতে হবে। ব্ল্যাকমেল করার সময় আপনি যত সহজ থাকতে পারবেন, উল্টো দিকের মানুষ তত ভয় পাবে। গুড লাক।"

আলপনার ফোন কেটে ভবানীকে মেসেজ পাঠাল গৌর, হাউ আর ইউ? এটাই কোড। মানে, লোক পাঠাও। তারপর ফোন থেকে সিমকার্ডটা বের করে দুমড়ে-মুচড়ে রাস্তার পাশে ছুড়ে ফেলে দিল। তার খিদে পাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আগে ভাল করে খেতে হবে। তারপর ট্রেনে উঠে লম্বা ঘুম।

আজ দেবকুমারের মন খুব ভাল। ছিল না, হঠাৎই হয়েছে। সেই উপলক্ষেই এখানে আসা। মিউনিসিপ্যালিটির মিটিংয়ে নাম বদলের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের কথা হল, খোদ চেয়ারম্যান নির্মল চক্রবর্তীই নাকি কথাটা তোলেন। অদ্ভুত! খবরটা পেয়ে তাঁকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। পাওয়া যায়নি। আর পাওয়া যায়নি গৌরকে। তার ফোন বন্ধ। এটাই চিন্তার। নির্মল চক্রবর্তী আজ না হয় কাল নিজেই যোগাযোগ করবেন। তাঁর পাওনার ব্যাপার আছে। কিন্তু গৌরের মায়ের খারাপ কিছু হয়ে গেল না তো! হলে মুশকিল। বিয়ের প্ল্যান পিছিয়ে যাবে।

দরজায় বেল বাজল। আলপনা? ধীরে-সুস্থে উঠলেন দেবকুমার। পায়জামা, পাঞ্জাবি পরা দেবকুমারকে সুপুরষের মতো লাগছে। এতক্ষণ পরে গঙ্গা থেকে একঝলক ঠান্ডা বাতাস এল। শরীরে চাপা উত্তেজনা অনুভব করলেন দেবকুমার। তিনি কল্পনায় আলপনাকে নগ্ন দেখতে পেলেন। আবার বেল বাজলে দেবকুমার মৃদু হেসে দরজা খুলতে যান।

দরজা খোলার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যে ছেলেটি দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে দু'হাতের মধ্যে থেকে গুলি করে, তাকে দেখতে সুন্দর। ফরসা, লম্বা-চওড়া। মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ কি এলোমেলো ভাবে? ভাবে হয়তো। জ্ঞান হারানোর আগে দেবকুমারের মনে হল, ঋষি বড় হলে অনেকটা এই আততায়ীর মতো দেখতে হত না?

BanglaBook.org

ঘটনা চার

ফোন নম্বর চিনতে না পেরে বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল প্রিয়ম। কোঁচকানোরই কথা। সে বাঁশি নিয়ে নাজেহাল। স্ক্রিপ্ট বারবার কাটাকুটি করতে হচ্ছে। বিরক্ত অবস্থায় ফোন কানে নিল এবং চমকে উঠল। সঞ্জীব নায়েক!

সঞ্জীব নায়েকের গলায় হাল্কা কৌতুক। বললেন, "রাগ কমেছে ডিরেক্টর সাহেব?"

প্রিয়ম একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি কি এটা জানতে এত রাতে ফোন করেছেন?"

সঞ্জীব নায়েক একটু হেসে বললেন, "রাগ কমেনি দেখছি। তবে এবার কমবে।"

প্রিয়ম নিজেকে সামলে শান্তভাবে বলল, "কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।"

সঞ্জীব নায়েক বললেন, "আমরা ডিসিশন চেঞ্জ করেছি। আপনার ছবি আমরা প্রোডিউস করব। কাল আপনি আসুন, আপনার সঙ্গে সইসাবুদ করে নেব।"

প্রিয়ম খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। লোকটা মাঝরাতে তার সঙ্গে রসিকতা করছে? নাকি চিঠি ছেঁড়ার প্রতিশোধ?

"আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।"

সঞ্জীব নায়েক অবাক গলায় বললেন, "সে কী! আপনি কিছু জানেন না! আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো ভাই, পূর্বদিগন্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিস্টার নির্মল চক্রবর্তী আপনার কে হন? চুপিচুপি বলে ফেলুন দেখি... ওঃ, এসব তো বলা বারণ... বাট হি ইজ আ নাইস ম্যান," কথা শেষ করে সঞ্জীব নায়েক জোরে হাসলেন।

নির্মল চক্রবর্তী! কৃষ্ণকলির বাবা! নিশ্চয়ই সে তার বাবাকে দিয়ে বলিয়েছে। উফ্, মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না! রাগ করতে গিয়েও মনে মনে হেসে ফেলল প্রিয়ম। তারপর সহজভাবে বলল, "সরি, সঞ্জীববাবু। ছবিটা আমি এখন করছি না। করলেও আপনাদের সঙ্গে তো নয়ই। আমি বাঁশি নিয়ে একটা দারুণ কাজ করছি। কাজ হলে দেখার জন্য নেমন্তন্ন করব। আসতে হবে কিন্তু। গুড নাইট।"

ঘটনা পাঁচ

টাউন হলের বাইরে পুলিশের জিপ এসে দাঁড়িয়েছে। থানার সেকেন্ড অফিসার জিপ থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরালেন। তিনি বিরক্ত। বিরক্ত হওয়ারই কথা। হলের ভিতর উদ্ভট একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনুষ্ঠানের নাম

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গ্রেপ্তার দিবস উদ্‌যাপন। এর মানে কী! বাপের জন্মে এই ধরনের অনুষ্ঠানের কথা কেউ শুনেছে? বামাপদ রায় নামে একজন এর অর্গানাইজার। লোকটা সম্পর্কে পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে। একসময় খুন-জখমের পলিটিক্স করত। জেল খেটেছে। এখন বিভিন্ন দলের সঙ্গে যোগাযোগ। ছোটখাটো দালালির কাজ করে। আবার এখানে-ওখানে গরম ভাষণও মারে। এই উদ্ভট অনুষ্ঠানেও নিশ্চয়ই তাই করতে এসেছে। সে যাই হোক, উপরতলা থেকে অর্ডার হয়েছে, লোকটাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতে হবে। হারামজাদা নাকি খানিক আগে পাঁচ-দশটা ছেলে নিয়ে গিয়ে ভূপতি কলোনির খালের ধারে লাগানো কোন এক সাইনবোর্ড ভেঙে দিয়ে এসেছে। কীসের সাইনবোর্ড সেকেন্ড অফিসার এখনও জানেন না। জানতে চানও না। কিন্তু জানেন, ভাঙাভাঙির ব্যাপার অ্যালাউ করা যায় না। আজ সাইনবোর্ড ভাঙছে, কাল লোকের মুন্ডু ভাঙবে। ভূপতি কলোনির শান্তি নষ্ট হবে। থানায় নিয়ে গিয়ে এই লোককে হাল্কা পালিশ দেওয়ার অর্ডার হয়েছে।

সেকেন্ড অফিসার সিগারেট ফেলে হলের দিকে রওনা দিলেন।

(এই কাহিনিটি কাল্পনিক। কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে মিল পাওয়া গেলে, তা আকস্মিক বলে ধরে নিতে হবে।)